CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 7 October, 2023 ■ আগরতলা ৭ অক্টোবর ২০২৩ ইং ■ ১৯ আশ্বিন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বক্সনগরে বিজেপি কার্যকর্তাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জন করবো ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৬ অক্টোবর।। বিগত দিনে বক্সনগরের মানুষকে বোকা বানিয়ে ভোট আদায় করা হত।বক্সনগর এলাকার কোন উন্নয়ন হতো না। আর বর্তমান সরকার উন্নয়নের মাধ্যমেই মানুষের আস্থা অর্জন করতে চায়। আজ বক্সনগরে এক দলীয় সংবর্ধনা সভায় অংশ নিয়ে একথা বলেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। স্থানীয় কমিউনিটি হলে হয় এই সংবর্ধনা সভাটি। বি.জে.পি বক্সনগর মন্ডলের আওতাধীন বিভিন্ন স্তরের দলীয় নেতৃত্বদের নবনির্বাচিত বিধায়ক তফাজ্জল হোসেনের তত্ত্বাবধানে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বি.জে.পির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্যী ,সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত , দলের সিপাহীজলা দক্ষিণাংশের সভাপতি দেবব্রত ভট্টাচার্যী ,সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত প্রমুখ।

বক্সনগর কমিউনিটি হলে এই সম্বর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মূখ্য মন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পাটির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য সাধারণ সম্পাদীকা পাপিয়া দও বিধায়ক তফাজ্জল হোসেন সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দও সিপাহীজলা জেলা দক্ষিণ অংশের সভাপতি দেবব্রত ভট্টাচার্য প্রাক্তন মন্ত্রী প্রকাশ দাস প্রাক্তন মন্ত্রী বিল্লাল মিয়া আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার বিজেপি বক্সনগর মন্ডল সভাপতি সুভাষ চন্দ্র সাহা সহ অন্যনা নেতৃত্বরা।

আজ কার্যকর্তাদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে সম্বর্ধনা তুলে দেন। এই সম্বর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে বিধায়ক তফাজ্জল হোসেন বলেন নির্বাচন শেষ মানে আমাদের কাজ শেষ না ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ বেজে গেছে। উপনির্বাচনে আপনাদের কঠোর পরিশ্রমে এ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী করিয়াছেন।

২৪শে লোকসভা নির্বাচনের কাজ শুরু হয়ে যাবে তাই আজ থেকে আগামী দিনের পরিকল্পনা সমাজের জন্য রাষ্ট্রের জন্য দেশের জন্য আমরা কাজ করব।

দলের প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য বলেন সারা ভারতে নজীর স্থাপন করে উপ নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী কে জয়ী করার জন্য সকল কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্য মন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা বলেন সাংগঠনিক শ্রী বৃদ্ধি করে আগামী ২০২৪লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী কে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করবেন ভারতীয় জনতা পাটি সরকার সমাজের সকল অংশের জনগনকে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য দায়বদ্ধতার সঙ্গে কাজ করে চলছে রাজ্যর সার্বিক উন্নয়নের জন্য কাজ করে চলছে সরকারি বিভিন্ন বেনিফিসারী দিতে বর্তমান সরকার মিশন মুডে কাজ করে যাচ্ছে।

৯১ কিলো গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৬ অক্টোবর।। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিলোনীয়া মহকুমার এসডিপিও সহ থানার পুলিশ ইকো গাড়ির পিছু ধাওয়া করে চার বস্তা গাঁজা সহ গ্রেপ্তার করে গাড়ী চালককে, ইকোগাড়ি থেকে মোট ৯১ কেজি উদ্ধার করা হয়, ইকো গাড়ির চালকের নাম সুমন বিশ্বাস,বাড়ি রাজনগর ব্লকের পিপড়িয়া খলা এলাকায়, ঋষ্যমুখ ব্লকের উত্তর সোনাইছড়ি রাজারাম বাড়ী এলাকা থেকে গতকাল রাতে উদ্ধার করা হয় বলে জানা যায়, এই গাড়ি চালকের বিরুদ্ধে এন ডিপিএস এক্টে মামলা নেয় বিলোনিয়া থানার পুলিশ, আজ বেলা বারোটায় ইকো গাড়ির চালক সুমনকে পুলিশ আদালতে সোপর্দ করে চার দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে খবরে জানা যায়, বিলোনীয়ার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অভিজিত দাসের কাছে খবর আসে টি আর ০৩-পি-০৩৬৯ নম্বরের ইকো গাড়ী করে বড়পাথড়ি মাস্টার পাড়া থেকে কয়েক বস্তা গাঁজা শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে পাচারের জন্য , খবর পাওয়ার সাথে সাথে মহকুমা এসডিপিও থানার পুলিশ নিয়ে বেরিয়ে ঋষ্যমুখ ব্লকের ঝরঝরি রাস্তার মাথায় উৎপেতে বসে থাকে ,রাত আনুমানিক সাতটা নাগাদ বিলোনীয়ার দিক থেকে আসা ইকো ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বজ্রাঘাতে গুরুতর আহত মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৬ অক্টোবর।। বজ্রাঘাতে গুরুতর অসুস্থ এক মহিলা, আতঙ্কে গোটা পরিবার। আহত গৃহবধূর অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় তাকে খোয়াই জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সকালে কল্যানপুর ব্লকের দ্বারিকাপুর পঞ্চায়েতের গিরিন্দ্রশীল চৌমুহনী এলাকায়।

বিস্তারিত খবরে প্রকাশ গত দু-তিনদিন ধরেই এলাকায় ধাপে ধাপে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হচ্ছে। শুক্রবার সকাল নয়টা নাগাদ হঠাৎ বৃষ্টি নামে। এরই মধ্যে তীব্র গর্জনে বজ্রপাত হয়। গিরিন্দ্র শীল চৌমুহনীর বাসিন্দা সুরজ দাসের বসত ঘর সংলগ্ন এলাকায় বজ্রপাত হলে কোনো কিছু বুঝে উঠার আগেই তার স্ত্রী রুমা দাস (৩৬) জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। গৃহকর্তা ও তাদের অবুঝ শিশুও অনেকটা ব্যাকুল হয়ে পড়ে এই ঘটনায়। বৃষ্টি কমতে থাকলে প্রতিবেশীরা বিষয়টি আঁচ করতে পেরে সাথে সাথেই উনাকে খোয়াই জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসে। রোগীর অবস্থা বুঝে কতর্ব্যরত চিকিৎসক তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দেন। বর্তমানে গৃহবধূর শরীরের ডানপাশের হাত,পা গতিহীন অবস্থায় রয়েছে বলে জানান তার স্বামী। ঘটনায় এলাকাজুড়ে উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে।

৩ দিনের নীরমহল জল উৎসবের উদ্বোধন

রাজ্যের পর্যটনকে বিশ্ব মানচিত্রে তুলে ধরাই সরকারের লক্ষ্য: সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। নীরমহল পর্যটন কেন্দ্রকে বিশ্বের পর্যটন মানচিত্রে তুলে ধরার জন্য সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছে। স্বদেশ দর্শন-১ প্রকল্পে নীরমহলের পরিকাঠামো উন্নয়নে ৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। জি-২০'র বি'ান সম্মেলন উপলক্ষে নীরমহলের পরিকাঠামো উন্নয়নে ১০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। আজ মেলাঘরের রাজঘাটে ৩দিনব্যাপী ঐতিহ্যবাহী নীরমহল জল উৎসবের উদ্বোধন করে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন।

উল্লেখ্য, আজ থেকে মেলাঘরের রাজঘাট মুক্তমে' শুরু হয়েছে ৩দিনব্যাপী ঐতিহ্যবাহী নীরমহল জল উৎসব। তা চলবে আগামী ৮ অক্টোবর পর্যন্ত। পর্যটন দপ্তর, তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তর, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর, রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি, মেলাঘর পুরপরিষদ এবং সোনামুড়া মহকুমা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেলাঘর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন অনামিকা ঘোষ পাল রায়।

ঐতিহ্যবাহী নীরমহল জল উৎসবের উদ্বোধন করে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, নীরমহল সহ রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে পর্যটন দপ্তর। আগামী কিছুদিনের মধ্যেই নীরমহলে লাইট ও সাউণ্ড সিস্টেম চালু করা হবে। পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে যে আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে উঠছে তা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব জনসাধারণের।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন, রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে আকর্ষণীয় করে তুলতে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক কিশোর বর্মণ, সমাজসেবী দেববত ভট্টাচার্য প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা তপন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১২ অক্টোবর পর্যন্ত জেল হাজতে সৈকত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। আগামী ১২ অক্টোবর পর্যন্ত জেল হেফাজতে পাঠানো হয়েছে সৈকত তলাপাত্রকে। মোট ৪টি মামলায় সৈকত তলাপাত্রকে আদালতে পেশ করা হয়েছে শুক্রবার। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এদিন এক মামলায় ৯ অক্টোবর ও অপর মামলায় ১২ অক্টোবর পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে। বাকি একটি মামলায় তার জামিন হয়েছে। তবে রাধাপুর থানার আরেকটি মামলায় পুলিশের জমা দেওয়া চার্জশিট বাতিল করে দিয়েছে আদালত। আগামী ৯ অক্টোবর সৈকতকে আদালতে পেশ করা হলে সেদিন আদালতে পুলিশ রিমান্ডের আবেদনের শুনানি হবে বলে জানা গেছে।

তার বিরুদ্ধে তিনটি ধারায় মামলা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন সরকার পক্ষে আইনজীবী। তিনি আরো জানান ৪৪১ আইপিসি , ৫০৬ আই পিসি এবং ৩০৭ আই পিসি ধারায় তার বিরুদ্ধে মামলা নেওয়া হয়েছে। পিআরসি এস পি ২৮৫, ২০২১ মামলায় সৈকত তলাপত্র জামিন পাওয়ার পর আর আদালতে হাজিরা দেন নি। কোনো ধরনের সহযোগিতা করেননি বলে অভিযোগ তার বিরুদ্ধে। দীর্ঘদিন তিনি রাজ্য ছেড়ে বহি রাজ্যে গা ঢাকা দিয়ে ছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতেই তার বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারি করে তাকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকা ধর্ষণ

অভিযুক্তের কুড়ি বছরের কারাদন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৬ অক্টোবর।। কৈলাসহরে নাবালিকা ধর্ষনকান্ডে আসামীকে কুড়ি বছরের সশ্রম কারাদন্ড ঘোষণা করল আদালত। ঘটনা সম্পর্কে সরকারি আইনজীবী সন্দীপ দেবরায় জানিয়েছেন, ২০২১ সালের ১৪ মার্চ দুপুরে কৈলাসহরের ছনতৈল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এক নাবালিকা কোনো এক কাজে পাশের বাড়িতে যায়। পাশের বাড়িতে যাওয়ার পর মোহম্মদ আলী নামে এক যুবক নাবালিকাকে ফুসলিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষন করে। এই ঘটনা নাবালিকার নিজ ভাইও দেখে ফেলে। পরবর্তী সময়ে নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে কৈলাসহরের মহিলা থানায় ছয়জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়। ছয়জনের বিরুদ্ধে পসকো আইনে মামলা গ্রহ করে শুরু হয় তদন্ত। মামলার তদন্তকারী পুলিশ অফিসার ঘটনার তিনদিনের মধ্যেই অভিযুক্ত মোহম্মদ আলীকে গ্রেফতারও করে। এই মামলাটি কৈলাসহরের স্পেশাল কোর্টের বিচারপতি অমরেন্দ্র কুমার সিং-এর অধীনে চলছিলো। এই মামলায় একুশ জনের সাক্ষ্যবাক্য গ্রহণ করেছে আদালত। ছয়জনের মধ্যে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুনর্নবীকরণ যোগ্য শক্তি উৎপাদনে বহুমুখী পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে ঃ রতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। আগামী ২০৭০ সালের মধ্যে দেশে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনের জন্য বহুমুখী পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। তিনি জানান, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনের লক্ষ্যে গতকাল নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী আর কে সিং ও কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রকের সচিবের উপস্থিতিতে উত্তর পূর্বা'ল রাজ্যগুলির বিদ্যুৎ মন্ত্রী ও সচিবদের নিয়ে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাহুল গান্ধীর বিকৃত পোস্টারের প্রতিবাদে রাস্তায় প্রদেশ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। রাহুল গান্ধীর রাবণরূপে পোস্টার ঘিরে উত্তাল গোটা দেশ। প্রতিবাদে ময়দানে নেমেছে কংগ্রেস। সোজা মোদি-নাড্ডাদের তোপ দেগে প্রশ্ন তুলছেন, আপনারা কি সাংবিধানিক পদের শপথও ভুলে গেলেন? দলের শীর্ষনেতারা তো বটেই রাজ্যস্তরেও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে শুক্রবার প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আগরতলা শহরে এক বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন সহ অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃত্বরা।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা এদিনের বিক্ষোভ মিছিল থেকে বিজেপির সমালোচনা করে বলেন, বিজেপি রাহুল গান্ধীর ছবি বিকৃত করে নিম্ন রুচি এবং ভিন্ন ষড়যন্ত্রের পরিচয় দিয়েছে। সারাদেশে এর প্রতিবাদে ধিক্কার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। প্রদেশ কংগ্রেসও এই ঘৃণ্য রাজনীতির বিরুদ্ধে জাতীয় কংগ্রেসের আহবানে প্রতিবাদে সামিল হয়েছে। এ ধরনের ঘৃণ্য আচরণের জন্য বিজেপিকে সারা দেশের মানুষের কাছে খেসারত দিতে হবে বলে দাবী করেছেন তিনি। তার কথায়, বিজেপি ভারতবর্ষের সংস্কৃতিকে বিকৃত করে তুলেছে। এ বিজেপি বুঝে শুধু ধর্মান্তর, বিচ্ছিন্নতা। এগুলি করে তারা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে মুছে ফেলার চেষ্টা করছে। বিজেপির এই ঘৃণ্য রাজনীতির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের লড়াই চলবে। এভাবে রাহুল গান্ধীর স্বচ্ছ ভাবমূর্তি জনগণের সামনে দুর্বল করতে পারবে না বিজেপি বলে হুশিয়ার দিয়েছেন প্রদেশ সভাপতি। রাবণের দলের আদর্শরাই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মেঘাসুরের দাপটে ছন্দপতন ঘটলো পুজোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। বৃষ্টিতে ছন্দপতন ঘটল পুজোর কেনাকাটায়। গত দুইদিন ধরেই ঝাকে ঝাকে বৃষ্টি। রাস্তাঘাট জলমগ্ন। শহরে বের হবার ইচ্ছা চাইলেও বৃষ্টির কারণে ঘর বন্দী থাকতে হচ্ছে মা মাসিদের। এদিকে দুর্গোৎসবের আর মাত্র ১৩ দিন বাকি। মাসের প্রথমে কেনাকাটার ধুম পড়ে যায়। এবারও তা হতো কিন্তু বৃষ্টি পিছিয়ে দিয়েছে মানুষের ইচ্ছা শক্তিকে। দোকানীদের কপালেও ভাজ পড়ে গেছে চিন্তার। সবারই মন খারাপ। আশায় থাকেন বছরের এই দিনটির জন্য। বিশেষ করে কাপড় জুতা এবং বিভিন্ন ধরনের অলংকার সামগ্রী উৎসব মৌসুমী সবচেয়ে বেশি চাহিদা থাকে। ক্রেতাদের কথা চিন্তা করি ব্যবসায়ীরা আগেভাগেই বহি রাজ্য থেকে

মাল নিয়ে আসেন। মাল এসে গেছে কিন্তু ক্রেতাদের দেখা নেই। ব্যবসায়ীদের মুখেই একটা কথা এভাবে বৃষ্টি চললে ব্যবসার প্রচন্ড ক্ষতি হবে। এদিকে অল্প বৃষ্টি হলেই শহরের মূল রাস্তা শকুন্তলা রোড ওরিয়েন্ট চৌমুহনী তে জল জমে যায়। গতকাল রাত থেকে সকাল পর্যন্ত যেভাবে বৃষ্টি হয়েছে তাতে শহরের বেশ কিছু নিচু জায়গায় জল জমে গেছে। বিপত্তি বেড়েছে লোকজনের চলাফেরা নিয়ে। এর মধ্যে আবহাওয়া দপ্তর জানিয়ে দিয়েছে আগামী দুদিন বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনার কথা। নিম্নচাপের কারণে বাংলা থেকে শুরু করে উত্তর-পূর্ব ভারতের বেশ কিছু রাজ্যেই বৃষ্টিপাত চলছে। শুধু তাই নয় ভারী বৃষ্টির কারণে কোথাও কোথাও বন্যাও হয়ে গেছে। এই সমস্ত দুশ্চিন্তার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৭০ ◻ সংখ্যা ৬ ◻৭ অক্টোবর ২০২৩ইং ◻ ১৯ আশ্বিন ◻শনিবার ◻১৪৩০ বঙ্গাব্দ

আত্মহত্যা রুখতে পদক্ষেপ

দেশের, রাজ্যের ,ও পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে মানুষের জীবনধারণ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়া কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা খুবই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। কর্মসংস্থানের অভাবে বেকার যুবক যুবতীদের মধ্যে মানসিক বিপর্যয়ের ঘটনা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। শুধু তাই নয় ,ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেও মানসিক বিপর্যয়ের ঘটনা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ইহা খুবই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার বিষয়। প্রতিযোগিতার ইদুর দৌড়ে ছাত্র-ছাত্রীরা যখন পিছাইয়া পড়ে তখন ওই মানসিকভাবে দুর্বল হইয়া পড়ে ছাত্র-ছাত্রীরা। পরীক্ষায় আসান রূপ ফলাফল করিতে না পারিলে মানসিক বিপর্যয়ের মাত্রা চরম আকার ধারণ করে। তাহাতে আত্মহত্যা সহ নানা অঘটন ঘটে। এই প্রবণতা ভয়ংকর আকার ধারণ করিতেছে। অদ্ভুত ও পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়াছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রক। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী এই ধরনের প্রবণতা প্রতিহত করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। সেই লক্ষ্যেই স্কুল পড়ুয়াদের আত্মহত্যার প্রবণতা, মানসিক অবসাদ রুখিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করিল কেন্দ্রীয় সরকার।তাহাদের মানসিক অবসাদ, আত্মহত্যার প্রবণতা যাহাতে দ্রুত চিহ্নিত করা যায়, সে ব্যাপারে নির্দেশিকা প্রকাশ করা হইয়াছে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে। এরজন্য স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যে সচেতনতা গড়িয়া তুলিতে একটি নির্দিষ্ট দল গড়িবার কথা বলা হইয়াছে কেন্দ্রের নির্দেশিকায়।শিক্ষা মন্ত্রকের তরফে প্রকাশ করা নির্দেশিকায় বলা হইয়াছে, ”স্কুলের অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষককের তত্ত্বধানে সচেতনতা গড়িতে একটি দল গঠন করা হইবে। সেখানকার সদস্যরা সঙ্কটজনক পরিস্থিতি সমাধানের ব্যাপারে অভিজ্ঞ হইবেন। যখনই কোনও পড়ুয়ার থেকে কোনও সঙ্কজনক বা উদ্বেগজনক কোনও প্রবণতা দেখা যাইবে, সঙ্গে সঙ্গে সেই দলকে জানানো হইবে। সেই দল পরিস্থিতি অনুযায়ী পদক্ষেপ করিবে। স্কুলের প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বাধীন এই দলে থাকিবেন একজন করিয়া কাউন্সিলর বা বিশেষজ্ঞ, সদস্যদের মধ্যে একজন শিক্ষক,স্কুলের ম্যানেজমেন্টের একজন সদস্য, স্কুলের মেডিক্যাল টিমের একজন সদস্য এবং একজন করিয়া মনিটর। নির্দেশিকায় বলা হইয়াছে, ”সঙ্কটজনক পরিস্থিতি দেখিলেই দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হইবে। একে দুটি ভাগে ভাগ করা থাকিবে। একটি হইল, যেখানে কোনও পড়ুয়ার মধ্যে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি দেখিতে পাওয়া, দ্বিতীয় হইল যেখানে কোনও পড়ুয়া কোন চূড়ান্ত নিতে চলিয়াছে।” কেন্দ্রের নির্দেশিকায় বলা হইয়াছে, নির্দিষ্ট সময় অন্তর এই দল নিজেদের মধ্যে বৈঠক করিবে। সেই বৈঠকে নিজেদের অভিজ্ঞতা এবং নানান ধরণের পরিস্থিতি নিয়া আলোচনা হইবে। নির্দেশিকায় আরও বলা হইয়াছে সচেতনতামূলক দলকে স্কুলে অবাধ ও সুস্থ পরিবেশ গড়িয়া তুলিতে হইবে। একইসঙ্গে রেল লাইন, ওষুধের দোকান, নদী বা জলাশয়ের মতো জায়গায় নজরদারি করিতে হইবে।

শান্তিপুরে বিশালাকার পাইথন উদ্ধার, চাঞ্চল্য স্থানীয় মানুষজনের মধ্যে

নদীয়া, ৬ অক্টোবর (হি.স.): নদীয়া শান্তিপুরের আরপাড়া গ্রাম থেকে উদ্ধার হল বিশালাকার একটি পাইথন। বৃহস্পতিবার রাতে একটি পাইথন উদ্ধার হয়। স্থানীয় এক ব্যক্তির বসত বাড়িতে দেখেতে পাওয়া যায় পাইথনটিকে। তৎক্ষণাৎ পরিবারের অন্যান্যদের জানিয়ে সাপটিকে বস্তাবন্দী করেন তাঁরা। বনবিভাগকে খবর দেওয়া হলে তারা এসে সাপটি নিয়ে যায়।

বন বিভাগ জানিয়েছেন, পাইথনের ওজন প্রায় সাড়ে আট কেজি। খবর পেয়ে রাতেই ওই স্থানে পৌঁছে যান রানাঘাটের সাংসদ জগন্নাথ সরকার। সাংসদ জানান, সাপটিকে দেখে স্থানীয় মানুষজনের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

উত্তর প্রদেশের কানপুরে একটি গুদামঘরে ভয়াবহ আগুন, দমকলের অক্লান্ত চেষ্টায় এল আয়ত্তে

কানপুর, ৬ অক্টোবর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের কানপুরে ভয়াবহ আগুন লাগল একটি গুদামঘরে। শুক্রবার সকালে কানপুরের কিদওয়াই নগর থানার অন্তর্গত সঞ্জয় নগর (কেশবনগর এলাকা) এলাকায় অবস্থিত ওই গুদামঘরে আগুন লাগে। ভিতরে প্রচুর পরিমানে দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। দমকলের কমপক্ষে ১০০ জন কর্মীর চেষ্টায় আগুন নেভানো সম্ভব হয়েছে।

কানপুরের সিপি আর স্বর্ণকর বলেছেন, শুক্রবার সকালে কেশবনগর এলাকায় একটি গুদামে আগুন লাগে, আগুন নেভাতে কাজ করে দমকলের ১০০ জনেরও বেশি কর্মী, এটি একটি টেক্সটাইল গুদাম ছিল, আশেপাশের বাসিন্দাদের কিছুক্ষণের জন্য সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তারা নিরাপদ রয়েছেন। বলা হচ্ছে এখানে সামরিক বাহিনীর পোশাক তৈরি করা হত, আগুন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। কোনও আহত অথবা প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি।

সুকান্ত মজুমদারের এক্স হ্যাণ্ডেলে হাসপাতালে চরম অব্যবস্থার নজীর

কলকাতা, ৬ অক্টোবর (হি. স.) : জেলা হাসপাতালে চরম অব্যবস্থার নজীর সামাজিক মাধ্যমে দিলেন পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

একটি ভিডিও এবং একটি স্থিরচিত্র-সহ তিনি শুক্রবার এক্স হ্যাণ্ডেলে লিখেছেন, “তৃণমূলের ’এগিয়ে বাংলা’ বর্ণনার একটি চমকপ্রদ উদাহরণ। পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকার প্রদত্ত ”বিশ্বমানের স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা” দেখা যাচ্ছে। একজন সিভিক ভলান্টিয়ার দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমান্ডি গ্রামীণ হাসপাতালে একজন রোগীর রক্তচাপ পরীক্ষা করছেন।”

কবাডিতে পাকিস্তানকে বধ করে সোনার দুয়ারে ভারত

হানঝাউ, ৬ অক্টোবর (হি.স.): এশিয়ান গেমসে হকি, স্কোয়াশের পর এবার কবাডিতে পাক বধ ভারতের। আজ সেমিফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালে চলে গেল ভারত। আগামীকাল শনিবার ভারত নামবে সোনা-রুপোর লড়াইয়ে। ফাইনালে ভারত মুখোমুখি হতে চলেছে চাইনিজ তাইপে এবং ইরানের মধ্যে বিজয়ী দলের সঙ্গে।

৬১-১৪ ফলে চির প্রতিপক্ষকে হারাল ভারত। ২০১৮ সালে জাকার্তা এশিয়ান গেমসে ভারত ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিল। এবার একধাপ এগিয়ে গেল ভারত। অনন্ত রুপো পাচ্ছেই। তবে যে প্রাধান্য নিয়ে অপরাজিত ভাবে ভারত ফাইনালে উঠেছে তাতে সোনা আশা করা যেতেই পারে।

হুমায়ূন আহমেদ : চেনা জগতের অচেনা মানুষ

হোসেন মাহমুদ

গত শতকের মধ্য ষাটের পর উড়াল শুরু হয়েছিল আমার। বাল্য থেকে কৈশোরে। তার বেশ আগেই নিজের অগোচরেই নীরব আত্মসমর্পণ ঘটেছিল বইয়ের নেশার কাছে। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭০-এর মধ্যে আগ্রাসী ক্ষুধা মেটাতে যেখানে যা পেয়েছি, তাই পড়েছি। যেসব লেখকের বই পড়লাম তার মধ্যে ছিলল্প মীর মশাররফ হোসেনের ‘বিষাদসিন্ধু’; মোহাম্মদ নজিবর রহমানের ‘আনোয়ারা’; সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজীর ‘রায়নন্দিনী’; মোহাম্মদ কোরবান আলীর ‘মনোয়ারা’ এম এ হাশেম খানের ‘আলোর পরশ’; আবদুর রাজ্জাকের ‘কন্যাকুমারী’: ইসহাক চাখারীর ‘মেঘবরণ কেশ’; আবু ইসহাকের ‘সূর্যদীঘল বাড়ি’; রশীদ করীমের ‘উত্তম পুরুষ’ ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে ‘কন্যাকুমারী’ থেকে উত্তম পুরুষ পর্যন্ত ছিল সেকালের আধুনিক উপন্যাস। তখন আরো যারা লিখছিলেন যেমন- শওকত ওসমান, আলাউদ্দীন আল আজাদ, সৈয়দ শামসুল হক, শামসুদ্দীন আবুল কালামসহ অন্যদের উপন্যাস পড়ার সুযোগ হয়নি। ১৯৭২ সালে কলেজে ভর্তিহয়ে শহরবাসী হলাম। সে বছরই প্রকাশিত হয় তরুণ সমাজের মধ্যে আলোড়ন জাগানো ‘সাপ্তাহিক বিচিত্রা’। ‘বিচিত্রা’ সে বছর প্রকাশ করল ঈদ সংখ্যা। সাগ্রহে সংখ্যাটি কিনেছিলাম। তাতে পাঁচ বা ছয়টি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল মনে হয়। কার কার উপন্যাস, আজ আর মনে নেই। তবে স্বাধীন বাংলাদেশে সেই প্রথম আধুনিক উপন্যাসের সাথে পরিচিত হলাম। যা হোক, ১৯৭২-৭৩-এ দু’জন নতুন ও তরুণ উপন্যাস লেখকের নাম শুনলাম- একজন মাহমুদুল হক, তার উপন্যাসের নাম ‘জীবন আমার বোন’, অন্যজন হুমায়ূন আহমেদ- উপন্যাসের নাম ‘নন্দিত নরকে’। এ দু’জনের নাম বেশ ছড়িয়ে পড়ে, বিশেষ করে হুমায়ূন আহমেদের নাম। তিনি পরে বিভিন্ন পত্রিকার ঈদসংখ্যাগুলোতে অনেক উপন্যাস লেখেন। পাশাপাশি তার অনেক উপন্যাস সরাসরি প্রকাশিত হয়।

হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাসের সঠিক সংখ্যা আমার জানা নেই, তবে তা তিন শ’র মতো হতে পারে। ১৯৭২ থেকে হিসাব করলে তার লেখালেখির সময়কাল ছিল পঞ্চাশ বছর। শুরুর পর যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানের কয়েক বছর বিরতি ছিল। তারপর আবার তিনি পূর্ণগতিতে লেখা চালিয়ে গেছেন। উল্লেখ্য, প্রথম উপন্যাসেই সাড়া জাগালেও পরবর্তীকালে তিনি যে হুমায়ূন আহমেদ হয়ে ওঠেন, তার সেই খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা হঠাৎ করেই আসেনি, বরং দীর্ঘ দিনে তার মিনার তৈরি হয়েছে বলে দেখা যায়।

সে সময় উপন্যাস পাঠের আমার প্রচণ্ড নেশা থাকলেও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত সব উপন্যাস কিনে পড়ার সামর্থ্য ছিল না। তাই প্রতি বছর বিভিন্ন সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশিত ঈদ সংখ্যাগুলো কিনে আমি উপন্যাস পড়ার নেশা মেটাতাম। এক একটি পত্রিকায় মোটামুটি পাঁচ থেকে ছয়টি উপন্যাস প্রকাশিত হতো। তাই একটু কষ্ট করে তিন-চারটি ঈদ সংখ্যা কিনলে বেশ কিছু উপন্যাস মিলত। প্রখ্যাত ঔপন্যাসিকদের সবাই ঈদসংখ্যাগুলোতে লিখতেন। যাদের লেখার কথা মনে পড়ে তারা হলেন- শওকত ওসমান, আলাউদ্দীন আল আজাদ, আবু জাফর শামসুদ্দীন, সৈয়দ শামসুল হক, রশীদ করীম, রাহাত খান, রিজিয়া রহমান, রাবেয়া খাতুন, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, মিরজা আবদুল হাই, আবদুন নূর, আবদুশ শাকুর, মীর আবুল হোসেন, আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দীন, হাসনাত আবদুল হাই, আবদুল মান্নান সৈয়দ, নাজমুল আলম, মীজানুর রহমান শেলী, আল মাহমুদ, সেলিনা হোসেন, ইউসুফ শরীফ, আমজাদ হোসেন, ইমদাদুল হক মিলন, মইনুল আহসান সাবের, নাসরিন জাহান, অরুণ চৌধুরী, মঞ্জু সরকার, হরিপদ দত্ত, রেজানুর রহমান, ইসহাক খান প্রমুখ।

১৯৯০ সালে বিভিন্ন পত্রিকার ঈদ সংখ্যায় প্রকাশিত উপন্যাসগুলোর মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলোর ভিত্তিতে আমি ‘নব্বই সালের উপন্যাস : একটি পর্যালোচনা’ নামে একটি প্রবন্ধ লিখি। সেটি বাংলা ১৩৯৭ (১৯৯০ সাল) সালের ৬ পৌষ দৈনিক জনতা’র সাহিত্য পাতায় প্রকাশিত হয়। এ লেখাটিতে আমি সে বছর তিনটি ঈদ সংখ্যায় প্রকাশিত হুমায়ূন আহমেদের তিনটি উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করি। উপন্যাসগুলো হলো- ‘গৌরীপুর জংশন’, ‘সমুদ্র বিলাস’ এবং ‘আমাদের শাদা বাড়ি’। অন্য দিকে ১৯৯১ সালে ঈদসংখ্যাগুলোতে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো নিয়ে আমি দৈনিক বাংলার’ সাহিত্য পাতায় একটি প্রবন্ধ লিখি। ২ আগস্ট ১৯৯২ সে লেখাটি প্রকাশিত হয়। এ লেখাটিতেও আমি তার আরো তিনটি উপন্যাস নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছিলাম। এগুলো হলো- ‘দুই দুয়ারি’, ‘একজন মায়াবতী’ ও ‘ভয়।’ যেহেতু তখনো তিনি পরবর্তীকালের হুমায়ূন আহমেদ হয়ে ওঠেননি, তাই সেই ১৯৯০-৯১ সালে তার কয়েকটি উপন্যাস নিয়ে এ আলোচনাটির একটি গুরুত্ব আছে।

উপন্যাস লিখতে হলে জোর কল্পনাশক্তির প্রয়োজন। তার সাথে প্রয়োজন প্রকাশ ক্ষমতা, ভাষার বাঁধুনি, তীক্ষভ পর্যবেক্ষণ। হুমায়ূন আহমেদের এর সবই আছে। তার প্রমাণ তার ‘গৌরীপুর জংশন’ উপন্যাস। জয়নাল এ সমাজে থেকেও সমাজের মানুষ নয়। ভিন্ন এক পৃথিবীতে তার আনাগোনা। স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম, ল্যাংড়া পা, প্রতারণা তার সম্বল। এক সাদামাটা অথচ আকর্ষণীয় চরিত্র। পিঠে তিন মণি বস্তা পড়ার পর তাগদ হারায় জয়নাল, হারায় বউকে। কিন্তু তার পরও সে বেঁচে থাকে। ঘরের বউ একাধিক বিয়ে করে শেষে পতিতা হলো, তাতেও তার আফসোস নেই। অন্যকে প্রতারণা করে পাওয়া অর্থে তার হৃদয় দরাজ হয়ে যায়। কৃতজ্ঞতাবোধও আছে তার। কিন্তু কাজের কাজ করার কোনো ক্ষমতা তার নেই। এখানেই জয়নালের সীমাবদ্ধতা। হুমায়ূন আহমেদ আমাদের পরিচিত পৃথিবীর এক অপরিচিত মানুষকে আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন তার এ ‘গৌরীপুর জংশন’ উপন্যাসে। তার অন্যান্য উপন্যাসের মতো এ উপন্যাসের জয়নালও স্বাভাবিকের মধ্যে অস্বাভাবিক। অতি সাধারণ হয়েও ভিন্নতর এক মানুষ। ব্যতিক্রমী পটভূমিতে এটি চমৎকার এক উপন্যাস।

হুমায়ূন আহমেদের প্রায় সব উপন্যাসেরই নায়ক-নায়িকা মনো-জটিলতার শিকার। সে কারণে তাদের আচার আচরণও অস্বাভাবিক। তার ‘সমুদ্র বিলাস’ উপন্যাসেও তার পরিচয় পাওয়া যায়। এ উপন্যাসের নায়ক তৌহিদ সরল ও উদাসীন মানুষ। ঘর-সংসারের কোনো ব্যাপারে তার যেমন আগ্রহ নেই, তেমনি আগ্রহ নেই রিমির ঘটনাবহুল অতীত নিয়েও। এ রকম নির্লিপ্ত, নিরাসক্ত, আবেগহীন চরিত্র শুধু হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাসেই মানায়। সে তুলনায় রিমি অনেক বেশি রক্ত-মাংসের মানুষ, অনেক বেশি জীবন্ত, বিশ্বাসযোগ্য চরিত্র। জীবনের কলঙ্কিত অধ্যায়কে চেপে রাখা এবং প্রয়োজনে তার নিরাবরণ প্রকাশের সাহসও তার আছে। কিন্তু সে-ই কাহিনীর শেষে এসে কেমন রহস্যময় হয়ে ওঠে। জামাল সাহেব ও তার স্ত্রীর সাথে সমুদ্রে এসে সাগরে নামে রিমি। হাঁটু পানিতে নামার পর এক ঘোরের মধ্যে নেমে যেতে থাকে সমুদ্রের আরো গভীরে। হঠাৎ এক প্রচণ্ড ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে তার ওপর। এ ঢেউ রিমিকে তীরে ছুড়ে ফেলতেও পারে আবার নিজের কাছে টেনেও নিতে পারে। এই রহস্যের মধ্যে পাঠককে নিক্ষেপ করে কাহিনীর ইতি টেনেছেন হুমায়ূন আহমেদ। কিন্তু কেন রিমির এ ঘোর, কেন তার এ আচরণ, পাঠকের কাছে তা পরিষ্কার হয় না।

হুমায়ূন আহমেদের ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস ‘আমাদের শাদা বাড়ি’। বাবা-মা, তিন ভাই, দুই বোন নিয়ে সংসার। সবার মাথা গোঁজার ঠাঁই তাদের একতলা সাদা বাড়ি, যার মালিক অন্য ব্যক্তি- মঈনুদ্দিন। বাড়িটি একদিন তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে- বার এ আশঙ্কা সংক্রমিত হয় পরিবারের অন্য সদস্যদের মধ্যেও। একসময় জানা যায়, মঈনুদ্দিন সাহেব তাদেরকেই বাড়িটি দান করেছেন। এরপর শুরু হয় অন্য রকম জটিলতা। শেষ পর্যন্ত মা দু’জন উকিলকে ডেকে পাঠান। মা কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা পাঠকেরা জানতে পারে না। স্বল্পদৈর্ঘ্য এ উপন্যাসটি পাঠককে তেমন টানে না। একটুখানি সচেতন পাঠকের হাতে লেখকের নাম ছাড়া হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস তুলে দিলে প্রথম পৃষ্ঠা পড়েই তিনি নিঃসন্দেহে লেখককে শনাক্ত করতে পারবেন। হতে পারে এটা হুমায়ূন আহমেদের কৃতিত্ব, সাফল্য। হতে পারে এটি তার ব্যর্থতাও। একজন লেখক তার প্রকরণের বা ভঙ্গির নির্দিষ্টতায় বৃত্তবদ্ধ হয়ে গেলে কাহিনীর নতুনত্বের স্বাদ পাঠক পান, কিন্তু ভঙ্গিটি তার কাছে পুরনো হয়ে যায়। ‘দুই দুয়ারী’ উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। সেই অস্বাভাবিক মানুষ, অবাস্তব কাহিনী, আধো রহস্য, আধো আতঙ্ক- এ সবই এ উপন্যাসে আছে। কারো কারো কাছে পড়তে ভালো লাগতেও পারে এটা। যারা আরো বেশি কিছু পেতে চান, তাদের জন্য হুমায়ূন আহমেদ এ উপন্যাসে কিছু দেননি- বলা ভালো, দিতে চাননি।

হুমায়ূন আহমেদের অন্য উপন্যাস ‘একজন মায়াবতী’তেও অপেক্ষাকৃত বৃহৎ পরিসরে সেই একই টাইপের চরিত্রগুলোর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। মনজুর, নুরুল আফসার, বদরুল আলম, মীরা, জালাল উদ্দীন কেউই স্বাভাবিক আচার-আচরণের মানুষ নয়। এই অস্বাভাবিক মানুষজন ও ঘটনাবলির ভিড়ে সুস্থ বাস্তবতার একমাত্র আশ্রয় জাহানারা। তাকে লেখক প্রথম থেকেই রক্ত-মাংসের স্বাভাবিক মানুষ হিসেবেই গড়ে তুলেছেন। গোটা উপন্যাসে স্বাভাবিক মানসিকতার পাঠক এ চরিত্রের মধ্যে কিছুটা স্বস্তি খুঁজে পাবেন। প্রকৃতপক্ষে, দুঃখকষ্ট, সমস্যা-দুর্দশা, নানা টানাপড়েনের মধ্যে যারা দিন কাটান তারাও উপন্যাসে স্বাভাবিক মানুষ ও ঘটনাকেই দেখতে চান। অস্বাভাবিকতা সম্ভবত তাদেরই পছন্দ যারা খুব বেশি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে জীবন কাটাতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছেন। অথবা যাদের জীবনে অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার একেবারে শূন্য। তিনি যেহেতু একজন জনপ্রিয় লেখক তাই প্রশ্ন উঠতে পারে যে তার লেখা কারা পড়েন, কত বেশি পড়েন। তার পাঠকেরা কি তার উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্রগুলোর সাথে একাত্মতা বোধ করেন?

‘ভয়’ উপন্যাসেও সাধারণ অর্থে যাকে বলে অস্বাভাবিকতা, তারই আশ্রয় নিয়েছেন হুমায়ূন আহমেদ। তার এ উপন্যাসের বিষয় জিন। তার পাঠকদের হয়তো খেয়াল আছে যে, জিন নিয়ে আগেও তিনি লিখেছেন। এ উপন্যাসে মিসির আলিলকে এনে তিনি জিনে ধরা এক তরুণীর কাণ্ডকারখানার ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছেন। বলা দরকার, গ্রামীণ সমাজে জিনের ব্যাপারটি এখনো বহুলভাবে স্বীকৃত, এমনকি শহর এলাকাতেও জিনের আসরের কিছু প্রমাণ মেলে। কেউ বিশ্বাস করে, কেউ করে না। যা হোক, এ উপন্যাসে আমরা দেখি যে জিনে ধরা বিবাহিতা তরুণী লতিফা মিসির আলির সুবাদে বুঝতে পেরেছে যে এর আগে তার দু’টি সন্তানকে জিন নয়, সে নিজেই হত্যা করেছে। মিসির আলির যুক্তি- লতিফা মনোবিকারগ্রস্ত। নিজেকে ধ্বংসের প্রবণতা থেকেই সে সন্তানকে হত্যা করেছে। মিসির আলি তথা লেখকের এ ব্যাখ্যা মেনে নেয়া যেত। কিন্তু মেয়ে লোক যখন পুরুষের গলায় কথা বলে এবং এর ব্যাখ্যা হিসেবে হরমোনাল ব্যালান্সের যুক্তি দেয়া হয়, তখন এ ব্যাখ্যা মেনে নেয়া মুশকিল। হুমায়ূন আহমেদ নিশ্চয়ই জানেন, শুধু পোয়াতি মেয়েই নয়, পোয়াতি হওয়ার লক্ষণ নেই এমন তরুণী-যুবতিরাও তথাকথিত জিনে ধরার শিকার হয় এবং তারাও পুরুষের গলায় কথা বলে। আর এদের সবাই যে মনোবিকারগ্রস্ত, তাও নয়। সুতরাং তার এ ব্যাখ্যাও বিশ্বাসযোগ্য হয় না। তা ছাড়া জিনের ঢিল ছোড়ার রহস্যও তিনি ভেদ করতে পারেননি। সচেতন পাঠকের কাছে এ উপন্যাসটি ভালো নাও লাগতে পারে।

হুমায়ূন আহমেদের বহু উপন্যাসের চরিত্রেই আছে এই অস্বাভাবিকতা। আমরা অনেকেই সেসব উপন্যাস পছন্দ নাও করতে পারি, কিন্তু বর্তমান প্রজন্মের তরুণ-তরুণীরা তার লেখার অসম্ভব রকম ভক্ত। এখানেই ঔপন্যাসিক হিসেবে তার সাফল্য। এখানেই তিনি চেনা জগতের অচেনা মানুষ।

একটি রূপকথার গল্প ও দাম্ভিক মানুষ

গল্পটি একটি দাম্ভিক বাঘের। যে নিজেকে ঘোষণা করেছিল বনের রাজা! শোনা যাক কাহিনীটি। একটি ঘন সবুজ বন। বনটি বড়ই সুন্দর। গাছগাছালিতে ভরা। পশুপাখি ও পতঙ্গের বিচিত্র বিচরণ সর্বত্র। সবাই আনন্দে যে যার মতো বসত করছিল। পশু পাখি ও প্রাণীদের মনে সে কি আনন্দ! কেউ কাউকে ঘাঁটায় না। কারো ওপর কেউ খবরদারি করে না। কারো অধিকার নষ্ট করে না কেউ। চলাফেরায় কেউ কাউকে বাধা দেয় না। এক কথায় বনের সব অধিবাসী স্বাধীন। যে যার পরিবার নিয়ে সুখে জীবন যাপন করছিল।

একদিন হঠাৎ বনের ভেতর ভয়ঙ্কর গর্জন শোনা গেল। গর্জন শুনে বনের অধিবাসী সবার বুক কেঁপে উঠল ভয়ে। ভীত সন্ত্রস্ত বনের বাসিন্দারা। একজন আরেকজনকে জিজ্ঞেস করল, এ কিসের গর্জন? বনের সবচেয়ে চালাক প্রাণী শেয়াল বলল, এ যে বাঘের গর্জন। বাঘের নাম শুনে ভয় বেড়ে গেল সবার। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল শেয়ালকে, এমন ভয়ঙ্কর হুঙ্কার কেন দিচ্ছে বাঘটি।

শেয়াল বলল, ‘বাঘ নিজেকে এ বনের রাজা ঘোষণা করেছে।’ শুনে থরথর করে কাঁপছিল ছোট প্রাণিকুল।

বড় প্রাণীরা জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, শেয়াল ভাই বনের রাজা তো সিংহ। আমাদের এখানে বাঘ কেন? বুদ্ধিমান শেয়াল বলল, হ্যাঁ, তোমরা ঠিকই বলেছ। বনের রাজা সিংহ। কিন্তু এ বনে কোনো সিংহ নেই। তাই বাঘ নিজেকে নিজেই রাজা ঘোষণা করেছে। কারো সমর্থন নেয়নি। কাউকে জিজ্ঞেসও করেনি। কোনো নিয়ম মানার প্রয়োজনও মনে করেনি।

এদিকে বনের নব্য রাজা বেজায় অহঙ্কারী। ভীষণ দাম্ভিক। কারো কোনো কথা শুনতে রাজি নয়। কারো পরামর্শও শুনতে চায় না। কেবল তার কথা-ই কথা। আর কারো কথা চলবে না। তার হুকুমই হুকুম। আর কারো হুকুম চলবে না। সে যা বলবে, তা-ই আইন। তা-ই নিয়ম। এর অন্যথা হলে শাস্তি। সে ঘোষণা করে দিলো- বনের সব অধিবাসীকে রাজার হুকুম মানতে হবে।

রাজা কয়েকটি ফরমান জারি করল। প্রথম ফরমান হলো, এ বনে রাজার পূর্বপুরুষ বাস করত। তাই উত্তরাধিকার সূত্রে বনটির মালিক সে। দ্বিতীয় ঘোষণা হলো, বন থেকে কেউ কোথাও যেতে হলে বা বনে নতুন কেউ আসতে হলে রাজার অনুমতি লাগবে। অনুমতি ছাড়া বনের এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে যাওয়া আসা চলবে না।

আরেকটি ঘোষণা হলো, ‘রাজা নিজে আর শিকার ধরার পরিশ্রম করবে না। বনের অধিবাসীদের একেক দিন একেকটি প্রাণীকে রাজার আহারের জন্য হাজির হতে হবে।’ সেটিকেই খেয়ে নেবেন রাজা। এসব ফরমানের বিরুদ্ধে কারো কোনো কথা চলবে না। যদি কেউ বলে তবে রাজদ্রোহী হিসেবে তার কঠিন শাস্তি হবে। এমন ভয়াবহ ঘোষণা শুনে বনের পশুরা ভয়ে কাতর হয়ে উঠল। কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করল না। প্রতিবাদ করার সাহসও করল না। ফলে রাজা হয়ে উঠল মহারাজা।

রাজা মশাই একটি বড় বৃক্ষের ছায়ায় আরাম করে শুয়ে বসে থাকেন। একেক দিন একেকটি প্রাণী কাঁপতে কাঁপতে এসে হাঁটু গেড়ে বসে রাজার সম্মুখে। খুব মজা করে খেয়ে আরাম করে ঘুম দেন রাজা সাহেব। আহা কী সুখ! একেবারে হাত-পা ছেড়ে ছুড়ে গড়াগড়ি খান রাজা। আয়েশে গায়ে চর্বি বেঁধে গেল বেশ।

এভাবে কিছুদিন চলল। কিন্তু হঠাৎ রাজা দেখল, কোনো প্রাণী আর আসছে না তার কাছে। একদিন গেল। দুদিন গেল। এমনকি তৃতীয় দিনও চলে গেল। কোনো পশুই এলো না। ক্ষুধায় কাহিল অবস্থা। শরীর দুর্বল হয়ে পড়ছে। কিন্তু অহঙ্কারী রাজা তবুও নিজে শিকার ধরে খাবে না।

হঠাৎ দেখলো রাজা, তার সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে একটি শেয়াল। শেয়ালকে যেতে দেখে রাজা চিৎকার দিয়ে বলল, এই শেয়াল! তিন দিন ধরে আমার কাছে কোনো পশু আসেনি। তাড়াতাড়ি আমার জন্য শিকার পাঠাও। নইলে কিন্তু আমি তোমাকেই খেয়ে ফেলব।

কাঁচুমাচু করে শেয়াল বলল, মহামান্য রাজা আপনি তো তিন দিন খাননি। কী ভীষণ ক্ষুধাই না লেগেছে আপনার! আহা রে, আপনার মুখ শুকিয়ে উঠেছে। গায়ে মাংস কমে গেছে। এখন যে, তীব্র ক্ষুধা আপনার আমার মতো সামান্য প্রাণীকে খেলে আপনার ক্ষুধা তো যাবেই না; বরং ক্ষুধা বেড়ে যাবে আরো! আমি একটি ভালো বুদ্ধি দিচ্ছি, যদি আপনি অনুমতি দেন মহারাজ। এতে আপনি খেয়ে তৃপ্ত তো হবেনই; সেই সাথে তিন চার দিন ধরে খেয়েও শেষ করতে পারবেন না। রাজা মহাশয় দ্রুত বলল- আরে বলো বলো, তাড়াতাড়ি বলো। কি সেই বুদ্ধি?

শেয়াল কান ঝেড়ে বলল, ওই যে বনের পাশে সবুজ ঘাসওয়ালা একটি মাঠ দেখছেন; ওই মাঠে বাঁধা আছে একটি মোটাতাজা ইয়া বড় গরু। আপনি বরং একটু কষ্ট করে ওই মাঠে গিয়ে গরুটাকেই খেয়ে নিন। তাতে এক শিকারে অনেক দিন চলে যাবে।

শেয়ালের পরামর্শে রাজা মশাই দারুণ খুশি। অহঙ্কারী রাজা ভীষণ লোভী। তার লোভ লকলকিয়ে উঠল। দেরি না করে ছুটল মাঠের দিকে। গিয়ে দেখল, সত্যিই তো, একটি গরু বাঁধা আছে মাঠে। গরুটি বেশ বড়সড়ও। আহা। খুব মজা করে খাওয়া যাবে বৈকি।

রাজা মশাইয়ের লোভ আরো চাগিয়ে উঠল। বলল, এই গরু আমি তোমাকে খাবো। আজ থেকে তিন দিন খাইনি। তোমাকে খেয়ে ক্ষুধা মেটাব।

গরুটা ছিল বেশ বুদ্ধিমান। সে দেখল, এ যে ভারি বিপদ! এ অহঙ্কারী রাজা থেকে বাঁচতে হলে কৌশল করতে হবে। নইলে বাঁচার কোনো উপায় নেই।

গরুটি বলল, মহামান্য রাজা আমাকে আপনি খাবেন, এ তো আমার বড় আনন্দ! কিন্তু আমার গায়ে যা দেখছেন এর সবই হাড্ডি। কারণ আমার মালিক আমাকে বেঁধে রেখে গেছে। আমি ঘাস খেতে পারিনি। আর ঘাস না খেলে মাংস কী করে হবে? আপনি বরং একটি কাজ করুন।

রাজা খুশি হয়ে বলল, কী কাজ বলো, বলো! গরু বলল, আমার রশিটি আপনি দাঁত দিয়ে কেটে দিন। আমি ঘাস খেয়ে মোটাতাজা হই। এই ফাঁকে আপনি বনের ছায়ায় গিয়ে বসুন। আমার ঘাস খাওয়া শেষ হলে এসে আমাকে খেয়ে নেবেন।

শুনে অহঙ্কারী রাজা বেজায় খুশি। তাড়াতাড়ি গরুর রশিটি কেটে দিলো। ছাড়া পেয়ে গরু ঘাস খেতে শুরু করল। প্রখর রোদ। রাজা মশাই অনেক দিন বনের ছায়ায় এক জায়গায় থাকার কারণে এতটুকু গরমও সহ্য করতে পারছিল না। তাই মাঠের ধারে বনের ছায়ায় গিয়ে বসে রইল।

এদিকে গরুটি দারুণ একটি পরিকল্পনা সাজিয়ে নিলো। ঘাস খেতে খেতে পরিকল্পনাটি গুছিয়ে নিলো সে। কোনোভাবেই পরিকল্পনায় ফেল করা যাবে না। একে তো অহঙ্কারী রাজা। আবার চরম বদমেজাজি। নির্মমও। তাই তাকে পরাস্ত করার কৌশলটি সেরকম হতে হবে। মাঠের পাশেই একটি মজা নদী। নদীটি কাদা পানি আর বালিতে ভর্তি। ঘাস খেতে খেতে সেই নদীর ধারে এসে পড়ল গরুটি।

বনের দিকে তাকিয়ে দেখল, ছুটে আসছে স্বঘোষিত রাজামশাই। রাজাকে আসতে দেখে কেঁপে উঠল বুক। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গরু অতি দ্রুত নেমে পড়ল সেই মজা নদীতে। নদীর কাদা এবং বালির জন্য সামনে এগুনো বড় মুশকিল। তবুও ঘাস খেয়ে তরতাজা হওয়ায় বেশ শক্তি হলো গরুর গায়ে। কাদা বালির ভেতর দিয়ে অনেক কষ্টে নদীর প্রায় মধ্যখানে এসে পড়ল। ততক্ষণে বাঘ এসে দাঁড়াল নদীর কিনারে। মুহূর্তে বুঝে গেল, গরু ধোঁকা দিয়েছে তাকে। ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল রাজা মশাই। হুঙ্কার ছেড়ে বলল, ওরে গরু, শাস্তি তোকে পেতেই হবে। আমার সাথে কারসাজি করে পার পাওয়া যাবে না। আমার সাথে চালাকি! দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা। এই বলে নদীতে লাফিয়ে পড়ল রাজামশাই। অহঙ্কারী লোভী রাজা বুঝতেই পারেনি নদীর বালিয়াড়ি ও কাদার ভয়াবহতার কথা। যেই না দিলো লাফ অমনি প্রায় পুরোটাই কাদাবালির ভেতর ডুবে গেল সে। কোনো রকমে কিছুটা নাক মুখ তুলে শ্বাস নিচ্ছিল। এভাবেই সামনে এগোনোর চেষ্টা করল। কিন্তু তিন দিন না খেয়ে দুর্বল শরীরে এগুতে সক্ষম হলো না। ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করল, তাও পারল না। গরুকে লক্ষ করে বলল, তোকে আমি যেভাবেই হোক, শেষ করে ফেলব!

গরু হেসে বলল, সেটি আর পারবে না তুমি। একটু পরই আমার মালিক আসবে। আমাকে উদ্ধার করবে এখান থেকে। আর তোমাকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মারবে! শুনে মহারাজার দম আটকে যাওয়ার উপক্রম। কিন্তু তার কিছুই যে করার সাধ্য আর নেই! গল্পটি রূপকথার হলেও, এর বাস্তবতা মানুষের সমাজে বিদ্যমান।

গোটা পৃথিবীতেই মানুষ মানুষের কর্তা হয়ে বসে। মানুষ মানুষের মালিক বনে যায়। মানুষ মানুষের ওপর আধিপত্যের খড়্গ তোলে। তাই বলা হয়, মানুষই মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু। মানুষই মানুষের জন্য বেশি ভয়ঙ্কর!

নিজেকে নিয়মের ঊর্ধ্বে ভাবার প্রবণতা থেকেই মানুষ অহঙ্কারী হয়ে ওঠে। নিজেকে সবার সেরা ভাবনা থেকে দাম্ভিকতায় পেয়ে বসে মানুষকে। তখনই একজন শাসক রাষ্ট্রকে নিজের বা পারিবারিক সম্পদ মনে করে। এমন শাসকদের ভেতর লোভ লালসা বেড়ে ওঠে খুব। লাগামহীন লোভের কারণে তারা চিরদিন ক্ষমতায় থাকার স্বপ্ন দেখতে থাকে। তখন বন্ধ হয়ে যায় স্বাভাবিক পথ। জোর জবরদস্তি করে নিজেকে চাপিয়ে দেয়া ছাড়া আর কোনও পথ খোলা থাকে না। কিন্তু এভাবে কতদিন! জগতের সব কিছুর একটি শেষ আছে। শেষ আছে সব শুরুর। শেষ থেকে হয় আবার শুরু। অর্থাৎ পৃথিবীর যেকোনো কিছুর যেখানে শুরু আছে, সেখানে শেষও আছে। আবার শেষ হলেই সেখান থেকে নতুন শুরুর গল্প। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা এমন- ‘শেষ কহে একদিন সব শেষ হবে হে আরম্ভ! বৃথা তব অহঙ্কার তবে। আরম্ভ কহিল, ভাই যেথা শেষ হয় সেইখানে পুনরায় আরম্ভ উদয়।’ শক্তির মত্ততা যতই থাক একদিন অহঙ্কারীর পতন ঘটে। দাম্ভিকতা ডুবে যায় মানুষের ঘৃণার কাদায়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সংসদীয় কূটনীতি বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে- ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী

মনির হোসেন,ঢাকা, ৫ অক্টোবর।। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পীকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি বলেছেন, বাংলাদেশ -ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের পাশাপাশি জনগণের মধ্যকার সম্পর্ক উন্নয়নে গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি বলেন, সংসদীয় কূটনীতি বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

তিনি বৃহস্পতিবার সিলেটের গ্রান্ড হোটেল এন্ড রিসোর্টে "একাদশ বাংলাদেশ ভারত ফ্রেন্ডশীপ ডায়ালগ" এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে এসব কথা বলেন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আব্দুল মোমেনের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক, ভারতীয় লোকসভার সংসদ সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী শ্রী ভিনসেন্ট পাল, স্বপন দাসগুপ্ত ও ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা বক্তৃতা প্রদান করেন। বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান এএসএম শামছুল আরেফিন সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক সৈয়দ মুনতাসীর মামুন।

স্পীকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, বিগত এক দশকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দু-দেশের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নতুন মাত্রায় উন্নীত হয়েছে। বিভিন্ন ধরণের অমীমাংসিত বিষয় ছাপিয়ে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক এখন সারাবিশ্বে প্রতিবেশী কূটনীতির এক রোল মডেল। স্পীকার বলেন, জি-২০ সম্মেলনে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সরকার প্রধানদের অংশগ্রহণ বিশ্ব অঙ্গনে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে এক অকৃত্রিম বন্ধুপ্রতিম দেশের উদাহরণ স্থাপন করেছে। দুই দেশের মধ্যকার শান্তি ও সমৃদ্ধি সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখাও এশিয়ার দেশগুলোর জন্য অনুকরণীয়।

স্পীকার এসময় ভারতীয় পার্লামেন্টে এক তৃতীয়াংশ সংরক্ষিত নারী আসন বিল পাশের ঘটনাকে দু"দেশের সাদৃশ্যপূর্ণ সম্পর্ক তুলে ধরে বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, নারী আইনপ্রণেতা গঠনের মধ্য দিয়ে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পাশাপাশি ভারত দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে এগিয়ে আছে।

ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা বলেন, বাংলাদেশ ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বাণিজ্যিক অংশীদার। অতি সম্প্রতি ভারতীয় রুপিতে দুই দেশের মধ্যে ব্যবসায়িক লেনদেন দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্ককে অধিকতর ত্বরান্বিত ও সমৃদ্ধ করেছে।

স্পীকার বলেন, জ্বালানি খাতে ভারতের সহযোগিতার পাশাপাশি নেপাল থেকে জলবিদ্যুত আমদানিতে তৃতীয় সহযোগী দেশ হিসেবে ভারত সরকারের সহযোগিতা বাংলাদেশের জ্বালানি ঘাটতি পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। তিনি বলেন, জনগণ কেন্দ্রিক উন্নয়ন সহযোগী দেশ হিসেবে দুই দেশের সরকার প্রধান বরাবরই অবিচল লক্ষ্যে এগিয়ে চলছে।

এসময় স্পীকার প্রযুক্তির জ্ঞান বিনিময়ের মাধ্যমে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, অর্থনৈতিক সহযোগিতার মাধ্যমে জনগনের জীবনমানের উন্নয়ন, ট্রানজিট ও ট্রান্সশীপমেন্টের জন্য মংলা ও চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার এবং দু"দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক ঘাটতি কমাতে শুল্কমুক্ত পণ্যের অবাধ প্রবাহের উপর জোর আরোপ করেন। এর পূর্বে স্পীকারকে বিমানবন্দরে ফুলেল অভ্যর্থনা ও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। এ সময় স্পীকার হযরত শাহজালাল (রহ:) ও শাহ পরান (রহ:)এর মাজার শরীফ জিয়ারত করেন এবং দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করে মোনাজাত করেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সমর্থনে বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর রিজিওনাল স্টাডিজ এবং ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত মৈত্রী সংলাপের মূল প্রতিপাদ্য। একটি সমন্বিত এবং পারস্পরিকভাবে লাভজনক অংশীদারিত্ব। এ অনুষ্ঠানে হুইপ ইকবালুর রহিম ও অন্যান্য সংসদ সদস্যবৃন্দ, কূটনৈতিকবর্গ, বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর রিজিওনাল স্টাডিজ ও ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশনের শীর্ষস্থানীয় প্রতিনিধিসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগের আমন্ত্রিত নেতৃবৃন্দ, দেশবরেণ্য সাংবাদিকবৃন্দ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

কামদুনির রায়ে হতাশ প্রদীপ-মৌসুমী-টুম্পারা

কলকাতা, ৬ অক্টোবর (হি.স.) : চরম শাস্তি হল না বন্ধুর ধর্ষণকারীদের। উল্টে দোষী সাব্যস্তদের সাজা কমিয়ে দিল কলকাতা হাই কোর্ট। কামদুনির ঘটনায় কলকাতা হাই কোর্ট রায় ঘোষণা হতেই তাই হতাশায় ভেঙে পড়লেন কামদুনির সুবিচার চেয়ে আন্দোলনকারী মৌসুমী কয়াল এবং টুম্পা কয়ালরা। বিচারপতিদের এজলাসে যাওয়ার পথে রাস্তাতেই বসে পড়ে কান্নাকাটি শুরু করেন তাঁরা। কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞানও হয়ে যান মৌসুমী!

প্রায় ১০ বছর আগে কামদুনি নিয়ে যখন ব্যাপক হইচই হচ্ছে, আন্দোলনের প্রথম সারিতে ছিল মৌসুমী, টুম্পা এবং শিক্ষক প্রদীপ মুখোপাধ্যায়। রায় শুনতে শুক্রবার সকাল সকাল আদালত চত্বরে হাজির হয়েছিলেন। কামদুনি গ্রামে নির্যাতিতার যে মূর্তি রয়েছে তাতে শ্রদ্ধার্ঘ্য দিয়ে এসেছিলেন মৌসুমীর সঙ্গে আরও অনেকেই। আশা ছিল, নিম্ন আদালতের রায়ই বহাল থাকবে হাই কোর্টেও।

কান্নায় ভেঙে পড়ে টুম্পা বলেন, "আজ প্রমাণ হল আমাদের রাজ্যে কোনও বিচার নেই। একের পর এক মায়ের কোল খালি হচ্ছে। মেয়েদের নিরাপত্তা নেই।" কাঁদতে কাঁদতে তিনি একই কথা বার বার বলতে থাকেন, "দোষীদের কেন ছেড়ে দেওয়া হল?"

শুক্রবার দুপুরে রায় ঘোষণা হয় কামদুনি ধর্ষণ এবং খুনের মামলায়। ২০১৩ সালের ওই নৃশংস ঘটনায় এর আগে ফাঁসির সাজা দিয়েছিল নিম্ন আদালত। সেই সাজা কমিয়ে হাই কোর্ট আমৃত্যু কারাদণ্ড দেয় দোষী সাব্যস্তদের তিনজনকে। বাকিদের সাজা মকুব হয়। এর প্রতিবাদেই রাস্তায় বসে পড়েন মৌসুমী টুম্পারা। ফলে কিছু ক্ষণের জন্য অবরুদ্ধ হয়ে যায় কলকাতা হাই কোর্ট চত্বর। টুম্পা মৌসুমীরা জানান, তাঁরা হাই কোর্টের এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যাবেন। নির্ভয়ার আইনজীবীর সাহায্যে আবার লড়বেন তাঁর বন্ধুর সঙ্গে হওয়া অবিচারের মামলা।

শুক্রবার কলকাতা হাই কোর্টের রায় ঘোষণার পর যখন কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছেন মৌসুমী।

ধর্নামঞ্চ থেকে তৃণমূলের চাঁছাছোলা ভাষায় আক্রমণ রাজ্যপাল বোসের বিরুদ্ধে

কলকাতা, ৬ অক্টোবর (হি স)। অভিষেকের ধর্নামঞ্চ থেকে তৃণমূল নেতৃত্ব চাঁছাছোলা ভাষায় আক্রমণ শানিয়েছেন রাজ্যপাল বোসের বিরুদ্ধে। তাঁদের ধারণা হয়েছে, ব্যস্ততার অজুহাতে রাজ্যপাল তাঁদের এড়িয়ে যাচ্ছেন।

সাংসদ মহুয়া মৈত্র বলেছেন, "আরএসপির সাংসদ প্রেমচন্দ্রনজি আমায় বলেছিলেন, জগদীপ ধনখড় চলে যাচ্ছেন বলে তোমরা আনন্দ পাচ্ছ! সিভি আনন্দ বোসকে তো জানো না, কী বজ্জাত জিনিস! এখন দেখছি ঠিকই বলেছিলেন তিনি।" প্রসঙ্গত, প্রেমচন্দ্রন কেরলের কোল্লামের সাংসদ। তিনি আগে ভিএস অচ্যুতানন্দন সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। বোসও ছিলেন কেরলের আমলা। মহুয়া আরও বলেছেন, "অনেক রাজ্যপাল দেখেছি। এমকে নারায়ণন, গোপালকৃষ্ণ গান্ধীর মতো রাজ্যপালেরা এসেছিলেন। আর এটা কে!"

সুর আরও চড়িয়ে শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "আগে ভাবতাম রাজ্যপাল বিজেপির দালাল। তার পর মনে হত নরেন্দ্র মোদীর দালাল। তার পর এক দিন ভাবলাম, নিশ্চয়ই ইনি অমিত শাহের দালাল। এখন দেখছি ও সব কিছু না। এ আসলে শুভেন্দু অধিকারীর দালাল! আরে দালালদেরও তো একটা গ্রেড থাকে! এ হল শুভেন্দুর দালালি করার গ্রেডের।"তবে রাজভবনের সিংহদরজার অদূরে মঞ্চ থেকে আক্রমণাত্মক বক্তৃতাই নয়, তৃণমূল চাইছে, যেখানে যেখানে রাজ্যপাল যাবেন, সেখানেই তাঁকে কেন্দ্রীয় বকেয়ার প্রশ্ন তুলে বিব্রত এবং কোণঠাসা করতে। যেখানেই যান, তাঁর কানের সামনে সব সময় বাজবে কেন্দ্রকে বলুন টাকা দিতে! এখন দেখার, রাজ্যপাল কী ভাবে সেই সংগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলনের মোকাবিলা করেন!

রাজ্যপাল-বিরোধী আন্দোলনের মাত্রা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত তৃণমূলের

কলকাতা, ৬ অক্টোবর (হি . স.) : দিল্লি অভিযানে গিয়ে সুবিধা করতে না পেরে কলকাতা থেকেই কেন্দ্রবিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে শোধ তুলতে চাইছে তৃণমূল। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস যেখানেই যাবেন তা দত্তপুকুর হোক বা রিষড়া, মোমিনপুর হোক বা ভাঙড়, কাকদ্বীপ হোক বা কোচবিহার সেখানেই রাজ্যপালকে ঘেরার কৌশল নিচ্ছে তৃণমূল।

শাসকদল সূত্রের খবর, অতঃপর রাজ্যপাল যেখানেই যাবেন, সেখানেই তাঁকে শুনতে হবে ১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনা-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বাংলার বকেয়া টাকা দেওয়ার দাবি।

রাজ্যপালকে রাজ্যের 'সাংবিধানিক প্রধান'-এর চেয়ে বাংলায় নিযুক্ত 'কেন্দ্রের প্রতিনিধি' হিসাবেই দেখা শুরু করেছে তৃণমূল। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি থেকেই ঘোষণা করেছিলেন, কেন্দ্রের প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্যপালকে ৫০ লক্ষ চিঠি দেওয়া হবে। বৃহস্পতিবার রাজভবন অভিযান ডেকেছিলেন অভিষেক। কিন্তু বোস কলকাতায় না ফেরায় অভিষেক রাজভবনের সামনে ধর্নায় বসেছেন। জানিয়ে দিয়েছেন, যত দিন না রাজ্যপাল রাজভবনে ফেরেন, যত দিন না তিনি তৃণমূলের প্রতিনিধি দলকে সাক্ষাতের সময় দেন, তত দিন তাঁর ধর্না চলবে।

এরই পাশাপাশি রাজ্যপালকে 'ধাওয়া' করারও কৌশল নিয়েছে তৃণমূল। অর্থাৎ, তিনি রাজভবনে না-ফিরলেও রেহাই পাবেন না। রাজ্যপাল যেখানে যে অনুষ্ঠানেই যান, তাঁকে শুনতে হবে ১০০ দিনের কাজের টাকা দিন! মাথা গোঁজার ছাদের বন্দোবস্ত করুন! যে কর্মসূচির পুরোটাই সংগঠিত করবেন সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থানীয় স্তরের তৃণমূল নেতৃত্ব। বস্তুত, তার সূচনা হয়ে গিয়েছে বৃহস্পতিবারেই। রাজ্যপাল কোচি থেকে দিল্লি হয়ে বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতি দেখতে গিয়েছিলেন। পৌঁছেছিলেন জলপাইগুড়ির ত্রাণশিবিরে। সেখানেই বোসকে শুনতে হয়েছে, ১০০ দিনের বকেয়া টাকার বন্দোবস্ত করুন। দু'জায়গায় কালো পতাকাও দেখতে হয়েছে তাঁকে।

হিমাচল প্রদেশের জন্য ১৫৪.২৫ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন গডকরিব

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর (হি.স) : কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গডকরি হিমাচল প্রদেশের জন্য ১৫৪.২৫ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন করেছেন। শুক্রবার কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহন মন্ত্রী জানান, দেশে মসৃণ পরিবহণের জন্য পরিকাঠামো শক্তিশালী করা মোদী সরকারের অগ্রাধিকার। গডকরি এদিন এক্স মাধ্যমে পোস্ট করে জানান, সম্প্রতি হিমাচল প্রদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে বিরাট ক্ষতি হয়েছে। এবিষয়ে বিজেপির জাতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুরের সঙ্গে হিমাচলের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য নতুন অনুমোদনের বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়েছে। গডকরি আরও লেখেন, আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, এই অনুমোদনের আওতায় সোয়ান নদীর ওপর ৫০ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এবং বিয়াস নদীর ওপর ১০৩ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পুং বাঁধ নির্মাণ করা হবে।

পারমাণবিক যুগে বাংলাদেশ

মনির হোসেন,ঢাকা, ৫ অক্টোবর।। পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ পদক্ষেপ বাস্তবায়নের প্রতি অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, পারমাণবিক শক্তি আমরা শান্তিরক্ষায় ব্যবহার করব। বাংলাদেশে আমরা পরমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করেছি। একটি স্বাধীন পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষও প্রতিষ্ঠা করেছি।

বৃহস্পতিবার বিকেলে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইউরেনিয়াম হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনও ভার্চুয়ালি যুক্ত হন এবং বক্তব্য রাখেন। প্রধানমন্ত্রী রাশিয়ার প্রেসিডেন্টকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ২০১৩ সালে প্রকল্পটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেছি। আপনার সহযোগিতায় সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে। এ সময় সহযোগীতার জন্য শেখ হাসিনা ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি ও ভারতের জনগনকে অভিনন্দন জানান। শেখ হাসিনা বলেন, অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত হয়েছেন তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আজ বাংলাদেশের জনগণের জন্য অত্যন্ত গর্বের দিন। আওয়ামী লীগ সরকারের প্রচেষ্টায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র সফলতার মুখ দেখছে। পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বন্ধুপ্রতিম দেশ রাশিয়ার সহযোগিতায় আমরা সেই পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি করেছি।

অনুষ্ঠানে রাশিয়া থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের গুরুত্বপূর্ণ ধাপে উত্তরণ উপলক্ষ্যে আমি সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এ প্রকল্পে আমাদের দুই দেশের স্বার্থ জড়িত এবং এটি পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রকে আরও গভীর করেছে। রুশ প্রেসিডেন্ট বলেন, বাংলাদেশ আমাদের পরীক্ষিত বন্ধু। আমাদের সম্পর্ক সমতা, পরস্পরের জন্য শ্রদ্ধা ও পরষ্পরের স্বার্থ মেনে নেওয়ার ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে সহায়তার মাধ্যমে দুই দেশের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এর পর থেকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাশিয়া কাজ করছে। বড় শিল্প ও বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে রাশিয়া সহায়তা করেছে। গত বছর কূটনৈতিক সম্পর্কের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করেছে দুই দেশ।

এদিকে, বাংলাদেশের রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রথম ইউনিটের 'ফ্রেশ নিউক্লিয়ার ফুয়েল' বা ইউরেনিয়াম হস্তান্তর করা হয়ছে। বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টায় ইউরেনিয়াম হস্তান্তরের মাধ্যমে বাংলাদেশে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। দুই দেশের সরকার প্রধানের ঐতিহাসিক কমিশনিংয়ের মধ্যদিয়ে পরমাণু যুগে প্রবেশ করলো বাংলাদেশ। ইউরেনিয়াম হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এছাড়া আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার (আইএইএ) মহাপরিচালক রাফায়েল গ্রোসিও যুক্ত ছিলেন। রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় পারমাণবিক সংস্থা রোসাটমের মহাপরিচালক আলেক্সি লিখাচেভ সশরীরে উপস্থিত থেকে ইউরেনিয়াম হস্তান্তর করেন। বাংলাদেশের পক্ষে ইউরেনিয়াম গ্রহণ করেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান। প্রকল্প এলাকাজুড়ে বাংলাদেশ ও রাশিয়ার জাতীয় পতাকার পাশাপাশি বিভিন্ন রঙ্গের পতাকা শোভা পাচ্ছে। এর আগে ২৯ সেপ্টেম্বর সেনাবাহিনীসহ বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের বিশেষ নিরাপত্তায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রথম ইউনিটের ইউরেনিয়ামের প্রথম চালান এসে পৌঁছায়।

ভিসামুক্ত ভারত- বাংলাদেশ চাই : মোমেন

মনির হোসেন,ঢাকা, ৫ অক্টোবর।। বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী ড় একে আব্দুল মোমেন বলেছেন, ভারত প্রতিদিন শুধুমাত্র ঢাকা থেকে পাঁচ হাজার না ৯ হাজার জানি ভিসা ইস্যু করে। সেখানে আমাদের সারাদেশ থেকে কয়েক হাজার লোক ভিসার জন্য আবেদন করে। তাদের এতো জনবল নেই। আর আমেরিকার ভিসার জন্য অ্যাপোয়েনমেন্ট নিতে বছর লেগে যায় সেক্ষেত্রে ভারত আমাদের অনেক সুবিধা দিচ্ছে। তারা চিন্তা করছে এই সুবিধা বাড়াতে। আর আমি বলেছি অদূর ভবিষ্যতে ভিসামুক্ত ভারত-বাংলাদেশ চাই।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশের সিলেটে চার দিনব্যাপী বাংলাদেশ-ভারত ফ্রেন্ডশিপ সংলাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। বিদেশমন্ত্রী আরও বলেন, ভারত এবং বাংলাদেশের ক্রিটিকাল ইস্যুগুলো আমরা আলোচনার মাধ্যমে শেষ করেছি। আমাদের দেশের উন্নয়নের সঙ্গে ভারতবর্ষেও ব্যাপক উন্নয়ন হচ্ছে। আবার ভারতবর্ষের সঙ্গে আমাদের দেশেও অনেক উন্নয়ন হচ্ছে। আমাদের দেশের বহুলোক ভারতে ব্যবসার জন্য যান ভারতেরও প্রায় পাঁচ লাখ লোক আমাদের দেশে কাজ করছেন। তারা বিভিন্নভাবে আমাদের দেশের উন্নয়নে কাজ করছেন, তাদের দেশেও টাকা পাঠাচ্ছেন। তিনি বলেন, আমি একবার গোহাটিতে গিয়েছিলাম। সেখানকার চিফ মিনিস্টার আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানালেন। আমি জানতে চাইলাম কেন এতো ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। তিনি বললেন আমাদের মেঘালয় ও আসাম এই প্রদেশগুলো অত্যন্ত রিচ ও পটেনশিয়াল আছে। কিন্তু কেউ এখানে বিনিয়োগ করতো না, ভয় করতো। সন্ত্রাসের আতঙ্ক ছিল এখানে। শেখ হাসিনার সরকার আসার পরে তিনি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করায় এখানে মানুষের মধ্যে বিশ্বাস বেড়েছে আস্থা বেড়েছে। এখন আসামে প্রচুর বিনিয়োগ হচ্ছে।

প্রসঙ্গত,বাংলাদেশ- ভারতের মধ্যে বন্ধুত্বপুর্ণ সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে ও দুই দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ব্যবসা উন্নয়নের স্বার্থে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও সিলেটে এই সংলাপ শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সিলেটের গ্র্যান্ড সিলেট হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টে বাংলাদেশ-ভারত ফ্রেন্ডশিপ সংলাপের উদ্বোধন করেন জাতীয় সংসদের স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরী। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদেশমন্ত্রী ড় এ কে আব্দুল মোমেন। সংলাপে বাংলাদেশের পক্ষে ছয়জন মন্ত্রী, ২০ জন সংসদ সদস্যসহ জাতীয় নেতৃবৃন্দ অংশ নিয়েছেন। সংলাপ উপলক্ষ্যে ভারত থেকে ১৪০ জনের প্রতিনিধি দল সিলেটে এসেছেন।

নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারের কারণে চুংথামে বাঁধ ভেঙেছে, দাবি সিকিমের মুখ্যমন্ত্রীর

গ্যাংটক, ৬ অক্টোবর (হি.স.) : নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করায় হড়পা বানের ধাক্কা সহ্য করতে পারেনি চুংথাম বাঁধ। ভেসে গিয়েছে জলের তোড়ে। এমনই অভিযোগ তুললেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং। নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের কারণে জলের চাপ ধরে রাখতে পারেনি বাঁধ। আর সে কারণে পরিস্থিতি আরও ভয়ানক হয়ে ওঠে। নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারের জন্য আগের সরকারের বিরুদ্ধেই অভিযোগ তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সংবাদমাধ্যমে তিনি বলেন, "বাঁধটি পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভেসে গিয়েছে। আর এই বাঁধ ভেঙে যাওয়ার কারণে পাহাড়ের নীচের দিকে বসতি এলাকায় ভয়ানক বিপর্যয় নেমে এসেছে।" তিনি আরও বলেছেন, "মেঘভাঙা বৃষ্টি হয়েছিল। আর সে কারণে লোনক হ্রদ ফেটে গিয়েছে। বিপুল জলরাশি তিস্তায় নেমে এসেছে। নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের কারণে সেই জলের চাপ ধরে রাখতে পারেনি বাঁধ। আর সে কারণে পরিস্থিতি আরও ভয়ানক হয়েছে দক্ষিণ সিকিমে।" বাঁধে নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারের জন্য আগের সরকারের বিরুদ্ধেই অভিযোগ তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি আরও জানিয়েছেন, চুংথাম বাঁধের আশপাশের এলাকা লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছে। তবে দক্ষিণ সিকিমে কী পরিস্থিতি এখনও সম্পূর্ণটা জানা যায়নি। দক্ষিণ সিকিম পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। রাস্তা, সেতু সব ভেসে গিয়েছে তিস্তার জলে। তিস্তার উপরে থাকা ১৩টি সেতু নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে বলেও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, "কেন্দ্রের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে তাঁর সরকার। দুর্গত এলাকায় ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া, উদ্ধারকাজ জোরকদমে চলছে। কিন্তু বৃহস্পতিবার খারাপ আবহাওয়ার কারণে উদ্ধারকাজ ব্যাহত হচ্ছিল। তবে শুক্রবার আবহাওয়ার পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আর সেই সঙ্গে উদ্ধারকাজেও গতি আনা হয়েছে।" মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "আটকে থাকা ৩ হাজার পর্যটককে উদ্ধারই আমাদের এখন প্রথম লক্ষ্য। আমরা একটি বিশেষজ্ঞ দল গঠন করব। তাঁরা যে ভাবে তথ্য দেবে, সে ভাবেই কাজ এগোবে।" তবে এটি বিশাল বিপর্যয় বলেও মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

চুংথামের এই বাঁধটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের অন্তর্গত। ১২০০ মেগাওয়াটের প্রকল্প এটি।

মৃত জওয়ানের দেহ ফিরল আলিপুরদুয়ারের বাড়িতে, চোখের জলে শেষকৃত্য সম্পন্ন

হাসিমারা, ৬ অক্টোবর (হি.স.) : মেঘভাঙা বৃষ্টি এবং দক্ষিণ লোনাক লেক উপচে বিপুল জলের স্রোতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে সিকিম। সিকিমের প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রয়াত হয়েছেন কালচিনি ব্লকের মধু চা বাগানের বাসিন্দা সেনা জওয়ান বিমল ওরাওঁ। শুক্রবার মৃত সেনা জওয়ানের দেহ সেনা বাহিনীর তরফে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়।

সেখানে বাগানের শ্রমিক ও বাসিন্দারা তাঁকে শেষশ্রদ্ধা জানানোর পর জওয়ানের দেহ বাসরা নদী সংলগ্ন এলাকায় সমাধিস্থ করা হয়। তার আগে সেনাবাহিনীর তরফে গান স্যালুট দেওয়া হয়। সেনা বাহিনীর বিন্নাগুড়ি ও হাসিমারা সেনা ঘাঁটির আধিকারিকরা তাঁকে শ্রদ্ধা জানান। আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সদস্য গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা মৃত জওয়ানকে শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর বাড়িতে আসেন।

অন্যদিকে, এদিন সেনা জওয়ানকে শ্রদ্ধা জানাতে মধু বাগানে ছুটি ঘোষণা করা হয়।

নায়েক পদমর্যাদার ওই সেনা জওয়ান মধু টিই হাইস্কুলের প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন। সেজন্য এদিন স্কুলে ছুটি ঘোষণা করে শোক দিবস পালন করা হয়। জানা গিয়েছে, বিমল বিন্নাগুড়ি সেনা ছাউনিতে কর্মরত ছিলেন। বিশেষ কাজে কয়েক দিন আগেই তাঁকে সিকিমে পাঠানো হয়েছিল। এরপর এদিন তাঁর দেহ বাড়িতে ফের।

প্রসঙ্গত, মেঘভাঙা বৃষ্টি এবং দক্ষিণ লোনাক লেক উপচে বিপুল জলের স্রোতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে সিকিম।

বুধবার গোটা দিন জুড়ে সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গের পাহাড়ে ধ্বংসলীলা চালিয়েছে তিস্তা। সিকিমে প্রাকৃতিক দুর্যোগের বলি হয়েছেন ২১ জন। এখনও ১১৮ জনের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।

কলেজে নিয়োগের তালিকা দ্রুত নিয়ে আসতে কমিশনকে নির্দেশ বিচারপতির

কলকাতা, ৬ অক্টোবর (হি.স.) : স্কুলের পর কলেজে নিয়োগের দুর্নীতির অভিযোগেও মামলা দায়ের হয়েছে কলকাতা হাই কোর্টে। শুক্রবার বিচারপতির এজলাসে ওঠে কলেজ সার্ভিস কমিশনের বিরুদ্ধে দায়ের করা ওই মামলা।

সেখানে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, কমিশনকে বিকেল সাড়ে চারটের মধ্যে প্যানেল এনে হাজির করতে হবে। সময়ে প্যানেল আনতে না পারলে আনলে কলেজ সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কলেজে নিয়োগের প্যানেলে অস্বচ্ছতার অভিযোগ এনেছিলেন এক চাকরিপ্রার্থী। সেই মামলায় কলকাতা হাই কোর্টে অবিলম্বে ওই প্যানেল এনে হাজির করার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি। শুক্রবার রাজ্যের কলেজ সার্ভিস কমিশনকে বিচারপতি নির্দেশ দিয়েছেন এক ঘণ্টার মধ্যে ওই বিতর্কিত প্যানেল বা নিয়োগের তালিকা জমা দিতে হবে হাই কোর্টে তাঁর এজলাসে।

২০২০ সালের কলেজ সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা করেছিলেন মোনালিসা ঘোষ নামের এক চাকরিপ্রার্থী। তাঁর অভিযোগ ছিল, ২০২৩ সালে ওই নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্যানেলে প্রকাশিত হয়। কিন্তু শুধু নাম ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্রকাশিত হলেও তাতে নম্বর প্রকাশ করা হয় নি।

আদালতে মামলা করে ওই প্যানেলে নম্বর প্রকাশেরও দাবি জানিয়েছিলেন তিনি।বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় কলেজ সার্ভিস কমিশনের বিরুদ্ধে এই মামলাটিতে কমিশনকে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন।

রাজ্য সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে গিয়েছিল। কিন্তু ডিভিশন বেঞ্চ ওই মামলাটি আবার সিঙ্গল বেঞ্চেই ফেরত পাঠায়। তার পরেই এই নির্দেশ দিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়।

কমিশনের কাছে তাঁর প্রশ্ন ছিল, কেন প্যানেলে নম্বর রাখা হয়নি? প্যানেল প্রকাশের নিয়মই কী? কমিশনের কাছে আগেই এ বিষয়ে উত্তর জানতে চেয়েছিলেন বিচারপতি। কমিশনের আইনে প্যানেল প্রকাশের কোনও নির্ধারিত সংজ্ঞা নেই জেনে বিস্ময়ও প্রকাশ করেছিলেন তিনি।

কাজের সন্ধান

কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে চাকরির লক্ষ্যে ৪৮৪ এপ্রেন্টিস, পরীক্ষা ছাড়াই নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। কেন্দ্রীয় নিগম বা ইলেকট্রনিক্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডে এপ্রেন্টিসপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৮৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। ত্রিপুরার প্রার্থীদের অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

ইসিআইএল-এ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ইসিআইএল-এ এখন ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে ৪৮৪ জনকে বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। ইসিআইএল-এ ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ৩১-১০-২০২৩-এর হিসেবে ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন এঁদের ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - ইসিআইএল / ১৬/ ২০২৩, তারিখ ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩। ডিভিশন ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — ক্রমিক নং - ১ ঃ ইলেকট্রনিক মেকানিক বা ই.এম ট্রেডে মোট শূন্যপদ ১৯০টি। এর মধ্যে ৯৬টি অসংরক্ষিত, ইডব্লিওএস-এর জন্য ১০টি, ওবিসি'র জন্য ৫১টি, এসসি'র জন্য ২৯টি, এসটি'র জন্য ১৪টি পদ সংরক্ষিত। ক্রমিক নং - ২ ঃ ইলেকট্রিশিয়ান ট্রেডে মোট শূন্যপদ ৮০টি। এর মধ্যে ৪০টি অসংরক্ষিত, ইডব্লিওএস-এর জন্য ৪টি, ওবিসি'র জন্য ২২টি, এসসি'র জন্য ১২টি, এসটি'র জন্য ৬টি পদ সংরক্ষিত। ক্রমিক নং - ৩ ঃ ফিটার ট্রেডে মোট শূন্যপদ ৮০টি। এর মধ্যে ৪০টি অসংরক্ষিত, ইডব্লিওএস-এর জন্য ৪টি, ওবিসি'র জন্য ২২টি, এসসি'র জন্য ১২টি, এসটি'র জন্য ৬টি পদ সংরক্ষিত। ক্রমিক নং - ৪ ঃ আর এন্ড এসি ট্রেডে মোট শূন্যপদ ২০টি। এর মধ্যে ১টি অসংরক্ষিত, ইডবিলওএস-এর জন্য ১টি, ওবিসি'র জন্য ৫টি, এসসি'র জন্য ৩টি, এসটি'র জন্য ২টি পদ সংরক্ষিত। এভাবে টার্ণার, মেশিনিস্ট, কোপা, প্লাম্বার, ওয়েল্ডার ট্রেডে শূন্যপদ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে। প্রশিক্ষণ কাল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ১ বছর রাখা হয়েছে।

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। উচ্চতর বা অধিকতর পেশাগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে, যেমন ৭৭০০ - ৮০৫০ টাকা হিসেবে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী এবং আবেদন পত্র পেয়ে যাবেন কোলফিল্ডের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ।

দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে এঁদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে লগ অন করে, অবশ্যই ১০ অক্টোবরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ ১০ অক্টোবর। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সুরক্ষিত করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। ফর্ম ফিলাপের প্রয়োজনে, গার্জিয়ানের সই, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, মার্কশিট ইত্যাদিরও স্ক্যান করা কপি আপলোড করতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করার কাজ একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে ফোনে যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

কোলফিল্ডে চাকরির লক্ষ্যে ১১৪০ এপ্রেন্টিস ত্রিপুরা থেকে অনলাইনে আবেদনের সুযোগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। কোলফিল্ডে এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ১১৪০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮ - ২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। ত্রিপুরার প্রার্থীদের অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

কোলফিল্ডে বিশেষ করে নর্দার্ণ কোলফিল্ডে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। নর্দার্ণ কোলফিল্ডে এখন ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে ১,১৪০ জনকে বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। উত্তরাঞ্চলীয় কোলফিল্ডে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ৩১-০৮-২০২৩-এর হিসেবে ১৮ থেকে ২৬ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন এঁদের ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - এনসিএল, এইচআরডি/ ২০২৩-২৪/ ৪০৩৮, তারিখ ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩। ডিভিশন ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — ক্রমিক নং - ১ ঃ ইলেকট্রনিক মেকানিক, মোট শূন্যপদ ১৩টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৮টি, এছাড়া, ওবিসি'র জন্য ২টি, এসসি'র জন্য ২টি, এসটি'র জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত। স্টাইপেন্ড প্রতি মাসে ৮০৫০ টাকা। ক্রমিক নং - ২ ঃ ইলেকট্রিশিয়ান, মোট শূন্যপদ ৩৭০টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১৫৬টি, এছাড়া, ইডব্লিওএস-এর জন্য ৩৬টি, ওবিসি'র জন্য ৭৪টি, এসসি'র জন্য ৬২টি, এসটি'র জন্য ৪২টি পদ সংরক্ষিত। স্টাইপেন্ড প্রতি মাসে ৮০৫০ টাকা। ক্রমিক নং - ৩ ঃ ফিটার, মোট শূন্যপদ ৫৪৩টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ২৩০টি, এছাড়া, ইডব্লিওএস-এর জন্য ৫৩টি, ওবিসি'র জন্য ১১১টি, এসসি'র জন্য ৯১টি, এসটি'র জন্য ৫৮টি পদ সংরক্ষিত। স্টাইপেন্ড প্রতি মাসে ৮০৫০ টাকা। ক্রমিক নং - ৪ ঃ ওয়েল্ডার, মোট শূন্যপদ ১৫৫টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৬৮টি, এছাড়া, ইডব্লিওএস-এর জন্য ১৪টি, ওবিসি'র জন্য ৩১টি, এসসি'র জন্য ২৫টি, এসটি'র জন্য ১৭টি পদ সংরক্ষিত। স্টাইপেন্ড প্রতি মাসে ৭৭০০ টাকা। ক্রমিক নং - ৫ ঃ মোটর মেকানিক, মোট শূন্যপদ ৪৭টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ২২টি, এছাড়া, ইডব্লিওএস-এর জন্য ৪টি, ওবিসি'র জন্য ৭টি, এসসি'র জন্য ৭টি, এসটি'র জন্য ৭টি পদ সংরক্ষিত। স্টাইপেন্ড প্রতি মাসে ৮০৫০ টাকা। ক্রমিক নং - ৬ ঃ অটো ইলেকট্রিশিয়ান, মোট শূন্যপদ ১২টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৬টি, এছাড়া, ইডব্লিওএস-এর জন্য ১টি, ওবিসি'র জন্য ৩টি, এসসি'র জন্য ২টি পদ সংরক্ষিত। স্টাইপেন্ড প্রতি মাসে ৮০৫০ টাকা। প্রতি ক্ষেত্রেই প্রশিক্ষণ কাল ১ বছর রাখা হয়েছে।

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। উচ্চতর বা অধিকতর পেশাগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী এবং আবেদন পত্র পেয়ে যাবেন কোলফিল্ডের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ।

দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে এঁদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে লগ অন করে, অবশ্যই ১৫ অক্টোবরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ ১৫ অক্টোবর। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সুরক্ষিত করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। ফর্ম ফিলাপের প্রয়োজনে, গার্জিয়ানের সই, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, মার্কশিট ইত্যাদিরও স্ক্যান করা কপি আপলোড করতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করার কাজ একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি ফোন করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজার, এসিস্ট্যান্ট (শিপ-ইয়ার্ড),**
শূন্যপদ ঃ ৩৩২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ার, অফিসার (কেন্দ্রীয় শক্তি মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১৫৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **জিও সায়েন্টিস্ট (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ৫৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পিজি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২১-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ অক্টোবর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ডিসেম্বরে, কেন্দ্র আগরতলা।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **ট্রেড এপ্রেন্টিস (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৪৮৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ অক্টোবর,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **নার্সিং অফিসার (এইমস),**
শূন্যপদ ঃ ১৪৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ জিএনএম, বিএসসি নার্সিং পাশ,
বয়স ঃ ২১-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি (কোল ইন্ডিয়া),**
শূন্যপদ ঃ ৫৬০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ অক্টোবর,
ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট, এমটিএস, ক্লার্ক (এইমস),**
শূন্যপদ ঃ ১২০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **ফ্যাকাল্টি, কমিউনিটি হেলথ অফিসার (ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ১৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএইচএমএস, বিএএমএস, বিইউএমএস, বিএসএমএস পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
সরাসরি দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ১৩ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কোলফিল্ড),**
শূন্যপদ ঃ ১১৪০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **এম.ও, স্টাফ নার্স, সিএইচএ (স্বাস্থ্য দপ্তর, বহিঃরাজ্য)**
শূন্যপদ ঃ ১৪৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক থেকে পিজি পাশ,
বয়স ঃ ১৯-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১২০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেকপাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **নন্-ফ্যাকাল্টি স্টাফ (এইমস),**
শূন্যপদ ঃ ১৪৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (ত্রিপুরা এডিসি),**
শূন্যপদ ঃ ৩৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
সরাসরি দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ১৬ অক্টোবর,
লিখিত পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র এঁদের ওয়েবসাইটে এবং প্রচার মাধ্যমে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর (হেলথ মিশন, ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ১২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, এমবিএ পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
সরাসরি দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ১৭ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **হ্যান্ডিম্যান, এক্সিকিউটিভ, অফিসার (এয়ার ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস, বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ৩২৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রিপাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **এটেন্ড্যান্ট, হেল্পার, ড্রাইভার, কম্পিউটার অপারেটর (স্বাস্থ্য দপ্তর, ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ১১৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম মান পাশ থেকে ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
সরাসরি দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ১৮ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

o--o--o--ooo--o--o--o

স্বাস্থ্য দপ্তরে এটেন্ড্যান্ট, হেল্পার, ড্রাইভার কম্পিউটার অপারেটর পদে ১১৭ নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। ত্রিপুরায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধীনে এটেন্ড্যান্ট, হেল্পার, ড্রাইভার, কম্পিউটার অপারেটরপদে নিয়োগের জন্য সরাসরি দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম মান পাশ থেকে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), সরাসরি অথবা ডাকযোগে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ১৮ অক্টোবর। বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে অথবা প্রচার মাধ্যমে জানানো হবে। এককথায়, ত্রিপুরায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধীনে এটেন্ড্যান্ট, হেল্পার, ড্রাইভার, কম্পিউটার অপারেটরপদে নিয়োগের জন্য সরাসরি দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। এই চাকরি সমূহ সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য অধিকর্তার কার্যালয়ের অধীনে, তবে ১১ মাসের জন্য প্রাথমিক অবস্থায় সম্পূর্ণ চুক্তিভিত্তিক। রাজ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধীনে এটেন্ড্যান্ট, হেল্পার, ড্রাইভার, কম্পিউটার অপারেটরপদে নিয়োগের জন্য সরাসরি দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং আবশ্যকীয় অন্যান্য শর্তবলীর পাশাপাশি, ২৭-০৯-২০২৩ তারিখের হিসেবে নির্দিষ্ট বয়সের সীমারেখা অর্থাৎ অনূর্দ্ধ ৪০ বছর থাকলে সরাসরি দরখাস্ত জমা করতে পারেন, নির্দিষ্ট ঠিকানায়। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর এফ. ২(১-৩০৪)/ এমএস/ ইএসটিটি-টু/ ২০২৩, তারিখ ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩।

দরখাস্ত করবেন সাদা কাগজে এঁদের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত ফরম্যাট অনুযায়ী। প্রয়োজনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে, বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বিস্তারিত উল্লেখ করে দরখাস্তের ফরম্যাট প্রিন্টআউট করে নিতে পারেন। দরখাস্ত সরাসরি জমা করতে হবে ১৮ অক্টোবরের মধ্যে, ছুটির দিন বাদে প্রতিদিন অফিস চলাকালীন সময়ে। এই ঠিকানায় ঃ দ্য ডাইরেক্টোরেট অফ হেলথ সার্ভিসেস, পন্ডিত নেহরু কমপ্লেক্স, গোর্খাবস্তি, আগরতলা, পিন- ৭৯৯০০৬, পশ্চিম ত্রিপুরা। বলা বাহুল্য, দরখাস্ত ফিল-আপের আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন এবং দরখাস্তে তা উল্লেখ করবেন। দরখাস্তের সঙ্গে কোনও ডকুমেন্টসের জেরক্স কপি জুড়ে দিতে হবে না। তবে তৈরি রাখবেন। প্রয়োজনে ইন্টারভিউর সময় অরিজিনাল ডকুমেন্টস-এর সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। মোট কথা, ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, দরখাস্ত পূরণ করা, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি ফোন করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা/ ইন্টারভিউ ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর দিনতারিখ পরবর্তী সময়ে জানানো হবে। এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে।

শূন্যপদগুলো হলো — ক্রমিক নং (১) ঃ পদের নাম - হোস্টেল সুপারিটেনড্যান্ট, শূন্যপদ ১টি। পদটি অসংরক্ষিত। মূল মাইনে প্রতি মাসে ২৭,৩০০ টাকা। ক্রমিক নং (২) ঃ পদের নাম - হোস্টেল ওয়ার্ডেন, শূন্যপদ ১টি। পদটি অসংরক্ষিত। মূল মাইনে প্রতি মাসে ২১,৪০০ টাকা। ক্রমিক নং (৩) ঃ পদের নাম - লাইব্রেরিয়ান, শূন্যপদ ২টি। ১টি পদ এসটি'র জন্য সংরক্ষিত। ১টি পদ অসংরক্ষিত। মূল মাইনে প্রতি মাসে ২১,৪০০ টাকা। ক্রমিক নং (৪) ঃ পদের নাম - কম্পিউটার অপারেটর, শূন্যপদ ১২টি। ২টি পদ এসসি'র জন্য, ৪টি পদ এসটি'র জন্য সংরক্ষিত। ৬টি পদ অসংরক্ষিত। মূল মাইনে প্রতি মাসে ২১,৪০০ টাকা। ক্রমিক নং (৫) ঃ পদের নাম - ফটোগ্রাফার, শূন্যপদ ১টি। পদটি অসংরক্ষিত। মূল মাইনে প্রতি মাসে ২১,৪০০ টাকা। ক্রমিক নং (৬) ঃ পদের নাম - রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং টেকনোলজিস্ট, শূন্যপদ ৪টি। ১টি পদ এসসি'র জন্য, ১টি পদ এসটি'র জন্য সংরক্ষিত। ২টি পদ অসংরক্ষিত। মূল মাইনে প্রতি মাসে ২৭,৩০০ টাকা। ক্রমিক নং (৭) ঃ পদের নাম - আর্টিস্ট, শূন্যপদ ১টি। পদটি অসংরক্ষিত। মূল মাইনে প্রতি মাসে ২৭,৩০০ টাকা। ক্রমিক নং (৮) ঃ পদের নাম - ইলেকট্রিশিয়ান, শূন্যপদ ২টি। ১টি পদ এসটি'র জন্য সংরক্ষিত। ১টি পদ অসংরক্ষিত। মূল মাইনে প্রতি মাসে ২০,৭০০ টাকা। ক্রমিক নং (৯) ঃ পদের নাম - কার্পেন্টার, শূন্যপদ ১টি। পদটি অসংরক্ষিত। মূল মাইনে প্রতি মাসে ২১,৪০০ টাকা। ক্রমিক নং (১০) ঃ পদের নাম - ড্রাইভার, শূন্যপদ ৫টি। ১টি পদ এসসি'র জন্য, ১টি পদ এসটি'র জন্য সংরক্ষিত। ৩টি পদ অসংরক্ষিত। মূল মাইনে প্রতি মাসে ২১,৪০০ টাকা। এছাড়া, প্লাম্বার, লাইব্রেরি এটেন্ড্যান্ট, এটেন্ড্যান্ট, চেয়ার সাইড এটেন্ড্যান্ট, কুক, হেল্পার, হেল্পার ইলেকট্রিশিয়ান, ম্যাসন, এসি টেকনেশিয়ান, সুইপার এন্ড স্ক্যাভেঞ্জার, সিকিউরিটি পার্সোনেল পদের বিস্তারিত শূন্যপদের সংখ্যা, বিভাজন, মূল মাইনে, যোগ্যতা ইত্যাদি জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইট দেখে নিতে হবে। প্রার্থীদের অবশ্যই পিআরটিসি থাকতে হবে। বাংলা অথবা ককবরক ভাষা জানতে হবে। দরখাস্তের ভিত্তিতে বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর জন্য ডাকা হবে। নিয়োগ হবে পুরোপুরি মেরিট ভিত্তিতে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।।

* শিপ-ইয়ার্ডে **ম্যানেজার, এসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৩২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২১-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* কেন্দ্রীয় শক্তি মন্ত্রকে **ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ার, অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **জিও সায়েন্টিস্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, শূন্যপদ ঃ ৫৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পিজি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২১-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ অক্টোবর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ডিসেম্বরে, কেন্দ্র আগরতলা।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **ট্রেড এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৮৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ অক্টোবর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* এইমস-এ **নার্সিং অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ জিএনএম, বিএসসি নার্সিং পাশ, বয়স ঃ ২১-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* কোল ইন্ডিয়ায় **ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৬০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ অক্টোবর, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* এইমস-এ **অ্যাসিস্ট্যান্ট, এমটিএস, ক্লার্ক** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২১-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* ত্রিপুরায় এনআরএইচএম-এ **ফ্যাকাল্টি, কমিউনিটি হেলথ অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য সরাসরি দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএইচএমএস, বিএএমএস, বিইউএমএস, বিএসএমএস পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), সরাসরি দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ১৩ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* কোলফিল্ডে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১৪০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে স্বাস্থ্য দপ্তরে **এম.ও, স্টাফ নার্স, সিএইচএ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক থেকে পিজি পাশ, বয়স ঃ ১৯-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেকপাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* এইমস-এ **নন্-ফ্যাকাল্টি স্টাফ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* ত্রিপুরা এডিসি-তে **জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), সরাসরি দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ১৬ অক্টোবর, লিখিত পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র এঁদের ওয়েবসাইটে এবং প্রচার মাধ্যমে জানানো হবে।

* ত্রিপুরায় হেলথ মিশনে **প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর** পদে নিয়োগের জন্য সরাসরি দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, এমবিএ পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), সরাসরি দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ১৭ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে এয়ার ট্রান্সপোর্ট সার্ভিসে **হ্যান্ডিম্যান, এক্সিকিউটিভ, অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩২৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

* ত্রিপুরায় স্বাস্থ্য দপ্তরে **এটেন্ড্যান্ট, হেল্পার, ড্রাইভার, কম্পিউটার অপারেটর** পদে নিয়োগের জন্য সরাসরি দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম মান পাশ থেকে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), সরাসরি দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ১৮ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

উত্তরপ্রদেশের পিলভিটে ২৪৮ কোটি টাকার ২৬টি প্রকল্প উপহার মুখ্যমন্ত্রী যোগীর

পিলভিট, ৬ অক্টোবর (হি.স) : উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ পিলভিটকে ২৪৮ কোটি টাকা উপহার দিয়েছেন। শুক্রবার উত্তরপ্রদেশের পিলভিটের মুস্তাফাবাদ গেস্ট হাউসে এসে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বন্যপ্রাণী সপ্তাহের সমাপ্তি করেন। তিনি পিলভিটকে ২৪৮ কোটি টাকার ২৬টি প্রকল্প উপহার দিয়েছেন। শুক্রবার এই প্রকল্পগুলির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধন করেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী এদিন অনুষ্ঠানস্থলে আয়োজিত প্রদর্শনী পরিদর্শন করে বন দফতরের অনেক আধিকারিককেও সম্মানিত করেন।

এদিন জনসভায় ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেন, তরাই অঞ্চলে ইকো-ট্যুরিজমের প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে। চুকা থেকে কর্তনিয়া ঘাট, দুধওয়া এবং আমনগড় পর্যন্ত ইকো ট্যুরিজম দ্রুত এগিয়ে চলেছে। বন বিভাগ ১০টি জলাভূমি তৈরি করেছে।

মানুষের অস্তিত্ব প্রাণী এবং জলের উপর নির্ভর করে বলেও মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্য করেন। ভারতীয় দর্শনে পৃথিবীকে মা বলা হয় এবং আমরা সবাই তার সন্তান।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ডবল ইঞ্জিনের সরকার সবসময়ই উন্নয়নের জন্য কাজ করে চলেছে। আমরা সবার উন্নয়ন করছি। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি যৌথ সমীক্ষা চালিয়েছে। বিশ্বের এই সমীক্ষায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছে পিলভিট টাইগার রিজার্ভ। তিনি জানান, ২০১৪ সালে পিলভিট টাইগার রিজার্ভে ২৫টি বাঘ ছিল। ২০১৮ সালে বাঘের সংখ্যা বেড়ে ৬৫ হয়েছে। রাজ্যে ১৭৩টি বাঘ ছিল। এখন উত্তরপ্রদেশে ২০৫টিরও বেশি বাঘ রয়েছে।

বিহারের ভাগলপুরে মায়াগঞ্জ হাসপাতালের সাফাই কর্মীদের বৈঠক

ভাগলপুর, ৬ অক্টোবর (হি.স) : বিহারের ভাগলপুরে পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা তাদের চাকরি সংক্রান্ত নির্দিষ্ট কিছু দাবিতে একটি বৈঠক করেছে। শুক্রবার বিহারের ভাগলপুরের মায়াগঞ্জ হাসপাতালের সাফাই কর্মীরা তাদের চাকরি হারানোর বিষয়ে একটি বৈঠক করেছে। বেসরকারী সংস্থাকে নিয়োগের ফলে পুরোনো সাফাই কর্মীদের চাকরি যাওয়া নিয়ে একটি উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

মায়াগঞ্জ হাসপাতালের এক ঝাড়ুদার সঞ্জয় হরি আম্বেদকর জানিয়েছেন, তারা ২০০৬ সাল থেকে হাসপাতালে ঝাড়ুদার হিসাবে কাজ করছেন। বর্তমানে হাসপাতালের বাথরুম পরিষ্কারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বাইরের একটি বেসরকারী সংস্থাকে। তিনি আরও বলেন, আমরা এখন সবাই এজেন্সির আওতায় কাজ করছি। পরে আমাদের বিল ১৮ থেকে ২০ লক্ষ টাকা কমে যাবে। এই অবস্থায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ প্রায় দেড়শো সাফাই কর্মীকে কাজ থেকে সরিয়ে দেবে।

সঞ্জয় হরি বাবু আরও বলেন, হাসপাতালের সুপার বা এজেন্সি কেউই আমাদের কষ্টের কথা শুনছে না। এই দাবি নিয়ে আমরা বৈঠক করেছি। এদিন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাফাই কর্মীদের মধ্যে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, প্রকাশ রাম, শঙ্কর সুপার, অজয় হরি, পঙ্কজ মেহতার, ডব্লিউ হরি সহ প্রমুখ।

দ্বারকেশ্বর ও রূপনারায়ণের জলে ফের প্লাবিত খানাকুল

হুগলি, ৬ অক্টোবর (হি . স.) : মুণ্ডেশ্বরীর পর এবার দ্বারকেশ্বর ও রূপনারায়ণের জল ঢুকে নতুন করে প্লাবিত হল হুগলির খানাকুল। প্লাবিত হয়েছে একের পর এক গ্রাম। ব্যাহত জনজীবন। আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

দুর্গাপুরের ছাড়া জলে প্লাবিত হচ্ছে একের পর এক এলাকা। কোথাও হাঁটু সমান, তো কোথাও কোমরের ওপরে জল। রীতিমতো নদীর আকার নিয়েছে রাস্তা। পারাপারে ভরসা নৌকা। শুক্রবার জল ঢুকে নতুন করে প্লাবিত হয়েছে ঠাকুরানিচক, মাইনান, কাকনান, ধরমপুর , ধান্যঘড়ি, ঘোড়াদহ এলাকা।

অন্যদিকে, মুণ্ডেশ্বরীর জলে নতুন করে না ঢুকলেও এখনও জলমগ্ন খানাকুলের মারোখানা, পানশিউলি, পলাশপাই, নতিবপুর, চিংড়া, জগৎপুর, পোল পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা। জল ঢুকে রয়েছে জমিতে ও নিচু এলাকার বাড়িগুলিতে। ডুবে রয়েছে রাস্তা ঘাট। সেই রাস্তা দিয়ে পারাপারে ভরসা নৌকা।

খাড়গে ও রাহুলের সঙ্গে বৈঠক শরদের, বিরোধী জোট নিয়েই আলোচনার জল্পনা

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর (হি.স.): কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ও কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলেন এনসিপি প্রধান শরদ পওয়ার। শুক্রবার দিল্লিতে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের বাসভবনে এই বৈঠক হয়। মূলত বিরোধী জোট নিয়েই এই বৈঠক হয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা চলছে। এ বিষয়ে কোনও দলের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শুক্রবার বিকেলের দিকে চারটি ছবি এক্স মাধ্যমে আপলোড করা হয়। সেই ছবিতে দেখা যায়, খোলামেলা

ইউক্রেনের ক্যাফেতে রাশিয়ার রকেট হামলায় মৃত্যু বেড়ে ৫০, আহত অনেক

কিয়েভ, ৬ অক্টোবর (হি.স.) : ইউক্রেনের উত্তর-পূর্ব খারকিভ অঞ্চলে অবস্থিত হরোজা গ্রামের একটি ক্যাফেতে রকেট হামলা চালাল রাশিয়া। বৃহস্পতিবার এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও অনেকে। গত কয়েকমাসের মধ্যে এটাই সব থেকে বড় হামলা।

প্রেসিডেন্টের চিফ অফ স্টাফ আন্দ্রেই ইয়ারমাক এবং খারকিভের গভর্নর ওলেহ সিনিয়েহুবভ বলেছেন, "নিহতদের মধ্যে একটি ৬ বছরের শিশু রয়েছে। সাতজন আহত হয়েছেন।"

এই ঘটনার পর পশ্চিমা বিশ্বের কাছে আরও বেশি সাহায্যের আর্জি জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। তিনি রাশিয়ার এই হামলার তীব্র সমালোচনা করেছেন। জেলেনস্কির বক্তব্য, "এটা নৃশংস অপরাধ এবং সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত।'

নির্বাচিত জুনিয়র সহকারীদের নিয়োগপত্র প্রদান উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীব

দেহরাদূন, ৬ অক্টোবর (হি.স) : উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি জুনিয়র সহকারীদের নিয়োগপত্র তুলে দেন। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি শুক্রবার সচিবালয়ে পরিবহণ বিভাগের অধীনে জুনিয়র সহকারী পদের জন্য নির্বাচিত ১০ জন প্রার্থীকে নিয়োগপত্র প্রদান করেছেন।

এদিন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী ধামি অধস্তন পরিষেবা নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে নির্বাচিত ১০ জন প্রার্থীর হাতে এই নিয়োগপত্র তুলে দেন। নিয়োগপত্র প্রদানের পর মুখ্যমন্ত্রী সকল নির্বাচিত প্রার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ঈশ্বরের কৃপায় আপনারা সেবার ক্ষেত্রে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন, সম্পূর্ণ সততা, নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে কাজটি করবেন। সম্পূর্ণ নিয়ম মেনে শৃঙ্খলা সহযোগে কর্মক্ষেত্রে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে নতুন জীবন শুরু করুন। জণগনের সেবা করার সুযোগ পেলে নিজেদের সামর্থ্য দিয়ে তা করুন।

বামপন্থী চরমপন্থা ইস্যুতে বৈঠক করলেন অমিত শাহ, উপস্থিত ছিলেন দোভালও

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর (হি.স.): বামপন্থী চরমপন্থা ইস্যুতে শুক্রবার দিল্লিতে এক পর্যালোচনা বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালও। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সভাপতিত্বে এই পর্যালোচনা বৈঠক হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই, অশ্বিনী চৌবে, অর্জুন মুন্ডা এবং দেবুসিংহ চৌহানের পাশাপাশি জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল বৈঠকে অংশ নেন।

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে, উপ-মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ, অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ওয়াইএস জগন মোহন রেড্ডি এবং ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনও এই বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব অজয় ভাল্লা, গোয়েন্দা ব্যুরোর পরিচালক তপন ডেকাও উপস্থিত ছিলেন, এছাড়াও এনআইএ, এসএসবি, বিএসএফ, সিআরপিএফ এবং এনএসজি-র মহাপরিচালকরাও বৈঠক অংশ নেন। পাশাপাশি মাওবাদী প্রভাবিত রাজ্যগুলির স্বরাষ্ট্র সচিব এবং মুখ্য সচিবরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

সবচেয়ে মূল্যহীন দল হয়ে উঠেছে এএপি : সুধাংশু ত্রিবেদী

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর (হি.স.): 'আম আদমি পার্টি, যে দল ভারতীয় রাজনীতিতে নীতি ও আদর্শ যুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সে দল সবচেয়ে মূল্যহীন দলে পরিণত হয়েছে।' এএপি-র বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে এই মন্তব্য করলেন বিজেপি মুখপাত্র সুধাংশু ত্রিবেদী। শুক্রবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সুধাংশু বলেছেন, দুর্নীতির মামলায় এএপি নেতাদের নাম আসা থেকে বোঝাই যায়, দুর্নীতি এখন এই দলের একটি সাধারণ বিষয়। ত্রিবেদী বলেন, রাজনীতির ময়দানে নৈতিকতা প্রতিষ্ঠার এজেন্ডা নিয়ে আসা আম আদমি পার্টিতে এখন এ সবের অভাব রয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

তিনি যোগ করেছেন, পরীক্ষামূলক রাজনীতির যুগ আর নেই, কারণ ভারত বিশ্ব স্তরে একটি নতুন ভূমিকা পালন করতে এগিয়ে গিয়েছে। এএপি নেতা সঞ্জয় সিং-কে গ্রেফতারের বিষয়ে তিনি বলেছেন, 'যারা অভিযোগ করছেন যে মামলাটি (দিল্লি আবগারি নীতির মামলা) ভিত্তিহীন, রাউজ অ্যাভিনিউ আদালত অবশ্য বিষয়টি স্পষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে, আদালতের সামনে রাখা বিষয়গুলির প্রেক্ষিতে আদালত মনে করেছে গ্রেফতারি অযৌক্তিক নয়।'

প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বার্তা অতিশীর, এএপি নেত্রী বললেন সিবিআই ও ইডি-কে আমরা ভয় পাই না

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্দেশ্যে বিশেষ বার্তা দিলেন দিল্লির মন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির নেত্রী অতিশী। শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে অতিশী বলেছেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রী মোদীকে বলতে চাই, আইএনডিআই জোট এবং এএপি সিবিআই এবং ইডিকে ভয় পায় না।'

এএপি নেতা সঞ্জয় সিংয়ের গ্রেফতারি প্রসঙ্গে অতিশী বলেছেন, 'তাঁরা সঞ্জয় সিংয়ের বাসভবন থেকে একটি পয়সাও খুঁজে পায়নি, কিন্তু তবুও তাঁকে বিজেপির ইডি গ্রেফতার করেছে। আমরা দেখছি, যে যে দলগুলি প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিরুদ্ধে কথা বলে তাঁদের বিরুদ্ধে ইডি, সিবিআই, আইটি অভিযান চালাচ্ছে।'

অতিশী আরও বলেছেন, 'বিরোধী নেতাদের বিরুদ্ধে ইডি, সিবিআই এবং আয়কর বিভাগ দ্বারা অভিযান চালানো হচ্ছে, কারণ প্রধানমন্ত্রী মোদী জানেন যে তিনি আসন্ন (২০২৪) লোকসভা নির্বাচনে হেরে যাবেন।'

রাজভবনের সামনে তৃণমূলের ধর্না, আক্রমণে বিরোধী দলনেতা

কলকাতা, ৬ অক্টোবর (হি. স.) : রাজভবনের সামনে অভিষেকে বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব তৃণমূলের ধর্না নিয়ে তীব্র আক্রমণ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আঞ্চলিক দল তৃণমূল পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের এক একটি স্তম্ভকে পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করছে। সামাজিক মাধ্যমে এই ভাষাতেই আক্রমণ করেন বিরোধী দলনেতা।

১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকার দাবিতে বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে রাজভবনের সামনে ধর্নাস্থলে রয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সারারাত ধর্নামঞ্চেই কাটিয়েছেন অভিষেক। আর এই ধর্না নিয়ে তীব্র আক্রমণ করলেন শুভেন্দু অধিকারী।

এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে বিরোধী দলনেতা লিখেছেন, 'রাজভবনের ১৫০ মিটার পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি থাকে, পুলিশের সঙ্গে যোগসাজশে সেখানে নিজেদের মিছিল নিয়ে ঢুকে শুধু ১৪৪ ধারা লঙ্ঘনই করেননি, সেখানে ক্যাম্পও করেছে। রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানের নিরাপত্তা সস্তার রাজনৈতিক নাটকের জন্য বিপন্ন হচ্ছে। আর এতে পুলিশ সহযোগিতা করছে।

রাজস্থানের উদয়পুর থেকে বাজেয়াপ্ত ১.৪৪ কোটি টাকা, গ্রেফতার ৭ জন

উদয়পুর, ৬ অক্টোবর (হি.স) : রাজস্থানের উদয়পুর থেকে হাওয়ালা কেলেঙ্কারিতে বাজেয়াপ্ত করা হল ১.৪৪ কোটি টাকা। বৃহস্পতিবার রাতে রাজস্থানের উদয়পুরের ৩টি থানার পুলিশ এবং ডিএসটি দল হাওয়ালা ব্যবসায়ীদের ঠিকানায় অভিযান চালিয়ে ১.৪৪ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে। পুলিশ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ঘন্টাঘর এলাকার করজালি হাউস ও কোহিনুর কমপ্লেক্সে অভিযান চালিয়ে পুলিশ ১.৪৪ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে। এছাড়াও মোট সাতজনকে গ্রেফতারও করেছে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, মতি চৌহাট্টায় করজালি হাউসের বাইরে প্রথম অভিযান চালানো হয়। এখানে ঘন্টাঘর ধানমন্ডি থানা ও ডিএসটির দল চার যুবককে আটক করে। এদের কাছ থেকে ১ কোটি ২১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ। চারজনই এই ব্যাগটি নিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল তখনই পুলিশ তাদের ধরে ফেলে।

এরপর ঘন্টাঘর থানা এবং ডিএসটি টিম ঘন্টাঘরের কোহিনুর কমপ্লেক্সের দ্বিতীয় তলায় অভিযান চালায়। এখানে তিন যুবকের কাছ থেকে ২২.৯০ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়। পুলিশ অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।

রাজ্যপাল আর অন্তর্বর্তী উপাচার্য নিয়োগ করতে পারবেন না

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর (হি. স.) : রাজ্যপাল আর অন্তর্বর্তী উপাচার্য নিয়োগ করতে পারবেন না। শুক্রবার এ কথা জানায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের বেঞ্চ এ কথা জানিয়েছে। পাশাপাশিই, সার্চ কমিটিতে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিনিধি রাখা নিয়ে রাজ্য যে আবেদন করেছিল, তাতে এখনই সাড়া দিল না সুপ্রিম কোর্ট।

শীর্ষ আদালতের বেঞ্চ আরও জানিয়েছে, সম্প্রতি রাজ্যপাল যে ১১ জনকে অন্তর্বর্তী উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ করেছেন, তাঁরা কোনও সুযোগসুবিধা পাবেন না। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও নিতে পারবেন না। এ ছাড়াও বিচারপতিরা আরও জানান , অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্যের যা যা আপত্তি রয়েছে, তা পরের শুনানিতে আদালতে জানাতে হবে।

রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে আচার্য সিভি আনন্দ বোসের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল রাজ্য। উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্য সরকার ও বোসের মধ্যে সংঘাতের ফলে রাজ্যে রাজ্যের ৩১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও কোনও স্থায়ী উপাচার্য নেই। গত ২১ অগস্ট সুপ্রিম কোর্ট স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। এর পর গত ১৫ সেপ্টেম্বরের শুনানিতে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিজেই সার্চ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। শীর্ষ আদালত জানিয়েছিল, রাজ্য সরকার, রাজ্যপাল ও ইউজিসি (বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন)-কে তিন থেকে পাঁচ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম সুপারিশ করতে হবে সার্চ কমিটির জন্য।

একই সঙ্গে, রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয় গুলিব আচার্যকেও প্রশ্ন করেছিল, কেন আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও তিনি রাজ্য সরকারের সঙ্গে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে বৈঠকে বসেননি? সেই দিনই বিচারপতি সূর্য কান্ত জানিয়েছিলেন, তাঁরা রাজ্যপালের উত্তরের উপর নির্ভর করে বসে থাকবেন না।

শিলাবতীর জল বেড়ে ঘাটালের একাধিক এলাকা প্লাবিত

পশ্চিম মেদিনীপুর, ৬ অক্টোবর (হি. স.) : প্রবল বর্ষণে ইতিমধ্যেই একাধিক জেলা চরম ভোগান্তিতে। তার উপর ডিভিসির জল ক্রমাগত ছাড়তেই একাধিক এলাকায় বন্যার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

শুধু এবছরই নয়, প্রায় অধিকাংশ বছরই এই কারণে বন্যা পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয় রাজ্যের একাধিক জেলাকে। এবারও তার বিরাম নেই। ক্ষতিগ্রস্থ জেলার মধ্যে হাওড়া, হুগলি, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়ার বিস্তীর্ণ এলাকা। এদিকে বিপদের মুখে পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল ব্লকও।

জানা গিয়েছে, শিলাবতী নদীর জল বেড়ে ঘাটাল ব্লকের অধিকাংশ এলাকায় প্লাবিত। পুরসভার ১৩টি ওয়ার্ডের পাশাপাশি পুর এলাকাতেও জল ঢুকেছে। প্লাবিত হয়েছে দাসপুর, চন্দ্রকোণার একাধিক এলাকা। মূলত হাওয়া অফিস আগেই জানিয়েছিল, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল পূর্ব মেদিনীপুর এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে।

এদিকে শনিবারের আগে আবহাওয়ার বদলের তেমন কোনও সম্ভাবনার কথাও শোনায়নি আবহাওয়া দফতর। আর সেই হাওয়া অফিসের সেই পূর্বাভাস মিলেও গিয়েছে।

কামদুনির রায়, ফাঁসির আসামির মুক্তি, খালাস আমৃত্যু সাজাপ্রাপ্তও

কলকাতা, ৬ অক্টোবর (হি. স.) : এক দশকেরও বেশি সময় কেটে গেছে। কামদুনি ধর্ষণ এবং হত্যার পর বেশ কিছুদিন এটি ছিল প্রচারমাধ্যমের প্রধান খবর। দফায় দফায় এগিয়েছে আইনি প্রক্রিয়া। শেষ পর্যন্ত শুক্রবার মামলার রায় ঘোষণা করল কলকাতা হাই কোর্ট। ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত সইফুল আলি এবং আনসার আলির সাজা বদলে আমৃত্যু কারাদণ্ড ঘোষণা করেছে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি অজয়কুমার গুপ্তের ডিভিশন বেঞ্চ।

নিম্ন আদালতে আর এক ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত আমিন আলি বেকসুর খালাস পেয়েছেন। অন্য দিকে, নিম্ন আদালতে যাবজ্জীবন জেলের সাজাপ্রাপ্ত ইমানুল ইসলাম, আমিনুল ইসলাম এবং ভোলানাথ নস্করও ১০ বছর জেল খাটার কারণে খালাস পেয়েছেন হাই কোর্ট থেকে। ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের পরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কামদুনি সফরের সময় তাঁর সামনে প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা মৌসুমী ও টুম্পা কয়াল। শুক্রবার রায় ঘোষণার পরে মৌসুমী বলেন, "আমরা এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানাব। নির্ভয়া-কাণ্ডের আইনজীবীর সাহায্য নেব।"

প্রাথমিক ভাবে পুলিশ তদন্ত শুরু করলেও এর পরে ঘটনার তদন্তের ভার পায় সিআইডি। চার্জশিটে অভিযোগ আনা হয় ন'জনের বিরুদ্ধে। বিচারপ্রক্রিয়া চলাকালীন গোপাল নস্কর নামে এক অভিযুক্তের মৃত্যু হয়। ২০১৬ সালের ৩০ জানুয়ারি কলকাতার নগর দায়রা আদালতের (ব্যাঙ্কশাল কোর্ট) বিচারক সঞ্চিতা সরকার দোষী ছ'জনের শাস্তি ঘোষণা করেন।

এদের মধ্যে সইফুল আলি মোল্লা, আনসার আলি এবং আমিন আলিকে ফাঁসির সাজা দেওয়া হয়। বাকি তিন অপরাধী শেখ ইমানুল ইসলাম, আমিনুল ইসলাম এবং ভোলানাথ নস্করের হয় আমৃত্যু জেলের সাজা। প্রমাণের অভাবে মুক্তি দেওয়া হয় অন্য দুই অভিযুক্ত রফিক গাজি এবং নুর আলিকে।

ব্যাঙ্কশাল আদালতে ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত সইফুল, আনসার এবং আমিনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩৭৬-এ, ৩৭৬-ডি, ৩০২, ১২০-বি এবং ২০১ ধারায়। ওই ধারাগুলিতে ন্যূনতন সাজা ২০ বছরের কারাদণ্ড। মূল অভিযুক্ত সইফুলের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দু'টি ধারাও ছিল ১০৯ এবং ৩৪২। অন্য দিকে আমৃত্যু জেলের সাজাপ্রাপ্ত ইমানুল, আমিনুল এবং ভোলাকে ৩৭৬-ডি, ১২০-বি এবং ২০১ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন বিচারক সঞ্চিতা।

বিচারক তাঁর রায় ঘোষণার সময় জানিয়েছিলেন, এমন নৃশংস অপরাধ বন্ধ করার জন্য সমাজকে কড়া বার্তা দেওয়া প্রয়োজন, যাতে এই ধরনের অপরাধকে আড়াল করা না-হয়। তিনি মন্তব্য করেন, "এমন অপরাধের প্রবণতা অঙ্কুরেই বিনাশ করা দরকার। তা না-হলে এই অপরাধ সমাজে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়বে।"

সাজা ঘোষণার সপ্তাহ দু'য়েক পরে ২০১৬-র ফেব্রুয়ারিতে সাজাপ্রাপ্তেরা সেই রায় চ্যালেঞ্জ করে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল। গত ডিসেম্বরে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি অজয়কুমার গুপ্তের ডিভিশন বেঞ্চে অপরাধী ছ'জনের সাজা মকুবের সেই আবেদনের শুনানি শুরু হয়েছিল। শুক্রবার হল তার রায় ঘোষণা।২০১৩ সালের ৭ জুন কলেজ থেকে ফেরার পথে এক ছাত্রীকে উত্তর ২৪ পরগনার কামদুনিতে ধর্ষণ করে নৃশংস ভাবে খুন করা হয়েছিল। সেই ঘটনা নিয়ে উত্তাল হয়ে ওঠে গোটা রাজ্য। দিল্লির নির্ভয়া কাণ্ডের মতো তার ঢেউ পৌঁছয় দেশের অন্যান্য প্রান্তেও। দোষীদের চরম সাজার দাবিতে শুরু হয় আন্দোলন।

ভেসে গিয়েছে সামরিক সরঞ্জাম, কড়া সতর্কবার্তা সেনা-পুলিশের

গ্যাংটক, জলপাইগুড়ি, ৬ অক্টোবর (হি .স.) : সিকিমে ভয়াবহ মেঘ ভাঙা বৃষ্টি এবং হড়পা বানের জন্য ফুলেফেঁপে উঠেছে তিস্তা। দু-কূল ছাপিয়ে বয়েছে। প্রবল জলের তোড়ে ধুয়ে মুছে গিয়েছ বহু বাড়ি, রাস্তা, সেতু।

জলের তোড়ে ভেসেছে সেনা শিবিরও। আর তারই সঙ্গে তিস্তায় বয়ে গিয়েছে সেনা সরঞ্জাম। এবার সেই সরঞ্জামের কথা বলেই তিস্তার নিম্ন অববাহিকা অঞ্চলের বাসিন্দাদের সতর্ক করল সেনা।

পিআরও ডিফেন্স-এর তরফে বলা হয়েছে। বন্যার কারণে সামরিক সরঞ্জাম তিস্তায় ভেসে গিয়েছে, তার মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্র এবং বিস্ফোরকও রয়েছে। সেনার তরফে সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

নদীতে বা নদীর পাশে কোনওরকম অচেনা জিনিস দেখলে, কোনওরকম প্যাকেজ বা আগ্নেয়াস্ত্র দেখলে তা হাত দিতে বারণ করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে জানাতে বলা হয়েছে স্থানীয় থানায়।

ভেসে যাওয়া জিনিসপত্র উদ্ধারের জন্য একাধিক তল্লাশি দল পাঠানো হয়েছে সেনার তরফে।

জলপাইগুড়ি পুলিশের তরফেও একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। সেনার বক্তব্য সেখানে তুলে ধরে জানানো হয়েছে- কোনওরকম সরঞ্জাম পড়ে থাকলেও তাতে কোনওভাবেই হাত দেওয়া যাবে না। কারণ তাতে বিস্ফোরক থাকলে তা মারাত্মক বিপজ্জনক হতে পারে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

প্রয়োজনে জলপাইগুড়ির কোতোয়ালি থানা, মালবাজার থানা, ময়নাগুড়ি থানা, ক্রান্তি থানায় যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ কন্টোল রুমের নম্বর দিয়েও যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে ওই বিজ্ঞপ্তিতে।

ফের ক্ষমতায় ফিরলে ছত্তিশগড়েও জাতিগত জনগণনা হবে, প্রতিশ্রুতি দিলেন প্রিয়াঙ্কা

কাঙ্কের, ৬ অক্টোবর (হি.স.): ছত্তিশগড়ের কাঙ্কের থেকে বড় ঘোষণা করলেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা। শুক্রবার জনসভায় বক্তব্য রাখার সময় তিনি বলেছেন, 'আমি ঘোষণা করছি, যদি কংগ্রেস ছত্তিশগড়ে পুনরায় সরকার গঠন করে, তাহলে বিহারের মতো আমরাও রাজ্যে জাতিগত জনগণনা করব।'

প্রিয়াঙ্কা গান্ধী এদিন ছত্তিশগড় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের প্রভাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, 'এখানকার কংগ্রেস সরকার আপনাদের (জনসাধারণের) জন্য কাজ করেছে।

গত ৫ বছরে এখানকার ৪০ লক্ষ মানুষকে দারিদ্র্য থেকে উন্নীত করা হয়েছে।'

প্রিয়াঙ্কা এদিন আরও বলেছেন, 'শুধু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আস্থা তৈরি হয়, এখন যদি আপনাদের ছত্তিশগড়ের কংগ্রেস সরকারের উপর আস্থা থাকে, কারণ এখানকার বর্তমান সরকার কংগ্রেসের পুরনো ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ছত্তিশগড়ের সঙ্গে আমার পরিবারের পুরনো সম্পর্ক রয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় পন্ডিত নেহেরু এখানে এসেছিলেন। আমার ঠাকুমা ইন্দিরাজি ১৯৭২ সালে বস্তার সফর করেছিলেন। আমার বাবা এবং মা-ও ছত্তিশগড়ের জনগণের সমস্যাগুলি বোঝার জন্য এবং পরামর্শের জন্য বহুবার বস্তারে গিয়েছিলেন। এভাবেই আস্থা তৈরি হয়েছিল ছত্তিশগড়ে কংগ্রেস পার্টিতে।'

দোকানের আড়ালে অস্ত্র কারখানা, গয়া থেকে বিপুল অস্ত্র-সহ ধৃত দুই

কলকাতা, ৬ অক্টোবর (হি স)। বিহারের গয়ায় বেআইনি অস্ত্র কারখানার হদিস পেল কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) এবং বিহার পুলিশ। বৃহস্পতিবার বেশি রাতে এ খবর প্রকাশ্যে এসেছে।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার বুদ্ধগয়ায় কলকাতা পুলিশের এসটিএফ এবং বিহার পুলিশের যৌথবাহিনী একটি আসবাবের দোকানে তল্লাশি চালায়। তল্লাশি অভিযানের সময় দোকানের পিছনে একটি বেআইনি অস্ত্র কারাখানার হদিস পায় পুলিশ। এই ঘটনায় দু'জনকে গ্রেফতার করা হলেও দোকানের মালিক পলাতক।

পুলিশ সূত্রে খবর, যে আসবাবের দোকানের আড়ালে অস্ত্র কারখানা রমরমিয়ে চলছিল, সেই দোকানটির মালিক মুকেশ কুমার। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে এমন কয়েকটি খুন এবং ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে, ঘটনাচক্রে সেই সব ঘটনার সঙ্গে কোনও কোনও ভাবে বিহার এবং ঝাড়খণ্ডের যোগসূত্র উঠে এসেছে। অস্ত্র পাচারের ক্ষেত্রেও বেশ কিছু তথ্য আসছিল পুলিশের কাছে। সেই তদন্ত করতে নেমেই বুদ্ধগয়ার এই আসবাবের দোকানের হদিস পায় কলকাতা পুলিশ। তার পরই বিহার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে তারা।

বৃহস্পতিবার বুদ্ধগয়ার দৌড়নগরের ওই আসবাবের দোকানে তল্লাশি অভিযানে যায় কলকাতা এবং বিহার পুলিশের একটি দল। পুলিশ সূত্রে খবর, দোকানের আড়ালে বেআইনি অস্ত্র তৈরি করা হচ্ছিল। পিস্তল এবং বন্দুক বানানোর প্রচুর সরঞ্জাম, লেদ, গ্রাইন্ডিং, কাটিং মেশিন উদ্ধার হয়েছে। শুধু দেশি বন্দুকই নয়, প্রচুর পরিমাণে অত্যাধুনিক পিস্তলও উদ্ধার হয়েছে ওই কারখানা থেকে। সেখান থেকেই মুঙ্গেরের দুই কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। তবে দোকানের মালিক মুকেশ পলাতক। কলকাতায় নাশকতার ছক ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বিহার সরকারকে নোটিশ সুপ্রিম কোর্টের, জাতিগত জনগণনায় হস্তক্ষেপে নারাজ শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর (হি.স.): জাতিগত জনগণনা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে স্বস্তি পেল বিহার সরকার। শুক্রবার শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, বিহার সরকারের কাজে কোনও হস্তক্ষেপ করতে পারে না আদালত। তাই বিহার সরকার চাইলে জাতিগত জনগণনার রিপোর্ট প্রকাশ করতেই পারে। তবে এই বিষয়টি নিয়ে বিহার সরকারকে নোটিসও পাঠিয়েছে শীর্ষ আদালত। আগামী বছরের জানুয়ারি মাসে ফের বিহারের জাতিগত জনগণনা নিয়ে শুনানি হবে সুপ্রিম কোর্টে।

বিহারের জাতিগত জনগণনার রিপোর্ট প্রকাশে অনুমতি দিয়েছিল পাটনা হাইকোর্ট। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করেই মামলা দায়ের হয় সুপ্রিম কোর্টে। শুক্রবার সেই মামলার শুনানি চলাকালীন শীর্ষ আদালত জানিয়ে দেয়,

পরকীয়ার জেরে স্বামীর হাতে আহত স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৬ অক্টোবর।। পরকীয়ার কারণে প্রতিনিয়ত স্ত্রীর উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করে স্বামী। এমনটা অভিযোগ করেন স্ত্রী সুমনা আক্তার তার স্বামী সাব্বির আহমেদ এর বিরুদ্ধে যাত্রাপুর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, আজ থেকে চার বছর আগে সোনামুড়া থানা দিন কলম ক্ষেত মুড়াপাড়া দেলোয়ার হোসেনের মেয়ে, সুমনা আক্তার প্রেম করে বিয়ে করেন যাত্রাপুর থানাধীন জাহাঙ্গীর হোসেনের ছেলে সাব্বির আহমেদের সঙ্গে। দীর্ঘ বছর উপরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন সমস্যা দেখা যায় নি। এর মধ্যে তাদের দুটি ছেলে সন্তান রয়েছে। কিন্তু গত ২ মাস ধরে সাব্বির আহমেদ বিলোনিয়ার এক মেয়ের সঙ্গে প্রেমে জড়িয়ে পড়েন বলে অভিযোগ। আর এরপর থেকে স্বামী সাব্বির আহমেদ তার স্ত্রী সুমনা আক্তার উপর কখনো শারীরিক আবার কখনো মানসিক ভাবে অত্যাচার শুরু করে। কিন্তু গতকাল রাত্রে স্বামী সাব্বির আহমেদ তার স্ত্রী সুমনা আক্তার উপর প্রচন্ড মারধর করে। স্বামীর এত অত্যাচার সহ্য করেও, স্ত্রী সুমনা আক্তার তার বাপের বাড়ি সেই বিষয় জানায় নি। কিন্তু গতকাল রাত্রে সাব্বির আহমেদ সুমানা উপর যে, আক্রমণ করেছে স্ত্রী সুমনা আক্তার সহ্য না করতে পেরে তার বাবা এবং তার মাকে খবর দেয়। এই খবর পেয়ে সুমন আক্তারের বাবা দেলোয়ার হোসেন এবং তার মামা সুমনা আক্তারের স্বামীর রাঙামুড়া গিয়েছেন। সেখানে গিয়ে দেখতে পেয়েছেন সুমনা আক্তার ঘরের ভিতরে আহত অবস্থা পরে রয়েছেন। যাত্রাপুর থানা পুলিশের সহযোগিতা সুমনা আক্তার কে সেখান থেকে উদ্ধার করে কলম ক্ষেত তাদের বাড়িতে নিয়ে আসে এবং , মেলাঘর হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা করান। বর্তমানে সুমনা আক্তার মেলাঘর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

হাজতে সৈকত

● **প্রথম পাতার পর**

আটক করা হয়েছে। উল্লেখ দীর্ঘ কয়েকবছর ধরে তার বিরুদ্ধে আগরতলা পশ্চিম থানায় তার বিরুদ্ধে মামলা ছিল। শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের সোদপুরের ঘোলা থানার সহযোগিতায় রাজ্য পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ তাকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে। আজ সকালে তাকে ইন্ডিগো বিমানে করে এম বিবি বিমানবন্দরে নিয়ে আসা হয়েছে। সেখান থেকে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এন সিসি থানায়। এরপর টানা ৬ ঘণ্টা ধরে চলে জিজ্ঞাসাবাদ। তারপরে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়। তার বিরুদ্ধে একাধিক থানায় মামলা রয়েছে বলে অভিযোগ। যথারীতি তাকে এদিন দুটি আদালতে নিয়ে গেছে ত্রিপুরা পুলিশ। সি জে এম কোর্ট এবং ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে।

সৈকত তলাপাত্র এর পক্ষের আইনজীবী মিহিরকান্তি রায় জানিয়েছেন, পিআরসি এস পি ২৮৫, ২০২১ নম্বর মামলার ওয়ারেন্টে তাকে কলকাতা থেকে আনা হয়েছে। এই মামলায় ইতিমধ্যেই তাকে বেইল দেওয়া হয়েছে। সিজিএম কোর্টে অপর মামলা যার নম্বর ১১৫ পশ্চিম আগরতলা, ২০২১ এর পরিপ্রেক্ষিতে তাকে ১২ অক্টোবর পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও আরও দুটি মামলার মধ্যে একটি মামলা যার নাম্বার ১৮৫, পশ্চিম আগরতলা, ২০২৩ , এবং রাধাপুর থানায় তার বিরুদ্ধে অপর একটি মামলা রয়েছে যার নম্বর ২৪, ২০২৩। এই মামলায় সঠিক কোনো তথ্য না থাকায় অভিযুক্তকে ওইদিনের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বেটিং অ্যাপ-কান্ডে শ্রদ্ধা কাপুরকেও ইডির তলব

‘মহাদেব বেটিং অ্যাপ’ কান্ডে রনবীর কাপুর, কপিল শর্মা, হুমা কুরেশি, হিনা খানেদেরর পর এবার নাম জড়াল অভিনেত্রী শ্রদ্ধা কাপুরের। শুক্রবার তাঁকে তলব করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)।ক তারকাকে ইডি তলব কড়াই যথেষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। রণবীরকে ডাকার পরই যথেষ্ট শোরগোল শুরু হয়েছিল। জানা গেছে ইডির কাছে দু সপ্তাহ সময় চেয়েছেন রনবীর। এবার নাম জরালো আরও ৪ জনের। আজ ৬ তারিখ তাদের হাজিরা দেবার কথা। সূত্রের খবর বলিউডের আরও বেশ কয়েকজনকে এই কাণ্ডে ডাকা হতে পারে। এঁদের মধ্যে রণবীর দুই সপ্তাহ সময় চেয়েছেন। জানা যাচ্ছে ‘মহাদেব বেটিং অ্যাপ’ কান্ডে কোন অভিযুক্ত হিসেবে রাণবীরকে ডাকা হয়নি। বরং ওই সংস্থার আর্থিক লেনদেন সম্পর্কে আরও তথ্যের হদিস পেতেই নাকি তাকে ডাকা হয়েছে। এরই মধ্যে এবার ডাকা হল অভিনেত্রী শ্রদ্ধা কাপুরকে।প্রসঙ্গত, এই বেটিং অ্যাপের দুই মাথা সৌরভ চন্দ্রকার ও রবি উপ্পল দুজনেই দুবাই থেকে এই ব্যবসা চালাতেন বলে জানা গিয়েছে। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তারা গা ঢাকা দিয়ে দুবাইতে চলে যান। সেখানে জাঁকজমকপূর্ণ বিয়ে করেন সৌরভ চন্দ্রকার। ২০০ কোটি টাকার এই ‘গ্ল্যামারাস বিয়ে’তে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বলিউডের বেশ কিছু তারকা। এবার সেইসব তারকা ইডির আতশ কাঁচের নিচে।যদিও শক্তি কাপুর-কন্যা শ্রদ্ধা এই বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন কিনা তা স্পষ্ট নয় !জাল আইডি তৈরি করে এই অনলাইন বেটিং অ্যাপে যারা নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতেন তাদের টাকা একদিন আমি ব্যাংক একাউন্টে জমা পড়ত।

রতন

● **প্রথম পাতার পর**

মূলত উত্তর পূর্বা’লের রাজ্যগুলিতে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনে রাজ্যগুলির বিভিন্ন প্রস্তাব ও গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিয়ে আলোচনা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে বিদ্যুৎ মন্ত্রী বলেন, রাজ্যে আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনে সরকারের বিভিন্ন প্রস্তাব ও উদ্যোগসমূহ বৈঠকে তুলে ধরা হয়। তিনি জানান, রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি বেশিরভাগই গ্যাস ভিত্তিক। কিন্তু গ্যাস ও কয়লা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। তাই রাজ্য সরকার পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। রাজ্যে আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০০ মেগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে সরকার বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, রাজ্যে এই ৫০০ মেগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদন করতে হলে ২০০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি জানান, এই মর্মে উত্তর পূর্বা’ল রাজ্যগুলির জন্য প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকার একটি প্রকল্প নেওয়া হবে। এর ফলে ত্রিপুরাও এই প্রকল্পর সুবিধা পাবে। বিদ্যুৎ মন্ত্রী জানান, রাজ্যে ৫০০ মেগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে রাজ্যের সবকটি সরকারি প্রতিষ্ঠান, বাড়িতে ধীরে ধীরে রুফটপ সোলার প্যানেল বসানোর ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়াও সোলার পার্ক তৈরী, ফ্লোটিং সোলার পাওয়ার প্লান্ট স্থাপন, হাইড্রো পাম্প স্টোরেজ স্থাপন, ক’ষি জমিতে জলসেচের জন্য সৌর বিদ্যুৎ-এর ব্যবহার, সোলার ভিলেজ, সোলার সিটি গড়া, মল হাইড্রো প্রকল্প, ইলেকট্রিক চালিত গাড়ির ব্যবহার ইত্যাদি পরিকল্পনার কথা তিনি তুলে ধরেন। সাংবাদিক সম্মেলনে বিদ্যুৎ মন্ত্রী আরও জানান, রাজ্যের ৩টি মহকুমায় অফগ্রীড পাওয়ার প্ল্যান্ট বসানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ২৪০ মেগাওয়াট ফ্লোটিং সোলার, ৩০০ টি গ্রামকে গ্রীন ভিলেজে উন্নত করা, সোলার কোল্ড স্টোরেজ, সোলার ড্রায়ার, সোলার ভিত্তিক কমিউনিটি ওয়াটার পিউরিফিকেশনের ব্যবস্থা, সোলার মাল্টিপারপাস ফুড প্রসেসার, সোলার টে’টাইলস লুম ইত্যাদি সরকারের পদক্ষেপ সমূহ তথ্য সহকারে প্রস্তাবিত আকারে বৈঠকে উত্থাপন করা হয় বলে বিদ্যুৎ মন্ত্রী জানান। বিদ্যুৎ মন্ত্রী জানান, রাজ্যে ৩,৩৩৫ টি বিদ্যালয়ে ৩ লক্ষ সোলার স্টাডি ল্যাম্প দেওয়া হয়েছে। আরও ৩ লক্ষ ৫০ হাজার দেওয়া হবে। ১০১২টি বাজার, ৯৯৩ টি গ্রাম প’ায়েতে যথাক্রমে ১৫ হাজার ও ২৯,০০০ সোলার স্ট্রীট লাইট দেওয়া হয়েছে। আরও ৫০ হাজার স্ট্রীট লাইট লাগানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

ঘটলো পুজোর

● **প্রথম পাতার পর**

কথা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে শহরের কাপড় ব্যবসা থেকে শুরু করে হরেক রকম জিনিসের দোকানিদের মধ্যে। শহরের সূর্য চৌমুহনী শকুন্তলা রোড হকার্স কর্নার বটতলা প্যারাডাইস সর্বত্রই ফাঁকা ফাঁকা চেহারা। এই সময়ে জনতার ভিড়ে রাস্তায় যানজট লেগে থাকতো। এখন যানজট তো দূরের কথা যানবাহনের ওই দেখা মেলা ভার। যানবাহন চালকদেরও একই কথা পূজোর মৌসুমে তাদের একটু বাড়তি আয়ের রোজগারও বন্ধ হয়ে গেছে এই বৃষ্টির কারণে। এদিকে মূর্তিপাড়াতে ও বৃষ্টির জন্য কাজের গতি অনেকটাই কমে গেছে শিল্পীদের মধ্যে। রোদ না থাকায় মাটির মূর্তি শুকাচ্ছে না। ফলে রং করতেও পারছে না শিল্পীরা। বৃষ্টির কারণে সার্বজনীন ক্লাবগুলির দুর্গোৎসবের প্যান্ডেল তৈরিতেও বিঘ্ন হচ্ছে। বৃষ্টি ভিজে প্যান্ডেলের কাজ করতে কষ্ট হচ্ছে শিল্পীদের। ফলে প্যান্ডেলের বহু কাজ এখনো বাকি রয়ে গেছে। চিন্তার ভাঁজ ক্লাব উদ্যোক্তাদের সঙ্গে প্যান্ডেল শিল্পীদের। বাজারে লোকজন কম থাকায় ফাস্টফুডের দোকানগুলিও থমকে গেছে। সব দিক দিয়ে ই পূজোর আগে অকালবৃষ্টি মানুষের মনকে ভরাক্রান্ত করে দিয়েছে।আগামী কাল আকাশ সাধারণত মেঘাচ্ছন্ন থাকবে। কিছু কিছু জায়গায় বজ্রবিদ্যুতসহ বৃষ্টি পাতের সম্ভাবনা রয়েছে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ত্রিশ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন ছাব্বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর কাছাকাছি থাকবে। আজ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল সাতাশ দশমিক নয় ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন পঁচিশ দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস। আগামী চব্বিশ ঘণ্টায় রাজ্যের সব জেলার বিক্ষিপ্ত ভাবে বজ্রবিদ্যুতসহ বৃষ্টি পাতের সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। এছাড়া পশ্চিম, ,উত্তর, উনকোটি এবং খোয়াই জেলায় বিক্ষিপ্ত ভাবে বজ্রবিদ্যুতসহ বৃষ্টি পাতের ভারী বর্ষণে র সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সকাল সাড়ে আট টা থেকে দুপুর আড়াই টা পর্যন্ত আগরতলা বিমান বন্দর এলাকায় বৃষ্টি হয়েছে এগার দশমিক দুই মিলি মিটার।

গাঁজা উদ্ধার

● **প্রথম পাতার পর**

গাড়িকে দাঁড়ানোর জন্য পুলিশ সংকেত দেয়, পুলিশ দেখা মাত্র ইকো গাড়ির চালক পালিয়ে যাওয়ার যেতে চেষ্টা করে, পুলিশ ইকো গাড়ির পিছু ধাওয়া করে ,ইকো গাড়ি এদিক সেদিক করে পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার রাস্তা খুঁজছিল পুলিশও ছাড়ার পাত্র নয়, অনেকটা ফিল্মি কায়দায় ইকো গাড়ির পিছনে ধাওয়া করতে থাকে, গাঁজা ভর্তি ইকো গাড়ি উত্তর সোনাইছড়ি থেকে রাজারাম বাড়ির দিকে ছুটতে গিয়ে গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি পুকুরে গিয়ে পড়ে যায়, পুলিশ ইকো গাড়ির চালক সুমন বিশ্বাস কে গ্রেপ্তার করে, গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ ইকো গাড়ি থেকে চার বস্তা গাঁজা উদ্ধার করে, এর পর ড্রজার নিয়ে পুকুর থেকে ইকো গাড়িটি তুলে বিলোনীয়া থানায় নিয়ে আসে, ধৃত ইকো গাড়ি চালক কে জিজ্ঞাসাবাদে সে জানায় বড়পাথরী মাস্টার পাড়ার সুব্রত চক্রবর্তী ওরফে বলাই এই গাঁজার মালিক, শ্রীনগর সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পাচারের জন্য এই গাঁজা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ,এই গাঁজার মালিক সুব্রত এবং গাড়ী চালক সুমন উভয় শাসক দলের কার্যকরতা হিসেবে পরিচিত বলে অভিযোগ এলাকায়। দল ক্ষমতায় আসার পরেই এই বড়পাথরি সহ পশ্চিম পাহাড় এলাকা নেশা কারবারিদের আঁতুর ঘরে পরিণত হয়েছে, এখন দেখার বিষয় পুলিশ কি ভুমিকা নেয়।

সুশান্ত

● **প্রথম পাতার পর**

কুমার দাস। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্থানীয় শিল্পীগণ।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ড. বিশাল কুমার, সোনামুড়া মহকুমার মহকুমা শাসক মানিক লাল দাস, নলছড় প’ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান জওহরলাল ঘোষ, রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সভাপতি পবিত্র কুমার দাস প্রমুখ।

“শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে হতাশ করেছে”, কামদুনি রায়ের প্রতিক্রিয়া এমএসএস-এর

কলকাতা, ৬ অক্টোবর (হি স)। শুক্রবার মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের (এমএসএস) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে কামদুনি মামলা সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায় নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়।সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কল্পনা দত্ত বলেন- “হাইকোর্টের রায়ে কামদুনি কান্ডে অভিযুক্ত ধর্ষক ও গণহত্যাকারীদের সাজা লঘু এবং কয়েকজনকে বেকসুর খালাস করার রায় পশ্চিমবঙ্গের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে হতাশ করেছে।২০১৩ সালের ৭ই জুন কামদুনির কলেজছাত্রীকে নারকীয় অত্যাচার ও গণধর্ষণ করে দু পা ছিঁড়ে খুন করা হয়, যা ছিল বিরলের মধ্যে বিরলতম ঘটনা। সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তখন অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তি চেয়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী নিজে দোষীদের মৃত্যুদন্ড হওয়া উচিত একথা বলেছিলেন। অথচ দশ বছর কেটে যাওয়ার পরও অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া গেল না।জনগণ মনে করছেন পুলিশের অপদার্থতা এবং সরকারী উকিলের ব্যর্থতার জন্যই এমন অঘটন ঘটল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই মামলা হাইকোর্টে চলাকালীন ১৪ বার সরকারী উকিল পরিবর্তন হয়েছে। আমরা মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকমিটির পক্ষ থেকে মনে করি কামদুনি কান্ডের সাথে যুক্ত অপরাধীদের অপরাধ পুনর্বিচার করে দোষীদের কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত।”

২১ দফা দাবির ভিত্তিতে করিমগঞ্জে পোস্টাল এজেন্টদের প্রতিবাদী মিছিল

করিমগঞ্জ (অসম), ৬ অক্টোবর (হি.স.) : কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্ট-বিরোধী ও পোস্ট-অফিস বিরোধী নীতির প্রতিবাদে এবং দিল্লিতে ধরনার পরিপ্রেক্ষিতে সারা ভারত স্বল্প সঞ্চয় এজেন্টদের প্রতিবাদ সংগঠিত হয়েছে করিমগঞ্জে। বুধবার থেকে রাষ্ট্রীয় স্বল্প সঞ্চয় অভিকর্তা সংগঠনের করিমগঞ্জ জেলা কমিটির পক্ষ থেকে কর্মবিরতি পালন করা হচ্ছে করিমগঞ্জে।শুক্রবার নির্দিষ্ট সূচি অনুযায়ী মিছিল করে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করা হয়েছে করিমগঞ্জে। হেড পোস্ট অফিস, কোর্ট পোস্ট অফিস, স্টেশন রোড পোস্ট অফিস, চরবাজার পোস্ট অফিস, সুভাষনগর পোস্ট অফিস সহ সেটেলমেন্ট রোড পোস্ট অফিসে কর্মরত এজেন্টরা যোগ দেন মিছিলে।

শ্যামলা গোপীনাথ কমিটির রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করে এজেন্টদের কমিশন ১ ডিসেম্বর (২০১১)-এর আগের মত করা, মহিলা প্রধান এজেন্টদের ৫ শতাংশ কমিশন প্রদান করা, মহিলা এজেন্টদের পোর্টালের মাধ্যমে আরডি লট জমা করার সুবিধা প্রদান করা, অবিলম্বে নতুন কমিটি গঠন করে এজেন্টদের সংস্থাকেও প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ এবং ৪০ বছরের পুরনো এজেন্সি ব্যবস্থায় আলোচনার মাধ্যমে সময় অনুযায়ী পরিবর্তন করা, এজেন্সির নবায়ন আজীবনের জন্য করা সহ মোট ২১টি দাবির ভিত্তিতে প্রতিবাদ সাব্যস্ত পালন করেন পোস্টাল এজেন্টরা।

দিন মিছিলে ছিলেন সংস্থার সভাপতি পান্নালাল চক্রবর্তী, সম্পাদক বিশ্বরূপ দাস, শ্যামল চক্রবর্তী, প্রবাল আচার্য, স্নেহাশিস মুজুমদার, সজল দেব, মিনা দাস, মৌসুমী দাস, জয়া পাল, দিবাকর দাস, ডলি স্বামী, রুমা রায়, সংগীতা দেব, মৌ দাস, গৌরাঙ্গ দাস, সুবীর দাস, জয়ন্ত দেব সহ অনেকে।

করিমগঞ্জে পূজা মন্ডপে অস্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য অন্তত এক সপ্তাহ আগে আবেদন করতে আহ্বান

করিমগঞ্জ (অসম) ৬ অক্টোবর (হি.স.) : করিমগঞ্জে দুর্গা পূজার জন্য পূজা মণ্ডপে অস্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগ নিতে পূজা কমিটি গুলিকে অন্তত এক সপ্তাহ আগে আবেদন করতে আহ্বান জানানো হয়েছে। আসাম বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি লিমিটেডের করিমগঞ্জ ইলেক্ট্রিক্যাল সাব ডিভিশনের সাব ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার করিমগঞ্জের পূজা কমিটিগুলির সচিবদেরকে লেখা এক পত্র যোগে পূজা মন্ডপে অস্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য জনগণের সুরক্ষার খাতিরে সব ধরনের নিয়মাবলী ও সুরক্ষা বিধি মেনে চলতে এবং ছুটির দিন ছাড়া পূজার অন্তত এক সপ্তাহ আগে আবেদন করতে আহ্বান জানিয়েছেন।এতে জানানো হয়েছে যে সংশ্লিষ্ট এলাকার ফিডার ম্যানেজাররা পূজা কমিটি গুলিকে বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে সহায়তা করবেন। পাশাপাশি পূজা কমিটিগুলিকে অস্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য পূজা কমিটির স্বাক্ষরিত আবেদন পত্র এবং সরকারি অনুমোদিত বিদ্যুতের লাইসেন্স প্রাপ্ত ঠিকাদার অথবা সুপারভাইজারের প্রদান করা সঠিক লোডের পরিমাণ উল্লেখ করে টেস্ট রিপোর্ট জমা দিতে হবে। এতে সাব ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার প্রতিটি পূজা কমিটিকে অস্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগের নিয়মাবলী ও সুরক্ষা বিধি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত পত্র প্রেরণ করে জনগণের সুরক্ষার খাতিরে তা মেনে চলতে আহ্বান জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে যে কোন সহায়তার জন্য সুমিত দেব, চলভাষ নম্বর-৮৮৭৬৩৭৪১৯৫ এর সাথে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

কেশব ভবনে আয়োজিত হল শিশু সংস্কার কেন্দ্র পরিচালনাকারীদের ২দিনের প্রশিক্ষণ বর্গ

কলকাতা, ৬ অক্টোবর(হি.স.): সমাজ সেবা ভারতী পশ্চিমবঙ্গের তত্ত্বাবধানে, জঙ্গলমহলের আদিবাসী অধ্যুষিত ও পিছিয়ে পড়া এলাকায় চলমান শিশু সংস্কার কেন্দ্রের পরিচালনাকারীদের জন্য দুদিনের প্রশিক্ষণ বর্গ শুক্রবার শেষ হয়েছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের কলকাতা কার্যালয় কেশব ভবনে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ বর্গে প্রায় ৫০ জন শিশু সংস্কার কেন্দ্র পরিচালনাকারী অংশগ্রহণ করেছিলেন।আজ প্রশিক্ষণ বর্গের সমাপনী অধিবেশনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের অখিল ভারতীয় সহ প্রচার প্রমুখ অদ্বৈত চরণ দত্ত এবং ক্ষেত্র প্রচারক রমাপদ পাল শিশু সংস্কার কেন্দ্রের পরিচালনাকারীদের পথ প্রদর্শন করেন এবং তাঁদের বস্ত্র প্রদান করে সম্মান জানান। এ উপলক্ষে সমাজ সেবা ভারতীর পক্ষ থেকে দুটি পুস্তিকা ‘আনন্দধারা’ ও ‘সেবা কথা’ প্রকাশ করা হয়।

উল্লেখ্য, সমাজ সেবা ভারতীর তত্ত্বাবধানে, খুব পিছিয়ে পড়া এবং আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত শিশু সংস্কার কেন্দ্রের মাধ্যমে খেলাধুলা, ব্যায়াম, স্বাস্থ্য আলোচনা এবং নৈতিক দিশা নির্দেশের মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষিত করার একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিপুল সংখ্যক অভাবী মানুষ এই প্রকল্প থেকে উপকৃত হচ্ছেন।

সিকিমে কাজে গিয়ে নিখোঁজ বালুরঘাটের সাত শ্রমিক, উদ্বিগ্ন পরিবার

বালুরঘাট, ৬ অক্টোবর(হি.স.) : মেঘভাঙা বৃষ্টি এবং দক্ষিণ লোনাক লেক উপচে বিপুল জলের স্রোতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে সিকিম। সিকিমের প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর থেকে আর কোনও খোঁজ নেই সেখানে কাজে যাওয়া বালুরঘাটের ডাঙ্গা বিজয়শ্রী এলাকার সাত শ্রমিকের। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, সাতজনেরই ফোন বন্ধ। তাঁদের কারও সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। এনিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন পরিবারের লোকেরা।

জানা গিয়েছে,গত শুক্রবারই সিকিমে কাজে গিয়েছিলেন বালুরঘাটের ডাঙ্গা বিজয়শ্রী এলাকার সাত শ্রমিক মৃদু পাল, সুধু পাল, দুলাল পাল, বেলাই পাল, সামরা পাল, তজু পাল ও নবীন পাল। ঠিকাদারের সঙ্গে কাজে গিয়েছিলেন তাঁরা। মঙ্গলবার রাতে সিকিমে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর বুধবার বিকেল থেকে আর কোনও খোঁজ নেই ওই সাত নির্মাণ শ্রমিকের। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, সাতজনেরই ফোন বন্ধ। তাঁদের কারও সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। এনিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন পরিবারের লোকেরা। তবে সিকিমে কাজে যাওয়া বালুরঘাট ব্লকের ভাটপাড়া, চিঙ্গিসপুরের আরও চার শ্রমিকের খোঁজ মিলেছে। জেলাজুড়ে প্রায় ২৫ জনের রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে। তাদের সঙ্গে প্রশাসনের তরফে যোগাযোগ করার চেষ্টা চলছে।

প্রসঙ্গত, প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত সিকিম। শুধুই ধ্বংসের ছবি। উদ্ধার হচ্ছে একের পর এক দেহ। সিকিম প্রশাসন এবং রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা ব্যবস্থাপনা দপ্তর জানিয়েছে, সেনা কর্মী সহ নিখোঁজ শতাধিক। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ চলছে। যত দ্রুত সম্ভব ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক মেরামতের কাজ চলছে। এদিকে, হড়পা বান এবং টানা বৃষ্টিতে সিকিমে আটকে পড়েছেন বহু পর্যটক। সেখানে প্রায় ৩ হাজার পর্যটক আটকে পড়েছেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের অনেককে উদ্ধার করা হয়েছে। বাকিদেরও উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

১০ অক্টোবরের মধ্যে সব নথি ইডিকে দিতে অভিষেককে হাইকোর্টের নির্দেশ

কলকাতা, ৬ অক্টোবর (হি. স.) : লিপ অ্যান্ড বাউন্ডস মামলায় হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ শুক্রবার রায় দিল, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর দক্ষ আধিকারিককেই যেন এই ধরনের তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে যা তথ্য-নথি চাওয়া হয়েছে, তা আগামী ১০ অক্টোবরের মধ্যে তাঁকে জমা দিতে হবে। হাই কোর্টের আশা, সেই তথ্য এবং নথি যাচাই করে নিরপেক্ষ ভাবে পরবর্তী পদক্ষেপ করবে ইডি। তদন্তকারী সংস্থা যে তথ্য দেবে, তার গোপনীয়তা বজায় রাখা নিশ্চিত করবে সিঙ্গল বেঞ্চ।এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ তদন্তে ইডি যে তথ্য এবং নথি চেয়েছে, তা উপেক্ষা করা যায় না। তবে আদালত আশা করছে, তথ্য এবং নথির যাচাই করার জন্য দক্ষ অফিসারকেই ইডি দায়িত্ব দেবে। এমন অফিসার তদন্ত করবেন যাঁর আর্থিক লেনদেন (মানি লন্ডারিং) সংক্রান্ত বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে। তদন্তের স্বার্থে তথ্য এবং নথি না দিলে তার প্রভাব ‘সাংঘাতিক’ হতে পারে। এমনকি, এ নিয়ে জনসাধারণের মনে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। আদালত সংবিধান দ্বারা আবদ্ধ। আমরা আশা করব, ইডি সঠিক পথে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাবে। অভিষেককে লিপ অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থার তথ্য চেয়ে সমন পাঠানো হয়েছে। তিনি ওই সংস্থায় দু’বছর ডিরেক্টর ছিলেন। বর্তমানে অভিষেক ওই সংস্থার সিইও। ওই সংস্থার চিফ অপারেটিং অফিসারের কাছ থেকে প্রচুর টাকা উদ্ধার হয়েছে। তিনি এখন জেল হেফাজতে রয়েছেন। ডিভিশন বেঞ্চ বলে, “অভিষেক এক জন সাংসদ।

জাপানকে হারিয়ে সোনা জিতল ভারত

হানঝাউ, ৬ অক্টোবর (হি.স.): এশিয়ান গেমসে ভারতের পদকতালিকায় যোগ হল আরও একটি সোনা। শুক্রবার হকিতে ৫-১ গোলে জাপানকে হারিয়ে সোনা জিতল ভারত। জোড়া গোল করলেন হরমনপ্রীত সিংহ। একটি করে গোল মনপ্রীত সিংহ, অমিত রোহিদাস এবং অভিষেকের। এ বারের এশিয়াডে এই নিয়ে এখনও পর্যন্ত ২২টি সোনা জিতল ভারত।চলতি এশিয়াডের লিগ পর্বে এই জাপানের বিরুদ্ধে ৪-০ গোলে এগিয়ে থাকার পরেও, শেষ পর্যন্ত ৪-২ ব্যবধানে জিতে মাঠ ছেড়েছিল ক্রেগ ফুলটনের ছেলেরা। ফলে বোঝা যাচ্ছিল মেগা ফাইনালে কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলবে না। জাপান গতবারের এশিয়ান গেমসে সোনা জিতেছিল। এবার সেই সোনা ছিনিয়ে নিতে মরিয়া ছিল ভারত। আর সেটাই হল। মেগা ফাইনালে বিপক্ষকে হেলায় হারিয়ে দেওয়ার সঙ্গে, এশিয়ান গেমসের ইতিহাস অনন্য রেকর্ড গড়ল ভারত। সেই রেকর্ড হল জাপানের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত অপরাজিত রইল ‘মেন ইন ব্লু’ ব্রিগেড।এদিন প্রথম দিকে জাপানের গতির সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে সমস্যায় পড়লেও তৃতীয় কোয়ার্টারে ভারত এগিয়ে যায় ৩ গোলে। গোল করেন ভারতের হরমনপ্রীত ও অমিত রোহিদাস। চতুর্থ কোয়ার্টারে চতুর্থ গোল আসে অভিষেকের স্টিক থেকে। বক্সের মধ্যে দ্রুত আক্রমণে ঢুকে পড়েছিল ভারত।

১৪৪ ধারা

● **আটের পাতার পর**

করতে পারবেন না। এই আদেশ পুলিশ, বিএসএফ, টিএসআর এবং আইন প্রনয়ণকারী সংস্থার কাজের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে না। দুর্গাপূজার সময় আশপাশ এলাকার দুর্গাপূজা প্যাণ্ডেল, কোন ব্যক্তির কাছে জেলা প্রশাসন, পুলিশ, বিএসএফ এবং অন্যান্য আইন প্রনয়ণকারী সংস্থার ইসু করা বৈধ অনুমোদনপত্র থাকলে বা কোন মুমূর্ষ রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অথবা অনুমোদিত ঔষধের দোকান থেকে জীবনদায়ী ঔষধ ক্রয়ের ক্ষেত্রেও এই আদেশ বলবৎ হবে না। আইন ভঙ্গকারীরা ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৮ ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হবেন।

প্রদেশ কংগ্রেস

● **প্রথম পাতার পর**

এখন রাহুল গান্ধীকে রাবণ রূপে বিকৃত করার চেষ্টা করছে। কিন্তু এই রাহুল গান্ধীর পরিবার দেশের জন্য বলিদান হয়েছে। আগামী দিনে দেশের মানুষ এবং রাজ্যের মানুষ এই বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করবে বলে জানান বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। এদিন প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করেছে কংগ্রেস।

কারাদন্ড

● **প্রথম পাতার পর**

পাঁচজনের বিরুদ্ধে তেমন কোনো প্রমান না মেলায় বেকসুর খালাস হয়। তবে মূল অভিযুক্ত মোহম্মদ আলীর বিরুদ্ধে শারীরিক পরীক্ষা, ফরেনসিক টেস্টে এবং ডি.এন.এ পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ আসায় তাকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত। শুক্রবার আসামী মোহম্মদ আলীকে আদালত কুড়ি বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয়। একই সঙ্গে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা প্রদানের নির্দেশ দেন। অন্যথায় আরও তিন বছরের জেল খাটতে হবে বলে জানান আইনজীবী সন্দীপ দেবরায়।

অঙ্গন

NOTICE INVITING e- TENDER
NO:- .22/EE/AGRI/W/2023-24

On behalf of the 'Governor of Tripura', the Executive Engineer (West), Agartala, West Tripura invites Percentage Rate e-tenders vide e - DNIT No. 26/AGRI/EE(WEST)/2023-24 in single bid system for "Construction of Seed Processing Plant at Uttar Laxmilunga under Bamutia Agri Sub-Division/S.H:- Entrance Road & Yard Development" from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Farms/Private Ltd. Farm /Agencies of Appropriate Class, registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/! Railway/Gov't Organization of other State to fulfill the minimum eligibility criteria for participation in the tender.

Last date of e- bidding up to 2.00 P.M. on 20/10/2023 , EMD = Rs.19,693/-, Tender fee = Rs.1,000/- (Non Refundable), Tender Value = Rs. 9,84,636/-, Opening of e- tender = 20/10/2023 at 3:00 PM(If possible)

For details, please contact with office of the undersigned /go through the e- portal www.tripuratenders.gov.in

Executive Engineer (West),
Department of Agriculture & F. W,
Agartala, West Tripura

ICA/C-2588/23

PRESS NOTICE INVITING Re- e-TENDER

For and on Behalf of the Governor of Tripura, e-Tender in **Two Bid System** is hereby invited **from Manufacture/ Authorized suppliers & Distributor** for the supply of Fishery Inputs "Fish Feed Floating Pellet" by the undersigned for implementation of **different** Pisciculture Scheme under **Karbook Sub-Division during the year 2023-2024**, meeting the pre-qualifying criteria for the supply mentioned below through online bidding on the website **https://tripuratenders.gov.in** having Digital Signature Certificate (DSC) issued from any agency authorized by Controller of Certifying Authority (CCA), Govt. of India & which can be traced up to the chain of trust to the root certificate of CCA.

NIT NO.	Item for which e-tender is invited	Estimated Quantity	Estimated Value	Necessary Dates & Time
No.F.3(68)-SF(KBK)/E.TENDER/ 2023-24/861 Dt.03/10/2023	FISH FEED FLOATING PELLET.	26.5MT	8.745Lakh	Binding Documents can be Download from 05/10/2023 at 14:00 Hours Last Date of Online Submission of e-Tender up to 12/10/2023 till 13:00hrs. Time as per clock time of e-procurement website https://tripuratenders.gov.in

The Details press Notice & Bid Documents for the above can be seen on website https://tripuratenders.gov.in.
All the future modification/Corrigendum/Addendum shall be made in the e-procurement portal.
So, Bidders are requested to get the update themselves from the e-procurement web portal only.

Sd./-
(Ajit DebBarma)
Supdt. of Fisheries
Karbook Sub-Division, Gomati Tripura

ICA/C-2573/23

Press Notice Inviting e- Tender No. 03/Comdt.8thbntsr/PNIeT/2023-24 Dated, 04-10-2023.

The Commandant 8th Battalion TSR (IR-III), Dhalai Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central and State Public Sector Undertaking/ Enterprise and eligible contractors/ firms/ agencies of appropriate class registered with P.W.D/TTAADC/MES/CPWD/Railway/other state P.W.D up to 03 P.M on 19.10.2023 for the following works.

Sl. No.	Name of works	Estimated cost	Earnest money	Time for completion	Last date and time for documents downloading and Bidding	Time and date of opening of technical bid	Document downloading and bidding at application	Class of bidder
03.	Construction of 1(one) Modest accommodation (size 30' x 15') full wall with brick pillar in/c. 5' front verandah with GCI sheet foofing attached toilet, tiles flooring and septic tank, etc at 23 KM post under 8th Bn TSR **(DNIT No.03/comdt8thbntsr/DNIT/ 2023-24)**	Rs.9,33,647/-	Rs. 18,673/-	90 (ninety) Days	1500 hrs on 19.10.2023	At 1700hrs on 19.10.2023	https://tripuratenders.gov.in.	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x 7 until the time of bid closing, with option for re-submission, wherein only their latest submitted bid would be considered for evaluation. The e-Procurement website will not allow any bidder to attempt bidding, after the scheduled date and time. **Submission of bids physically is not permitted.**

For & on behalf of Governor of Tripura.

(Amarjit Debbarma)
Commandant
8th Battalion TSR (IR-III)
Lalcherra, Dhalai Tripura

ICA/C-2584/23

JOB-FAIR
(FOR PLACEMENT IN PRIVATE ORGANIZATION)

ভারত সরকারের ন্যাশনাল কেরিয়ার সার্ভিস প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের মডেল কেরিয়ার সেন্টার, ডিস্ট্রিক্ট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ, আগরতলার ব্যবস্থাপনায় আগামী ১০ শে **অক্টোবর** ২০২৩ শ্রমভবন, অফিস লেইন, **আগরতলা** প্রাঙ্গনে **সকাল ১১০০ টা থেকে বিকেল** ৫.০০টা **পর্যন্ত**, জব ফেয়ার অনুষ্ঠিত হবে। বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেওয়া হল:

Job Title	Vacancy	Place of Posting	Salary (Per month)	Qualification	Age
Sales Executive, Security, Housekeeping, Service Advisor, Data Manager, Technician, Customer Service Representative, Field Assistant Trainee, Jio Digital Sales Specialist-Part Time, Jio Point Assistant Manager	142	Anywhere in Tripura	Rs.10,000/- to Rs.12,987/-	Min. 8th Pass to Graduate/ ITI (trade relevant) Selection Process: 1. Interview (common for all) 2. Written Exam + Interview for Field Assistant Trainee	Min. 18 yrs till 45 yrs (post-specific)
ITI Plumber, ITI Electrician, ITI Welder, Tractor Driver, Agriculture Workers, Security Guards, Ex-servicemen, Accounts Executive, HR Executive, Plant Physiologist, Plant Pathologist, Soil Scientist	43	Holesalu Village, Kaveripura Post, Talakadu Hobli, T. Narasipura Taluk, Mysore Dist., Karnataka, INDIA-571124	Rs.10,000/- to Rs. 25,000/-	ITI in relevant trade/ Min. Class 8th pass with valid Driving License/ Min. Class 7th pass + ready to work in field/ 8th Pass to 10th Pass/ 10th Pass/B.Com or M.Com/ Any Degree or MBA/ M.SC Plant Physiology/ M.SC Plant Pathology/ M.SC Soil Science Selection Process: Interview	21 yrs-35 yrs (Ex-Servicemen- 35 yrs-50 yrs)
TOTAL POSTS	185				

Participating Employers

Progressive Automobiles Pvt. Ltd (TATA Motors)	Reliance Jio Infocomm Ltd.	Sri Krishna Enterprise (KTM Agartala)	Arohan Financial Service Ltd.	Bharat Finance Inclusive Ltd.	Alpine Wineries Private Ltd., Karnataka

চাকরি প্রার্থীদের জন্য নির্দেশনা:-

- On-Spot ফর্ম ফিলাপ করা যাবে যা এমপ্লয়াররাই সরবরাহ করবেন। ইন্টারভিউর সময় প্রার্থীদের BIODATA সহ ডেট অফ বার্থের প্রমানপত্র, শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমানপত্র, নাগরিকতার সার্টিফিকেট বা PRTC, NCS Card, এক্সপেরিয়েন্স সার্টিফিকেট ইত্যাদির অরিজিনাল ও ফটোকপি ও সাম্প্রতিক কালের দুই কপি কালার ফটো নিয়ে আসতে হবে।
- বিস্তারিত আরও বিবরণের জন্য মডেল ক্যারিয়ার সেন্টার, আগরতলায় যোগাযোগ করা যেতে পারে। ইচ্ছুক প্রার্থীদের জব-ফেয়ারে/রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভ এ সরাসরি অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
- যেইসব প্রার্থী সিলেক্ট হবেন তাদের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে তারা তাদের বেতন, কাজ ও অন্যান্য সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ও দায়বদ্ধতা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য সংশ্লিষ্ট এমপ্লয়ার থেকে নিশ্চিতভাবে জানার পর যেন কাজে যোগদান করেন।
- মডেল ক্যারিয়ার সেন্টার, আগরতলা, এমপ্লয়ার ও জব-সিকারের মধ্যে সংযোগস্থাপন করার জন্য এই আয়োজন করছে। এমপ্লয়ার বা জব-সিকারের মধ্যে যেকোনো কেউ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিলে মডেল ক্যারিয়ার সেন্টার, আগরতলা দায়ী থাকিবে না।

ICA/D-1083/23

Director
Employment Services & Manpower Planning
Government of Tripura

বক্সনগরে নকআউট ফুটবলের উদ্বোধন

উদ্বোধনী ম্যাচে ফুটবল প্রেমীদের উন্মাদনা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।।রাজধানী আগরতলায় ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন এর উদ্যোগে একদিকে যখন চলছে সিনিয়র ডিভিশন ক্লাব লীগ ফুটবল টুর্নামেন্ট, ঠিক তখন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তেও চলছে জমজমাট ফুটবলের লড়াই। মহকুমা ও প্রত্যন্ত এলাকায় আয়োজিত ফুটবল টুর্নামেন্টে ফুটবলপ্রেমীদের উপস্থিতি অনেকটাই যেন হার মানছে আগরতলা শহরের সিনিয়র লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে টিএফএ আয়োজিত সবচেয়ে বড় টুর্নামেন্টে দর্শক যেখানে প্রায় হাতেগোনা, ঠিক তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র দেখা যায় মহকুমা ও প্রত্যন্ত এলাকায় অনুষ্ঠিত ফুটবল টুর্নামেন্ট গুলিতে। তা নতুন করে আরও একবার দেখা গেল বক্সনগর মিনি স্টেডিয়ামে। এই এলাকার নবনির্বাচিত বিধায়ক তফাজ্জল হোসেনের ব্যক্তিগত উদ্যোগে শুক্রবার থেকে শুরু হলো আকর্ষণীয় প্রাইজের নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট। বক্সনগর মিনি স্টেডিয়ামে আয়োজিত এই টুর্নামেন্টে অংশ নেয় মোট ১৬ টি দল। টুর্নামেন্টে যে দল চ্যাম্পিয়ন হবে তারা পাবে আকর্ষণীয় ট্রফি সহ দেড় লক্ষ টাকা প্রাইজ মানি। রানার্স দল পাবে ট্রফি সহ এক লক্ষ টাকা। ফলে স্বাভাবিকভাবেই মোটা অংকের প্রাইজ মানির এই টুর্নামেন্টকে ঘিরে স্থানীয় ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে বাড়তি উন্মাদনা দেখা দেওয়াটাই স্বাভাবিক। যা লক্ষ্য করা গেল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচেই। শুক্রবার দুপুরে টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপি নেত্রী পাপিয়া দত্ত, আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, টুর্নামেন্টের উদ্যোক্তা বিধায়ক তোফাজ্জল হোসেন সহ এক ঝাঁক বিজেপি রাজ্য ও স্থানীয় নেতৃত্ব। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে অংশ নেই কলম চৌড়া একাদশ ও পুটিয়া একাদশ। জমজমাট লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে শেষ হওয়া টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে ২-১ গোলের ব্যবধানে জয়লাভ করে পুটিয়া একাদশ। প্রথমার্ধে পুটিয়া ১-০ গোলে এগিয়ে থাকার পর দ্বিতীয়ার্ধে উভয় দল আরো একটি করে গোল দেয়। ফলে নির্ধারিত সময়ের লড়াইয়ে বাজিমাত দেখালো পটিয়া একাদশ। এক ঝাঁক বিদেশি ফুটবলারের লড়াই উপভোগ করতে এদিন প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করেই প্রচুর সংখ্যক ফুটবলপ্রেমী হাজির ছিলেন ময়দানে। ফুটবলপ্রেমীদের এই উপস্থিতি যেন অনেকটা জানান দিল আগামী দিন টুর্নামেন্টের প্রতিটি ম্যাচেই লড়াইটা হবে বেশ জমজমাট। আর এই জমজমাট ম্যাচ উপভোগ করতে ময়দানে উপস্থিত থাকবেন হাজার হাজার ফুটবলপ্রেমী দর্শক।

জয়ের স্বাদ ফরোয়ার্ডের দোরগোড়ায়

কাম-ব্যাকে মরিয়া রামকৃষ্ণ ক্লাবও

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। সুপার লিগে প্রথম জয় ফরোয়ার্ড ক্লাবের দোরগোড়ায়। সিনিয়র ডিভিশন সুপার লিগ ফুটবলে গোলের খরা কাটিয়ে ফরোয়ার্ড ক্লাব প্রথম জয়ের স্বাদ পেতে চলেছে। তবুও ১৪ মিনিটের খেলা যেহেতু বাকি, তাই বলতেই হচ্ছে ফরোয়ার্ডের জয় এখন শুধু সময়ের অপেক্ষায়। লীগ পর্যায়ে সাক্ষাৎকারের মতো সুপার লিগেও 'গুরু' এক ধাপ এগিয়ে রয়েছে 'শিষ্য' থেকে। ৭৬ মিনিটের খেলা অতিক্রান্ত। ইতোমধ্যে এক গোলে লিড ফরোয়ার্ড ক্লাব। খেলার বাকি ১৪ মিনিট। মন্দালোকের কারণে রেফারি দিনের খেলা শেষ করতে বাধ্য হন। ঘোষণা দিতে হয় অবশিষ্ট ১৪ মিনিটের খেলা আগামীকাল সকাল আটটায় একই মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত টেকনো ইন্ডিয়া চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবল এখন সুপার লিগ পর্যায়ে উন্নীত। তৃতীয় ম্যাচে, আজ শুক্রবার ফরোয়ার্ড ক্লাব ও রামকৃষ্ণ ক্লাবের খেলাটি নির্ধারিত সময়ের শুরু হলেও বৃষ্টিস্নাত বিকেল এবং মন্দালোকের কারণে ৭৬ মিনিট নাগাদ রেফারি দিনের খেলা 'অফ' করে দেন। এর মধ্যে ফরওয়ার্ড ক্লাব এক-শূন্যতে এগিয়ে রয়েছে। আগামীকাল সকালে অবশিষ্ট ১৪ মিনিটের খেলা শেষেই ম্যাচের ফলাফল নিশ্চিত হওয়া যাবে। পক্ষান্তরে রাখাল শীল্ড ফুটবলের প্রথম সেমিফাইনালের মতো রামকৃষ্ণ ক্লাবের ছেলেরা শেষ ১৪ মিনিটেও ভালো খেলে গোল পরিশোধের পাশাপাশি সাফল্যের লক্ষ্যে সকালে মাঠে নামার মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এ-ডিভিশন সুপার লিগ ফুটবল

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
ফরোয়ার্ড	১	০	১	০	০-০	১
এগিয়ে চলো	১	০	১	০	০-০	১
রামকৃষ্ণ	১	০	১	০	০-০	১
লালবাহাদুর	১	০	১	০	০-০	১

জাতীয় জুনিয়র গার্লস ফুটবলে

ত্রিপুরা আজ অন্ধ্রের মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। ত্রিপুরার মেয়েরা আগামীকাল অন্ধ্রের মুখোমুখি হচ্ছে। রাজ্য দলের ফুটবলারদের লক্ষ্য একটাই। গ্রুপ লীগে প্রথম ম্যাচে চন্ডিগড় কে হারানোর মতো দ্বিতীয় ম্যাচেও প্রাধান্য বিস্তার করে খেলে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখা। রক্ষণভাগ শক্ত রেখে আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়রা গোলের সন্ধানে সুযোগ খুঁজতে থাকলে কার্যত সাফল্য চলে আসতে পারে। জাতীয় জুনিয়র গার্লস ফুটবলে গ্রুপ লীগে ত্রিপুরা আপাতত শীর্ষে রয়েছে। প্রথম ম্যাচে চন্ডিগড়কে ৩-০ গোলে হারিয়ে রাজ্য দলের খেলোয়ারদের মনোবল যথেষ্ট তুঙ্গে। বৃহস্পতিবার দিনের অপার খেলায় অন্ধ্রপ্রদেশ তিন-এক গোলে পন্ডিচেরিকে হারিয়ে একটু এগিয়ে রয়েছে। অন্ধ্রের মেয়েদেরও ইচ্ছে রয়েছে সাফল্য অর্জনের। ওমেদ স্টেডিয়ামে আগামীকাল কোনদল কেমন খেলে তারই অপেক্ষায়। উল্লেখ্য আগামীকাল অপর ম্যাচে পন্ডিচেরি খেলবে চন্ডিগড়ের বিরুদ্ধে।

জুনিয়র গার্লস জাতীয় ফুটবল : গ্রুপ লিগ

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
ত্রিপুরা	১	১	০	০	৩-০	৩
অন্ধ্রপ্রদেশ	১	১	০	০	৩-১	৩
পন্ডিচেরি	১	০	০	১	১-৩	০
চন্ডিগড়	১	০	০	১	০-৩	০
লাক্ষাদ্বীপ	০	০	০	০	০-০	০

জাতীয় অনূর্ধ ১৯ মহিলা ক্রিকেটে

আগামীকাল ত্রিপুরা হরিয়ানার মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। ত্রিপুরার মেয়েরা এখন কেরালায়। অনূর্ধ ১৯ মেয়েদের এক দিবসীয় ট্রফি ক্রিকেটে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এবার অভিযান শুরু করছে ত্রিপুরা। রাজ্য দলের প্রথম ম্যাচ হরিয়ানার বিরুদ্ধে। খেলা হোলকার স্টেডিয়ামে। ত্রিপুরা দলের মেয়েরা যথারীতি যথাসময়ে কেরালায় পৌঁছে পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের কিছুটা মিলিয়ে নিচ্ছে। আগামীকালের দিনটি পার হলেই রাজ্য দলের মেয়েরা মাঠে নামবে। হরিয়ানার ক্রিকেটাররাও প্রস্তুত। প্রথম ম্যাচে জয় পেতে চাইছে দুই দলই। দু-দলের খেলোয়াররা হলো: ত্রিপুরা- পায়েল নমঃ, স্নিগ্ধা দাস, স্নেহা দেবনাথ, রূপালী দাস, রিফু দেববর্মা, অন্তরানী নোয়াতিয়া, পারমিতা চক্রবর্তী, স্নিগ্ধা সরকার, সায়ন্তিকা নম দাস, প্রিয়া সরকার, অস্মিতা দেবনাথ, অঙ্কিতা পাটারি, মিনতি বিশ্বাস, গিয়া মন্ডল, রেবিকা নোয়াতিয়া, বিজয়া ঘোষ।

হরিয়ানা- ঋদ্ধি লছাভ, প্রীতি ঢাকা, জাহ্নবী শর্মা, মনীষা কুমারী, ঋতিকা ঝাঁড়া, নিত্যা মালিক, জ্যোতি মেহতা, নিহারিকা ওয়াধা, তানিশা ওলান, প্রীতি প্রজাপতি, অঞ্জলি শেরণ, গুলশান আলী, সানগী ওয়াদা, মুস্কান সিং, দীপিকা কুমারী, নন্দিনী তেওয়ারি, সারিকা বেরোয়াল।

সুপার লিগের ভাইটাল ম্যাচে আজ এগিয়ে চলো - লালবাহাদুর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। লীগ ম্যাচে ন্যূনতম গোলে পরাজয়ের ক্ষত এখনও শুকায়নি লাল বাহাদুর ব্যামাগারের। ইতোমধ্যে সুপার লিগে সাক্ষাৎকারের অপেক্ষায় এগিয়ে চলো সংঘ ও লাল বাহাদুর। সুপার লিগে নিজেদের প্রথম ম্যাচ প্রতিপক্ষের সঙ্গে ড্র তে নিষ্পত্তি হওয়ার অর্থই হলো আসন্ন ম্যাচগুলিতে ওপেন লড়াইয়ের সুযোগ। সমান চাপে রয়েছে দুই দলই। সুপার লিগের চতুর্থ ম্যাচে আগামীকাল বিকেলে এগিয়ে চলো সংঘ খেলবে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের বিরুদ্ধে। সুপার লিগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষের সঙ্গে ড্র করে সমপর্যায়ে অবস্থান করছে দুই দল।ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত টেকনো ইন্ডিয়া চন্দ্র মেমোরিয়াল সিনিয়র ডিভিশন লীগের সুপার ফোর-এর চতুর্থ ম্যাচ আগামীকাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিকেল তিনটায় স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে। চলতি মরশুমে এগিয়ে চলো সংঘ ও লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের এটি দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার। লীগ পর্যায়ের খেলায় প্রথম সাক্ষাতে এগিয়ে চলো সংঘ ন্যূনতম গোলের ব্যবধানে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারকে পরাজিত করেছিল। এগিয়ে চলো সংঘ চাইছে সেই ম্যাচকে হিসেবে ধরে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে। পক্ষান্তরে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগরের ছেলেরা সুযোগ খোঁজার অপেক্ষায় আছে, প্রথম সাক্ষাতে পরাজয়ের মোক্ষম জবাব দিতে। ধারে এবং ভারে লীগ পর্যায়ের খেলার তুলনায় সুপার লিগের খেলা কিন্তু অনেকটা স্পর্শকাতর। তাই মাঠে কোন দল কেমন খেলে এখন সেটাই দেখার বিষয়।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

মানুষের জীবন বাঁচানো মনুষ্যত্বের একটি বড় দিক: সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। মানুষের জীবন বাঁচানো মনুষ্যত্বের একটি বড় দিক। আজ রাজধানী আগরতলার রামনগরে সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের রামনগর শাখা অফিসের উদ্যোগে আয়োজিত এক স্বেচ্ছায় রক্তদান ও স্বাস্থ্যশিবিরে একথা বলেন পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

তাঁর কথায়, রক্তদান জীবন বাঁচায়। তাই যাদের রক্তের প্রয়োজন আছে তারা যাতে সময়মত সুলভে উৎকৃষ্ট রক্ত পান তা সুনিশ্চিত করতে রক্তদানে আমাদের সচেতনতা বাড়াতে হবে। কোনো মানুষের বিপদে তাঁর পাশে দাঁড়ানো ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া একজন আদর্শ মানুষের পরিচয়। প্রতি মুহূর্তে একবিন্দু রক্তের জন্য জীবনযুদ্ধে পরাজিত হচ্ছে কতশত মানুষ, এটা আমাদের কোনোভাবেই কাম্য নয়।

এদিন তিনি বলেন,ব্লাড ব্যাঙ্ক গুলিতে টাটকা রক্তের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানো,আমাদের দায়িত্ব এবং নৈতিক কর্তব্যর মধ্যে পড়ে। মানবিক কার্যকলাপে অনুপ্রেরণা, উৎসাহ এবং উদ্যোগী হওয়া আমাদের মূল লক্ষ্য হতে হবে। এর ফলে আগামী দিনে মানুষের রক্তের জন্য দূর্ভোগ অনেক কম করা যাবে।

জিবিতে বিশ্ব প্রবীণ দিবস উদ্‌যাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। বিশ্ব প্রবীণ দিবস উপলক্ষ্যে গতকাল ৬ অক্টোবর আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজে একটি অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে সম্মাননীয় বক্তারা বিশ্ব প্রবীণ দিবসের তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। জি বি হাসপাতালের জেরিয়াট্রিক মেডিসিন বিভাগের নোডাল অফিসার ও বিভাগীয় প্রধান এবং স্বাস্থ্য বিভাগের ব্যবস্থাপনায় মেডিকেল কলেজের লেকচার হলে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। মঞ্চে গৌরবোজ্জ্বল উপস্থিতিদের মধ্যে ছিলেন মাননীয় স্বাস্থ্য সচিব ডা. রাঠোর সন্দীপ রেয়াজি মহোদয়, অধ্যাপক এইচ পি শর্মা, ডি কে চাকমা, অধ্যাপক অনুপ সাহা, অধ্যাপক সঞ্জীবকুমার দেববর্মা, ডা. শংকর চক্রবর্তী, ডা. দামোদর চ্যাটার্জি প্রমুখ। এই অনুষ্ঠানে ১০ জন প্রবীণ খ্যাতিমান চিকিৎসক, ৪ জন জেরিয়াট্রিক মেডিসিন বিভাগে ভর্তি হওয়া রোগী এবং ৩ জন প্রবীণ নাগরিককে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সকাল ১১ টায় প্রদীপ প্রজ্বলন ও উদ্‌বোধনী সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। মাননীয় স্বাস্থ্য সচিব মহোদয় জেরিয়াট্রিক মেডিসিন বিভাগের উন্নয়নের জন্য সদর্থক ভূমিকা পালন করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। বক্তারা প্রবীণদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যার ওপর আলোকপাত করেন। জগৎ-জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞ প্রবীণরা যেন কোনোভাবেই অবজ্ঞা ও অবহেলার শিকার না হন সে বিষয়ে মনোযোগী হতে সবাইকে সচেতন করেছেন।

তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৬ অক্টোবর।। তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং মুঙ্গিয়াকামি আর ডি ব্লকের ব্যবস্থাপনায় মহারানীপুর বাজার হাইস্কুলে এক প্রশাসনিক এবং স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে শুক্রবার। সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য শিবির সহ প্রশাসনিক শিবিরে উপস্থিত থেকে পরিষেবা গ্রহণ করার জন্য সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ সহ স্বতঃস্ফূর্ততা উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষ্য করা গেছে। এই সরকারি উদ্যোগে উপস্থিত থেকে প্রধান অতিথি হিসেবে নিজের আলোচনায় অংশগ্রহণ করে রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা দাবি করেছেন বর্তমান সময়ের সরকার এমন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করছে যাতে করে সরকার মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছবে মানুষকে সরকার বা প্রশাসনের কাছে হন্নে হয়ে খুঁজতে হবে না। পাশাপাশি যেভাবে মহকুমা প্রশাসন উদ্যোগ গ্রহণ করে প্রশাসনিক শিবিরের মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার সাধারণ মানুষের কাছে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং এর সাথে সাথে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ প্রদান করে দিয়েছে তার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। এই শিবিরের মধ্য দিয়ে মন্ত্রী সাহেব জানান, উনার আগে পি আর টি সি সার্টিফিকেট ছিল না তাই আজ এখানে ফ্রম ফিলাপ করে সঙ্গে সঙ্গে এস ডি এম সাহেবের হাত দিয়ে উনি নেন এই সার্টিফিকেট পেয়েছেন। এই প্রশাসনিক এবং স্বাস্থ্য শিবিরে তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক অভিজিৎ ভট্টাচার্য সহ মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের বিএসসি চেয়ারম্যান সুনীল দেববর্মা ,মুঙ্গীয়াকামি ব্লকের ভিডিও এবং বিভিন্ন স্তরের শীর্ষ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

মাছ চুরি করতে গিয়ে হাতে নাতে ধরা পড়ল জওয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৬ অক্টোবর।। রক্ষকই যদি ভক্ষক হয় তখন সাধারণ মানুষ কাকে ভরসা করবে। শুক্রবার সাত সকালে রাজ্যে সরকারের এক টিএস আর জওয়ানের কুকীর্তি ধরা পড়েছে বিশালগড় নিউমার্কেটের মাছ বাজারে।

আক্তার হোসেন নামে এক টিএস আর জওয়ান মাছ চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়লো। নিউমার্কেটের মাছ বাজার শেডে যে সিসিটিভি ফুটেজ লাগানো আছে,এই টিএস আর জওয়ানের জানা ছিল না।তাই মাছ চুরির মতো কুকীর্তি করতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বাজার ব্যবসায়ীদের হাতে ধরা পড়ে। হয়তো বা সরকার এই গুনধর জওয়ানকে যে টাকা বেতন দেয় তা হয়তো ওনার কোন কিছুতেই পোষায় না।তাই সামান্য মাছ চুরির মতো জঘন্য ঘটনায় জড়াতে দ্বিধা বোধ করেনি। বাজার ব্যবসায়ীরা এই মাছ চোর আক্তার হোসেন নামে টিএসআর জওয়ানকে উত্তম মধ্যম দিলে পিলারের সাথে বেঁধে রেখে বিশালগড় থানার পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলের ছুটে এসে অভিযুক্ত টিএসআর জওয়ান আক্তার হোসেনকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। তবে এই ঘটনায় বিশালগড় জুড়ে ছিঃ ছিঃ রব উঠেছে। বাজারের অনেকেই বলতে শোনা গেছে একজন সরকারি কর্মচারী হয়েও যদি মাছ চুরি করে খেতে হয়, তাহলে সাধারণ মানুষ কি করবে।দেশ ও সমাজ রক্ষার দায়িত্ব যাদের হাতে ন্যাস্ত তাদের এহেন কর্মকান্ডে হতবাক নিউমার্কেটের বাজার ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারণ জনগণ।

রাজ্যে প্রবেশের পথে ফের আটক নেশা সামগ্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। ত্রিপুরায় নিয়ে আসার পথে কন্টেনার বোঝাই নেশা জাতীয় কফসিরাফ ও ফেন্সিডিল ধরা পড়ল চুরাইবাড়ি বাজারিছড়া এলাকায়। ঘটনার বিবরণে পুলিশ চেক গেটের ইনচার্জ প্রণব মিলি জানান যে ,শুক্রবার কাকভোরে এএস-০১-এমসি -৮৫৮০ নম্বরের একটি ছয় চাকার গৃহ সামগ্রী বোঝাই কন্টেনার গুয়াহাটি থেকে ত্রিপুরায় যাবার পথে রাজ্যের অন্তিম চেক গেট চুরাইবাড়িতে পৌঁছালে গাড়িটিতে যথারীতি তল্লাশি করে কর্তব্যরত পুলিশ। এতে বিভিন্ন সামগ্রীর আড়াল থেকে বিভিন্ন বস্তায় নয় হাজার বোতল নেশা জাতীয় কফ সিরাফ উদ্ধার হয়েছে। যার কালোবাজারী মুল্য অনুমানিক নয় লক্ষ টাকার মত হবে। এ কান্ডে গাড়ির চালক ও সহচালককে আটক করা হয়েছে। তাদের নাম যথাক্রমে বাসুদেব দাস ও রাহুল দাস। উভয়ের বাড়ি গুয়াহাটিতে। পুলিশ ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।ধৃতদের শনিবার আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বিলোনিয়ায় খাদিমের শো-রুম

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৬ অক্টোবর।। বিলোনিয়াতে খাদিমের বিপুল সম্ভার, বিলোনিয়া মহকুমা থেকে শুরু করে গোটা দক্ষিণ জেলা বাসীর জন্য সুখবর আজ থেকে সুচনা হলো খাদিমের শো রুমের ,বিলোনিয়া শহরের প্রান কেন্দ্র রাজীব কর্ণারে এই শো রুম খোলা হয়, দুই বেকার যুবক সঞ্জু দেবনাথ ও সুমন সেনের প্রচেষ্টায় বিলোনিয়াতে খাদিমের শোরুম, দুর্গা পূজার প্রাক লগ্নে খাদিমের শো রুম অনেকটাই উপকৃত হলো বিলোনিয়া বাসী, কেনা কাটার উপর থাকছে বিশেষ আকর্ষনীয় উপহার, এমনটাই জানালেন শোরুমের দুই কর্ণধার, আজ সকাল সাড়ে দশটায় মহকুমা শাসক রতন ভৌমিক, বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারপারসন নিখিল চন্দ্র গোপ ,মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অভিজিৎ দাসের উপস্থিতিতে সুচনা হয় খাদিমের পথ চলা, শারদীয়া দুর্গা পূজার অগ্রিম শুভেচ্ছা জানিয়ে সকলের আশীর্বাদে খাদিম সবার পায়ে পায়ে প্রাণবন্ত হয়ে উঠুক সেই কামনা করেন বিলোনিয়া খাদিম শোরুম এর দুই কর্ণধার সুমন সেন ও সঞ্জু দেবনাথ।

এনএসএস'র প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৬ অক্টোবর।। রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতকের হাত ধরে তেলিয়ামুড়া ইংরেজি মাধ্যম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ৭ দিবস ব্যাপী এন.এস.এস-এর বিশেষ বার্ষিক প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হলো শুক্রবার থেকে। প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্যসচেতক কল্যাণী সাহা রায়। এছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান।

পুলিশের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৬ অক্টোবর।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের উদ্যোগে জেলা সভাধিপতির অফিস কক্ষে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় জেলার নবনিযুক্ত জেলা পুলিশ সুপার ও একই সাথে সদরে বদলি হয়ে যাওয়া দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক শ্রী সন্তোষ দাসকে, শুক্রবার (০৬/১০/২০২৩) দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা পুলিশ সুপার ও অতিরিক্ত জেলা শাসক দু'জনকেই সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন জেলা সভাধিপতি সহ অন্য বিশিষ্ট জনেরা ,এদিনের সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের জেলা সভাধিপতি কাকলি দাস দত্ত , সহ-সভাধিপতি বিভীষণ চন্দ্র দাস, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার নবনিযুক্ত জেলা পুলিশ সুপার অশোক সিনহা, অতিরিক্ত জেলা শাসক সন্তোষ দাস সহ প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ন ব্যক্তিগন ,সম্বর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে জেলা সহ-সভাধিপতি বিভীষণ চন্দ্র দাস তাঁর বক্তব্যে জানান নবনিযুক্ত জেলা আধিকারিকরা উনাদের কর্মময় জীবন যেন আরো সুনামের সাথে রাজ্যবাসীর কল্যানে ব্যায় করতে পারেন এটাই আশা করছি।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স শারদীয়া স্বর্ণ সম্ভার ২০২৩

আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স উপস্থাপন করছে শারদীয়া ''স্বর্ণ সম্ভার ২০২৩''। যা চলবে ৯ থেকে ২০ অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত। শারদীয়া ''স্বর্ণ সম্ভার'' হল ত্রিপুরার সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং বহু প্রতীক্ষিত গহনা প্রদর্শনী যা এবার ২১ বছরে পা রাখতে চলেছে। এই বিশেষ সংস্করণের বিশেষ সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে ডিজাইনার হাতে তৈরি সব গয়না, ঐতিহ্যবাহী এবং ট্রেন্ডি বিয়ের গহনা, সাশ্রয়ী মূল্যে হিরের গহনা, রত্ন এবং মূল্যবান পাথরের জমকালো সংগ্রহ। এবং গ্রাহকদের জন্য থাকছে অনেক আকর্ষণীয় অফার এবং ড্র। নিশ্চিত গোল্ড কয়েন : ২০ গ্রাম বা তার বেশি ওজনের যে কোনও সোনা ও সমমূল্যের হিরের গয়না কিনলে থাকবে নিশ্চিত গোল্ড কয়েন। নিশ্চিত উপহার :২০ গ্রাম ওজনের নিচে যে কোনও সোনার গয়না কিনলে থাকবে নিশ্চিত উপহার। ২০০ টাকা ছাড় :সোনার গয়না কেনাকাটায় প্রতি গ্রামে থাকছে ২০০ টাকা করে ছাড়। ৭৫ শতাংশ ছাড় : যেকোনো হিরের গয়নার তৈরির মজুরিতে থাকছে ৭৫শতাংশ ছাড়। ১৫শতংশ ছাড় :গ্রহরত্ন-এর এমআরপিতে থাকছে ১৫শতাংশ ছাড়। প্রতিদিন লাকি ড্র : হোম এপ্লায়েন্সেস। মেগা ড্র :৫টি স্কুটি (শারদীয়া স্বর্ণ সম্ভার ও চমকভরা ধনতেরাসে মিলিতভাবে

এই পুরস্কার দেওয়া হবে) এছাড়াও অন্যান্য যেসব সুবিধা আর পরিষেবা সারাবছর থাকে। যেমন পুরানো সোনার গয়না বদল করে নতুন গয়না নেওয়ার সুবিধা এবং সোনায় সোহাগা (গহনা কেনার জন্য বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম) এর মতো প্রকল্প গুলিও পাওয়া যাবে। সব মিলিয়ে, শারদোৎসবের প্রাক্কালে একটি বিশেষ উপহারের মোড়কে এই ''স্বর্ণ সম্ভার'' পেশ করা হচ্ছে - যা সংস্থার প্রতিশ্রুতির প্রতীক। এই উপলক্ষে একটি বিশেষ প্রেস প্রিভিউতে সোনা ও হিরের গহনার সংগ্রহ উন্মোচন করেছেন সংস্থার দুই ডিরেক্টর অর্পিতা এবং রূপক সাহা। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ডিরেক্টর অর্পিতা সাহা বলেন, 'আমাদের এই প্রাক পুজা উপস্থাপনা ''স্বর্ণ সম্ভার'' এবার একুশ বছরে পড়ল। গহনার নকশা এবং কারুকার্যের সূক্ষ্মতা, এক্সক্লুসিভ কালেকশন- এসব দিক দিয়ে বিচার করলে এবছর এটা আরও স্পেশাল। তাছাড়া আকর্ষণীয় সব অফার তো আছেই।'

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের আরেক ডিরেক্টর রূপক সাহা বলেন, 'আমরা এই একুশতম বর্ষের ''স্বর্ণ সম্ভার'' আমাদের ক্রেতা বন্ধুদের উৎসর্গ করছি। তাঁদের সমর্থন এবং উৎসাহ ছাড়া এতদূর এগোনো সম্ভব হত না। গহনার ডিজাইন নিয়ে তাঁদের প্রত্যাশা পূরণ করার চেষ্টা আমরা সব সময়ই চালিয়ে যাব। সেই সঙ্গে ন্যায্য মূল্যে সেরা জিনিসটি তুলে দিতেও আমরা বদ্ধপরিকর।'শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স, আপনার প্রিয় জুয়েলারি হাউস, উৎসবের মরসুমে আপনাকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত।''শারদীয়া স্বর্ণসম্ভার ২০২৩'' চলবে ৯ থেকে ২০ অক্টোবর ২০২৩, ত্রিপুরা (আগরতলা, খোয়াই, ধর্মনগর এবং উদয়পুর) এবং কলকাতায় (গড়িয়াহাট, বেহালা এবং বারাসাত) শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের সমস্ত শোরুমে। আসুন, আপনার উৎসবকে করে তুলুন আরও রঙিন, আপনার শারদোৎসব হয়ে উঠুক আরও আনন্দময়।

বিজেপিতে বড়সড় যোগদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৬ অক্টোবর।। ভারতীয় জনতা পার্টি ঋষ্যমুখ মন্ডলের উদ্যোগে বিভিন্ন শক্তি কেন্দ্র এবং বুথে চলছে যোগদান সভা, গত মাসের প্রথম দিকে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা ঋষ্যমুখ মন্ডলে সাংগঠনিক বৈঠক করেন, মন্ডল নেতৃত্বকে নির্দেশ দেন বিভিন্ন বিরোধী দলে আজ ও যারা রয়েছেন তাদেরকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করানোর উদ্যোগ নেওয়ার জন্য, ঋষ্যমুখ মন্ডলে সাংগঠনিক বৈঠকে এসে মন্ডল এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় পাঁচ শতাধিক বিরোধী কর্মী সমর্থককে তিনি ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা তুলে দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টিতে বরণ করে নেন, মুখ্যমন্ত্রী সফরের পর থেকে ই ঋষ্যমুখ বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন জায়গায় চলছে বিরোধী দল ছেড়ে শাসক দলে যোগদানের হিড়িক, আজ দেবীপুর শক্তি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় যোগদান সভা, এই যোগদান সভায় ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন বিলোনিয়া বিভাগীয় কমিটির সদস্য বিষ্ণু চক্রবর্তী এবং সিপিআইএমের প্রাক্তন উপপ্রধান গোপাল বৈদ্যের নেতৃত্বে সিপিআইএম , তিপরা মথা এবং কংগ্রেস দল থেকে ৩২ পরিবারের মোট ৮৩ জন ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেন, তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে দলে বরণ করে নেন ভারতীয় জনতা পার্টি ঋষ্যমুখ মন্ডল সভাপতি শ্রী সুশংকর ভৌমিক , এছাড়াও যোগদান সভায় উপস্থিত ছিলেন মন্ডল কমিটির সহ-সভাপতি প্রণব আইচ, শক্তি কেন্দ্রের ইনচার্জ দুলাল শীল, সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, মন্ডল সভাপতি এক প্রতিক্রিয়া জানান প্রধানমন্ত্রী মোদি ও মানিক সাহার সরকারের কাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মী সমর্থকরা ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করছেন।

কল্যাণপুরে অশোক দেবের স্মরণসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৬ অক্টোবর।। বর্ষণ মুখর দিনে কল্যাণপুর এর প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির প্রয়াত সদস্য অশোক দেবের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে শুক্রবার কল্যাণপুর এলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রাক্তন বিধায়ক আশীষ কুমার সাহা। তিনি ফুল মালা দিয়ে প্রয়াত অশোক দেবের ছবিতে শ্রদ্ধা জানান। তেলিয়ামুড়া জেলা কংগ্রেস এর উদ্যোগে আয়োজিত এই স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি শব্দ কুমার জমাতিয়া, রামচন্দ্রঘাটের ব্লক কংগ্রেস সভাপতি প্রদীপ দাস , খোয়াই এর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি যতীন্দ্র গোপ, জেলার কার্যকরি সভাপতি প্রদ্যুৎ ভট্টাচার্য, তরণী দেববর্মা, রাখাল তরফদার সহ অন্যান্য নেতারা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যুব নেতা কার্তিক দেবনাথ। স্মরণ সভায় অশোক দেবের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ সাহা বলেন গনতান্ত্রিক চেতনাকে কোন সময় আটকে রাখা যায় না। অশোক দেবের অকাল মৃত্যু দলের কাছে আকস্মিক। এমন হবে সেটা ভাবা যায় নি। উল্লেখ্য গত ২৮ সেপ্টেম্বর চেন্নাই এর হাসপাতাল এ প্রয়াত হন অশোক দেব। আশীষ সাহা বলেন গণতান্ত্রিক ভাবে সকলকে মুক্ত করার যে প্রয়াস অশোক দেব নিয়েছিলেন তাকে আরও সংঘবদ্ধ ভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। শাসনের নামে রাজ্য ও কেন্দ্রের সরকার যেভাবে মানুষ কে নির্যাতন এর মুখে ঠেলে দিয়েছে তার বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখতে হবে। তিনি বলেন এটা শুধু কল্যাণপুরেই না সারা ত্রিপুরা রাজ্যেই হচ্ছে। এই লড়াই এ আরও মানুষ কে যুক্ত করতে হবে। অশোক দেবের মতো গণতান্ত্রিক একজন ব্যক্তি গণতান্ত্রিক ভাবেই কাজ করতে চেয়েছিলেন। তাকে যে মানুষ কত ভালোবাসেন তা এই দুর্যোগের দিনে মানুষের উপস্থিতিই প্রমান করে। আশীষ সাহা বলেন নানা রকম ভাবে শাসক দল তার উপর নির্যাতন এর খারা ঝুলিয়ে দিয়েছিলো। যার ফলে সে তার নিজের বাড়িতেও থাকতে পারতো না। সারা রাজ্যেই বিরোধী দলের উপরে এমন অবিচার নেমে এসেছে। অশোক দেবের পরিবার এর পাশে কংগ্রেস দল আছে এবং তার স্বপ্ন কে সাকার করতে সকল কে সংঘবদ্ধ ভাবে এগিয়ে আসতে হবে। এদিনের স্মরণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যুব নেতা কার্তিক দেবনাথ।

রাজ্যপাল সকাশে অখিল ভারতীয় ধর্ম সংঘের সভাপতি

আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। আজ বিকালে রাজভবনে রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইন আর্যের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন বিহারের অখিল ভারতীয় ধর্ম সংঘের সভাপতি আচার্য ড. রামশংকর শাস্ত্রী। সাক্ষাৎকারের সময় সংঘের অন্যান্য সদস্যগণও উপস্থিত ছিলেন। রাজভবন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

ঊনকোটি জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ১৪৪ ধারা

কৈলাসহর।। শান্তি, সুস্থিতি ও আইন শৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখতে ঊনকোটি জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার ৩ কিলোমিটারের মধ্যে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক টি কে চাকমা গত ১ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে এই আদেশ জারি করেছেন। আগামী ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত এই আদেশ বলবৎ থাকবে। এই সময়কালে প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরের দিন সকাল ৬টা পর্যন্ত জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার ৩ কিলোমিটারের মধ্যে এই আদেশ কার্যকর থাকবে। আদেশে আরও বলা হয়েছে ১৪৪ ধারা চলাকালীণ পাঁচ জনের বেশী মানুষ এক সাথে জড়ো হতে পারবেনা। কোন ব্যক্তি লাঠি, তীর ও ধনুক, সুচাগ্র বাঁশ, সাইকেলের চেইন, গুলতি, লোহার রড, ছঁড়ি, আগেয়া'ও বিস্ফোরকের মতো অ' বহন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাবার শ্রমিকদের দাবিতে বাম শ্রমিক সংগঠনের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। রাবার শ্রমিকদের দশ দফা দাবিতে ত্রিপুরা রাবার শ্রমিক ইউনিয়ন রাজ্য কমিটি টি.এফ.ডি.পি.সি -র ম্যানেজিং ডিরেক্টরের নিকট এক ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। রাবার শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, ছাঁটাই শ্রমিকদের কাজে পুনর্বহাল, রাবার শ্রমিকদের থেকে সরকারি চাকুরিতে নিয়োগ করার জন্য দাবি জানান ত্রিপুরা রাবার শ্রমিক ইউনিয়ন রাজ্য কমিটি।

শুক্রবার ত্রিপুরা রাবার শ্রমিক ইউনিয়ন রাজ্য কমিটি থেকে দাবী জানানো হয় টি এফ ডি পি সি -র অধীনে থাকা বিভিন্ন রাবার বাগান বেআইনি ভাবে দখল করা হয়েছে।এই ক্ষেত্রে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে না। অবিলম্বে দাবিগুলি বিবেচনা করে পূরণ করার। সিআইটিইউ রাজ্য কমিটির রাজ্য সভাপতি মানিক দে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, বিজেপি তার ঘনিষ্ঠদের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য বন আইন পাস করেছে। যাতে বিজেপি -র ঘনিষ্ঠরা সবকিছু আত্মসাৎ করতে পারে। এ সরকারের লক্ষ্য একটাই গরীব মানুষকে উচ্ছেদ করে বিজেপি ঘনিষ্ঠদের হাতে দেশকে তুলে দেওয়ার। আর এই পরিস্থিতি থেকে বের হয়ে আসতে শ্রমিকরা ময়দানে রয়েছে। তারপরও শ্রমিকদের পাশাপাশি কৃষকদেরও মাঠে নামতে হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করে মানিক দে। তিনি আরো বলেন দেশে এই বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে মানুষ ক্ষোভে ফুঁসছে। মানুষ এই সরকার থেকে নিস্তার চাইছে। কারণ শ্রমিকদের মজুরি কমিয়ে দিয়েছে সরকার, আর বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। রেশন শপের মাধ্যমে যেসব সামগ্রী মানুষকে প্রদান করার কথা তা মিলছে না। যার ফলে মানুষ এখন অনাহারে ভুগছে। তাই মানুষ এখন আন্দোলনের নামার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে বলে জানান তিনি। আয়োজিত এই দিনের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সিআইটিইউ সাধারণ সম্পাদক শংকর প্রসাদ দত্ত। তিনিও সরকারের সমালোচনা করে বলেন দিন দিন রাবারের মূল্য কমছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।